অরুন্ধতী প্রিয়বান্ধবী

এক

১

অকস্মাৎ অন্ধকার হয়ে গেল। লোড শেডিং। তবু তার সামনে খোলা টাইপ করা চিঠিটা যেন জ্বল জ্বল করতে থাকল।

কোমপানি আনন্দের সহিত জানাইতেছে যে আপনাকে একজিকিউটিভ স্তরে উন্নীত করা হইল। এই নির্দেশ আগামীকাল হইতে বলবৎ হইবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই বয়ানের সঙ্গে তাকে এখন থেকে কী কী সুবিধাদি দেওয়া হবে, তারও ফিরিস্তি বিশদভাবে দেওয়া আছে। সেই অন্ধকারের মধ্যেও মনে মনে গড়-গড় করে সে-সব সে পড়ে গেল। কেউ মোমবাতি জ্বেলে দিয়ে গেল না। কেন না কেউ নেই। অফিসের ছুটি হয়ে গিয়েছে। একজিকিউটিভদের ঘরে অবশ্য মোমবাতি দেওয়া হয় না। এক ধরনের উজ্জ্বল ব্যাটারি-আলো সে-সব ঘরে জ্বলতে সে দেখেছে। কাল থেকে তার ঘর কখনোই অন্ধকার হবে না। ভাবতেই তার কেমন অস্বস্তি বোধ হল। নিছকই অস্বস্তি। এমন ব্যাপারে সে অভ্যস্ত নয়। এই তবে শুরু? অসহায়ভাবে সে অন্ধকারকেই জিজ্ঞেস করল যেন।

চিঠিখানা, সে টেবিলের দিকে চেয়ে দেখল, ততক্ষণে অন্ধকারে মিলিয়ে গিয়েছে। করবী তাকে আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে বলেছিল। তার নিজেরও কিছু কেনাকাটা ছিল। একটু ভাল

দোকানমাত্রই সাতটা সাড়ে সাতটার মধ্যে ঝাঁপ ফেলে দিচ্ছে আজকাল। গা এলিয়ে কেনাকাটা করা যায় না। ব্যাপারটা তাকে প্রতিদিন পীড়া দেয়। কিন্তু উপায় কী? এ হচ্ছে সময়ের ঘাড় ধাক্কা, এ তাকে খেতেই হবে। সে কেমন বিপন্ন হয়ে উঠল।

ভোম্বল, চকোলেট ভুলবি না কিন্তু।

কী হচ্ছে রুবি! বলেছি না, এখন বড় হয়েছ, গুরুজনকে সম্মান করে কথা কইবে। এখন তুই ফুই কী? ও না তোমার বাপের বয়সী?

যে মেয়ে বাবাকে ভালবাসে মা, সেই মেয়ে আদর করে তার বাবার সঙ্গে তুই তোকারি করলে দোষ কি?

অতঃপর করবী লাল হয়ে চুপ করে গেল। তার দিকে বিপন্ন হয়ে চাইল। আর হাতে ঘড়ি আঁটতে আঁটতে রুবি ছুটল মেডিকেল কলেজে। আর বেরুবার মুখে করবী তাকে বলল, একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে পারবে? জরুরী কথা আছে।

ওর ঘড়িতে রেডিয়াম ডায়াল নেই। বুঝতে পারল না ঠিক কটা বাজে। পুরনো হাতঘড়ি। এর মেরামতের পিছনে খরচ যা পড়েছে তা দিয়ে কবেই ভাল ঘড়ি কেনা যেত। কিন্তু ঘটনা এই যে নতুন ঘড়ি কেনা হয়নি। কাজেই পুরনো ঘড়ির মেরামত খরচ আরও বেড়েই চলেছে।

আসলে এটা এক ধরনের অভ্যাস। জের টেনে যাওয়ার অভ্যাস। মানুষের জীবনে, সে এবার দার্শনিক হল, হিসাবের খাতা একবারই খোলা যায়। জের টেনে চলাই মানুষের নিয়তি।

সেই অন্ধকার ঘরের স্তব্ধতা ভেঙে টেলিফোন বেজে উঠতেই সে চমকে উঠল। একটু অবাক লাগল তার। তাহলে যন্ত্রসভ্যতার প্রাণ কলকাতায় এখনও ধুকপুক করছে! তার মানে কলকাতা চলছে!

বা! তারিফ করল সে। ফোনটা তুলল না। তাকে এখন কে টেলিফোন করবে? এখানে? অবশ্যই রং নাম্বার। কিছুক্ষণ শব্দ করে আপনা থেকেই স্তব্ধ হয়ে গেল সেটা। হঠাৎ মনে হল তুললেই হত রিসিভারটা। হোক না রং নাম্বার। তবু তো এই নিঃসাড় অন্ধকারে মানুষের গলাটা শোনা যেত। হঠাৎ তার মনে হল তবে কি তার মনে ভয় জমছে?

এবার সে উঠবার তাগিদ অনুভব করল। রাস্তার ভিড় নিশ্চয়ই এতক্ষণে কিঞ্চিৎ পাতলা হয়েছে। অতএব যানবাহনে একটু চেষ্টা করলে হয়ত ওঠা যেতে পারে। সে যে রোজ আটটায় অফিসে আসে আর দেরি করে ফেরে তা কাজ দেখাবার জন্য তত নয়, যত ভিড় এড়াবার জন্য। একটানা তেইশ বছর এই তার রুটিন। যেমন সে তার ঘড়িটা বদলাতে পারেনি, তেমনি এই রুটিনও সে বদলাতে পারেনি। এখন কি তার এই অভ্যাসেও ঘা পড়বে? একজিকিউটিভ-দের ঘরে যেমন ব্যাটারি-আলো, তেমনি তাদের রাহা খরচ বাবদ ভাতারও বরাদ্দ আছে। ট্যাকসি চড়বে সে? মিনিবাস ধরবে? তবে কি সে সকাল সকাল বাড়ি ফিরতে পারবে? ফিরে কি করবে? কেন, তার কি কোনও আপনজন নেই? তাদের সঙ্গে সময় কাটাতে চায় না সে? শুধু অফিসে আসা আর বাড়িতে ফেরা, এর মধ্যে ঘোরাফেরা করেই তার জীবনটা সে কাটিয়ে দেবে? না, তা কেন? সাধারণ আর পাঁচটা লোক যেমনভাবে জীবন কাটায়, সেও তাই করতে চায়। তাই তো করে। আপনজন নেই তার কে বললে? কেন, রুবি? তার মা করবী? আপনজন বলতে রুবির কথাই আগে মনে আসে। রুবি তার প্রাণ। রুবিই তাকে বেঁধেছে। করবীর কথা জানে না। রুবি যেমন তাকে প্রথম দর্শনেই ভালবেসে ফেলেছে, তেমনি সেও রুবিকে।

ছু বছরের রুবি তাকে দেখামাত্র তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল করবীর কোল থেকে। গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল, বাবা, হামি।

করবী অপ্রস্তুত। সেও বেশ বিব্রত। কিন্তু রুবি তার বুকে উঠে কেমন যেন এক তোলপাড় ঘটিয়ে দিল। সে পরম আদরে রুবির গালে একটা চুমু খেল।

বাবা হামি? আরেকটা গাল রুবি বাড়িয়ে দিল।

আঃ রুবি, বিরক্ত কর না ওকে। এসো আমার কাছে। করবীর অস্বস্তি তার শোকসংহত কণ্ঠেও প্রকট হয়ে উঠেছিল।

রুবি ছু' হাতে তার গলা জড়িয়ে বুকে বসে ছিল। কিছুতেই তার মায়ের ডাকে সাড়া দেয়নি। করবী বিপন্ন হয়ে বলেছিল, মেয়েটা বড় অবুঝ।

আপনি ব্যস্ত হবেন না। ওকে আমার হাতে ছেড়ে দিন।

রুবি শক্ত আশ্রয়ের মর্ম বুঝেছিল। বলল, বাবা, মা অবুচ্।

করবীর মুখ লাল হয়ে উঠেছিল।

করবী রুবিকে বাবা ডাক ছাড়াতে পারেনি। বলেছিল, রুবি, উনি তোমার বাবা নন। ওকে মামা বলবে।

রুবি কিছুতেই ওকে মামা বলতে চায়নি। তুমি কাল্ মামা?

ও বলেছিল, আমি সিংহের মামা। সিংহের মামা ভোম্বলদাস।

এটা রুবির পছন্দ হয়েছিল। সেই থেকে সে রুবির ভোম্বল। রুবি চকোলেট নিতে বলেছে। সর্বনাশ, নাহুমের দোকান আবার বন্ধ হয়ে যায়নি তো? হঠাৎ ওর উঠবার তাড়া পড়ে গেল। আস্তে আস্তে হাতড়ে সে টেবিলের উপর থেকে চিঠিখানা তুলে নিল। ভাঁজ করল পাটে পাটে, তারপর হাতড়ে হাতড়ে খামটাও খুঁজে পেল। খামের ভিতরে চিঠিটা পুরে সে বুক পকেটে রাখল। তক্ষুনি আবার টেলিফোন

বাজতে শুরু করল। একটু ইতস্তত করে টেলিফোন তুলতেই ওপার থেকে শমিতা সিনহার গলা বেজে উঠল। উনি মিস কি মিসেস সে জানে না। জানে উনি একজন একজিকিউটিভ।

"হ্যালো—"

কিন্তু উনি কেন ফোন করছেন?

"হ্যালো।" সে ঠিক স্বস্তি পাচ্ছে না। এ-সময় উনি কোত্থেকে।

"ও মা আপনি আছেন!"

"হ্যাঁ, এইবার উঠছি।"

"ভাগ্যিস, আরেকবার ট্রাই করলাম। একটু আগে রিং হয়ে গেল অথচ কেউ ধরল না। তাই ভাবলাম, আপনি বুঝি চলে গিয়েছেন। তারপর ভাবলাম টেলিফোনের ব্যাপার তো, কোথায় বাজতে কোথায় বাজছে তার ঠিক কি? দেখি আরেকবার। তা ভাগ্যিস করেছিলাম। না হলে আজকের এমন একটা দিনে আপনাকে মিস করতাম তো?"

"এমন একটা দিনে। তার মানে?"

"জানি জানি। খোদ বসের মুখ থেকে শুনেছি। কনগ্রাচুলেশনস।"

কী ব্যাপার? এই মহিলা কেন?

"কী ব্যাপার, ডিসটারব করলাম না কি?"

আর দেরি করা উচিত হবে না। নাহুমরা দোকান বন্ধ করে দেবে। রুবি জানে সে চকোলেট চেয়েছে, কলকাতা রসাতলে গেলেও চকোলেট সে পাবে। ভোম্বলের কাছে আবদার করলে ভোম্বল সে আবদার রাখবেই, তাদের কুড়ি বছরের সম্পর্কের ইতিহাস এই রকম এক অটুট অবস্থার দৃঢ় বুনিয়াদের উপর দাঁড়িয়ে আছে। ভাবতেই পারে না, এর অন্যথা হবে।

"না। এই ইয়ে। লোড শেডিং হয়েছে তো, কিছু দেখা যাচ্ছে না। টেবিল হাতড়াচ্ছি।" জবাব দিয়েই সে বিরক্ত হল। নষ্ট করার মত সময় তার হাতে নেই। তাকে এখন নিউ মারকেটে ছুটতে হবে। যদিও সে তাড়াহুড়ো একদম পছন্দ করে না।

"লোড শেডিং-এর মধ্যে অফিসে কি হাতড়াচ্ছেন? অফিস সিক্রেট পাচার করছেন না কি?"

সে চমকে উঠল। এই অভিযোগের মানে কি? ওকে কি এই অফিসে সন্দেহ করা হয় না কি? যথেষ্ট শঙ্কিত হয়ে উঠল সে। হাতে টেলিফোন না থাকলে সে হয়তো এই মুহূর্তে একটা সিগারেট ধরাত। নাকি ভদ্রমহিলা ওর সঙ্গে রসিকতা করছেন? কিন্তু সামান্য পরিচিত অধস্তন একজনের সঙ্গে এই বা কোন ধরনের রসিকতা? তবে কি বস্ ওকে স্পাইগিরি করতে রেখেছে?

"কী ধরে ফেলেছি তো? কট রেড হ্যানডেড, অ্যাঁ?"

ভদ্রমহিলা কি হাসছেন? ওর মনে হল শমিতা সিনহার গলার আওয়াজ একটু যেন হালকা শোনাল। দুম করে তার রাগ চড়ে গেল। এবং সে অবাক হল। তারও রাগ হয়। এই আশ্চর্য আবিষ্কারে সে নিজেই অভিভূত হয়ে গেল। এই অনুভূতির কথা সে তো প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। এখন সে যেন তার আত্মনির্ভরতাও খুঁজে পেল। অফিস-সিক্রেট। আমার লোম! এই তেইশ বছর ধরে আমি যা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছি তা শুধু বসের পোঁদ পোঁছার কাজে লাগতে পারে, আর কিছুতে নয়, আর না হলে তা উই-এ খায়। নিজের মনে খিস্তি করে সে খানিকটা হাল্কা হল।

"ধরেছেন ঠিক। আমার হাতের মুঠোয় আস্ত একটা টেলিফোন।"

শমিতার হাসির আওয়াজ এবার বেশ স্পষ্ট শোনা গেল। তাহলে

রসিকতা। কিন্তু এই অবেলায় গায়ে পড়ে ভদ্রমহিলা তার সঙ্গে রসিকতা জমাতে চাইছেন কেন? মতলব কী?

টেলিফোন ছেড়ে দেওয়াটা একটু আগে ওর কাছে যতটা জরুরি বলে মনে হচ্ছিল, ও দেখল এখন আর সেটা তত জরুরি বলে মনে হল না।

"অফিস থেকে বলছেন?"

"না। অফিস ছাড়াও আমার একটা ঠিকানা আছে।" শমিতা হাসল। "বাড়ি থেকে বলছি।"

বাড়ি থেকে বলছি, শমিতার এই কথা তাকে আবার নারভাস করে দিল। শমিতাকে সে ভাল জানে না। যদিও শমিতার এখনকার কথার ধরন দেখে মনে হতে পারে তারা বোধহয় খুবই ঘনিষ্ঠ। একটা তাঁাদড় পারটির অ্যাকাউনট সংক্রান্ত কাগজপত্রের ব্যাপারে ওকে শমিতার প্রয়োজন হয়েছিল। সেই যা ওদের আলাপ। সেই কাজও চুকে গিয়েছে। ব্যস তাহলে আজ এত গায়ে পড়ে আলাপ কেন?

"হ্যালো!"

উদ্দেশ্যটা ঠিক ধরতে পারছে না। এ ধরনের ব্যাপারে সে কি করবে, চট করে বুঝতে পারে না। সে কি সাড়া দেবে, না, দেবে না?

"বলুন।"

"কী হল আপনার? কথা বলছেন না কেন? শরীর ভাল তো?"

"ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"কী বুঝতে পারছেন না?"

"আমার উপর হঠাৎ এত অনুগ্রহের কারণ কী?"

শমিতা এবার চুপ করে গেল। সে ভাবল এবার শমিতা ফোন ছেড়ে দেবে। কিন্তু কানেকশন ছিন্ন হল না।

ভারি গলায় শমিতা বলল, "কার অনুগ্রহের কথা বলছেন ?"

"আমি চিঠিখানার কথাই ভাবছি ।"

"তাই বলুন।" শমিতা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। হালকা সুরে বলল, "অনুগ্রহ ফনুগ্রহ নয়, ও নিয়ে অনর্থক মাথা ঘামাবেন না। এ হচ্ছে জব্সনের চয়েস। আপনার কাজ, অ্যাপটিচিউড, সব খতিয়ে দেখে জব্-কনসালটানট জব্সন বলে দিয়েছে মিডিয়া হ্যাণ্ডলিং-এর যা পোটেনশিয়ালিটি আপনার মধ্যে আছে তা ফাইভ স্টার একজিকিউটিভের মত। ইন ফ্যাক্ট আপনি এখন বসের একজন টপ ফেভারিট, তা জানেন ? কিন্তু আমার কি মনে হয় জানেন ? ইউ হ্যাভ টু ইমপ্রুভ আপঅন ইওর ম্যানারস। এক ভদ্রমহিলা আপনাকে এত বড় একটা খবরের জন্য অভিনন্দন জানালেন আর আপনি তা গেরাজ্যিই করলেন না। আমি সত্যিই খুব দুঃখ পেয়েছি।"

শমিতার যেন আরও কিছু বলার ছিল কিন্তু হঠাৎ থেমে গেল। শমিতার গড়গড় করে বলে যাওয়া কথাগুলো তার মনে বিশেষ কোনও ছাপ রাখতে পারল না। অধিকাংশ কথারই সে মানে জানে না বা তার এতদিনের অভ্যস্ত কেরানী জীবনের অভিজ্ঞতায় এ সবের কোনও প্রয়োজনও পড়েনি। ও যেটা বুঝতে পারল এবং বোঝার পর অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সেটা এই যে, তার এতদিনের পোষা অভ্যাসে এবার প্রতি পদে ধাক্কা লাগবে। সে বেশ বিপন্ন বোধ করতে লাগল।

"হ্যালো।"

"বলুন।"

"আপনি কি এখন ফ্রি আছেন ?"

রুবির চকোলেট! সে ব্যস্ত হয়ে উঠল। সর্বনাশ! সে ভুলেই

গিয়েছিল। এমন ব্যাপার আগে কখনও ঘটেনি। সাধারণত এসব কাজ সে সর্বদাই ধীরে সুস্থে সারে। অফিসের ছুটির পর সবাই বেরিয়ে গেলে সে আগামী দিনের কাজকর্মগুলো একটা ফাইলে গুছিয়ে সকলের উপরে সেটা রাখে। তারপর তৃপ্তি সহকারে এক গ্লাস জল খায়। তারপর ধীরে সুস্থে পথে বেরিয়ে পড়ে। বরদা বেয়ারা যতদিন না রিটায়ার করেছে ততদিন সে ঠিক সময়ে ঠিক জিনিসটা তার হাতের কাছে রেখে দিত। একদিনও কোনও জিনিস তার কাছে চাইতে হয়নি।

"না। আজ বিশেষ কাজ আছে। এখুনি বেরুব।"

তার পরে এল কীর্তিনিধি। সেও পুরনো লোক। ঘড়ির কাঁটার মত কাজ করে গিয়েছে।

"ও। আমি ভেবেছিলাম আপনি হয়ত ফ্রি আছেন।"

তার পরে এল ভানুপ্রতাপ। ম্যাট্রিক পাশ।

"আমারও এই সন্ধেটা ফ্রি ছিল। ভেবেছিলাম—"

সে একেবারে নতুন। তবে তাকে—

"আমরা একসঙ্গে একটু বসে পরস্পরকে বুঝে নেব।"

কাজ বোঝাতে তেমন অসুবিধে হয়নি।

"আসল কথাটা বলি। বস্ আমাকে আর আপনাকে একটা নতুন অ্যাকাউনটে জুড়ে দিয়েছেন। অ্যাকাউনটটা বেশ বড়। পারটি খুবই তাঁদড়। একটা নিউজ পেপার। অনেক হাত ফিরে এখানে এসেছে। আমাদের—"

নিরুদ্বিগ্নভাবে সে অবসরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। আর কটা বছর পার করে দিতে পারলেই—

"সাকসেসের উপর আমাদের কেরিয়ার নির্ভর করছে। সত্যি

বলতে কি আমি একটু নারভাস বোধ করছি। বস্ তো বলেন—"

কেল্লা ফতে হত। রুটিন বাঁধা জীবনে কোনও ঝক্কি নেই। এমন সময় জব্‌সন—

"বস্ তো বলেন, চিন্তা করো না। তোমার সঙ্গে—"

হু ইজ জব্‌সন? তার মাথায় এই প্রশ্ন দড়াম করে ঘা মারল।

"একেবারে ফাইভ স্টার লোক দিচ্ছি—"

জব্‌সন তার উপর নজর দিল কেন? দুনিয়ায় কি লোকের এত অভাব পড়েছে?

"আপনি আমার অবস্থা বুঝুন। একে অ্যাকাউনট একেবারে আনকোরা নতুন, তার উপর যাঁর সঙ্গে কাজ করব তিনি যে কেমন লোক তাই এখনও পর্যন্ত বুঝতে পারলাম না।"

শমিতা মিষ্টি হাসির শব্দটা ওর দিকে ঠেলে দিল।

ওর উদ্বেগ বাড়তে লাগল। সে কি এখন পাবে চকোলেট? তার জীবনে এইটেই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আর সবই গৌণ।

"কাল অফিসে কথা হবে।" তার কণ্ঠস্বরে কি কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণতা ফুটে উঠল? "আপনি কটায় আসেন?"

শমিতা বলল, "নটায়। আপনি?"

"আমি রোজ আটটায়।"

"ও, তা বেশ, আমি কাল আটটাতেই এসে হাজির হব। এখন ছাড়ি?"

"শুনুন?" সে একটু ভাবল।

"কিছু বলবেন?"

"আপনাকে ধন্যবাদ।"

শমিতা এবার জোরেই হাসল। "ইউ আর ওয়েলকাম।" তারপর ফোন রেখে দিল।

২

শীতল নিউ মারকেট থেকে নাহুমের চকোলেট কিনে টালিগঞ্জের ট্রামে চেপে যখন বসল তখন একটু নিশ্চিন্ত হল। নিশ্চিন্ত এই কারণে যে ট্রাম তার জীবনের মত। কখনোই বেলাইনে চলে না। ট্রাম জীবনের মত মানে এই নয় যে তার জীবনটা সর্বদাই ট্রামের মত ছক বাঁধা সড়ক ধরে চলেছে। কিন্তু ট্রামের মত বাঁধা নিয়মে চলাই তার জীবনের আদর্শ।

শীতল দেখল তার পাশের লোকটা খিদিরপুরের টিকিট কাটল। যাক, খানিক পরেই জানালাটা পাওয়া যাবে তাহলে। সে মান্থলি দেখাল। একেবারে ডিপোয় গিয়ে নামবে। টালিগঞ্জের ট্রামে বসে লোকে খিদিরপুরের টিকিট চাইছে, কিছুদিন আগে পর্যন্তও এই ঘটনা শীতলকে নাড়িয়ে দিত। আপনি ভুল ট্রামে উঠেছেন। আপনি খিদিরপুরের ট্রামে উঠুন। কিম্বা বেহালার। আর নয় তো কালীঘাট ভায়া মোমিনপুর। শীতল তার পাশের সহযাত্রীর দিকে চাইল। খিদিরপুরের যাত্রী। এখন আর সে বিচলিত বোধ করে না। টালিগঞ্জের ট্রাম এখন খিদিরপুর মোমিনপুর দিয়ে ঘুরে ঘুরে যায়। পাতাল রেলের জন্য চৌরঙ্গীর লাইন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তার মানে ট্রামকেও তার গতিপথ পালটাতে হয়?

অবিশ্যি তার ফল এই হয়েছে যে বাড়ি পৌঁছুতে এখন তার রোজই দেরি হচ্ছে এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা। অনেক সময় আরও দেরি হয়ে

যায়। ডিপো থেকে ওদের বাড়িটাও অনেকটা দূর। সাইকেল রিকশা যথেষ্ট পাওয়া যায়। কিন্তু শীতল মিনিট পনের-কুড়ির পথ ধীরে সুস্থে হেঁটে মেরে দিতেই পছন্দ করে। আলো থাকলে রুবি জেগেই থাকে। বরাবর ওর এই স্বভাব। যতদিন ছোট ছিল, ততদিন খাট থেকে নেমে আসত। ঝাঁপিয়ে উঠত ওর কোলে। গলা জড়িয়ে ধরে হামি খেত। তারপর জিজ্ঞেস করত, কী এনেছিস, ভোম্বল? একটা আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটিয়ে দিত রুবি। শীতলকে তাজা করে তুলত। সঙ্গে সঙ্গে করবীর ধমকানি শুরু হত। ও কি অসভ্যতা রুবি। অ্যাঁ। মানুষটা সারাদিন পরে এল। একটু হাঁফ ছাড়তে দাও। ছিঃ। নামো। যত বড় হচ্ছ তত বোকা হচ্ছ। আর তোমারও বলিহারি! সারা গায়ে ঘাম প্যাঁচ প্যাঁচ করছে। মেয়েকে এখনই আদর না করলে বুক ফেটে যাচ্ছিল! নাও নামাও ওকে। বাসী কাপড় ছাড়। হাত মুখ ধোও। চা খাও। তারপর না হয় আদরের বন্যা বইয়ে দিও। আজকাল বড় হয়েছে রুবি। গায়ে গতরে খুব বেড়েছে। তাই অনেক সংযত হয়েছে। আগের মতন লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে আর তার গায়ে ওঠে না রুবি। কিন্তু তাকে দেখামাত্র রুবির চোখে মুখে যে দারুণ চাঞ্চল্য প্রকাশ পেতে থাকে তাতেই শীতল তার শরীরে রুবির দাপাদাপি পুরোমাত্রায় অনুভব করতে পারে। বাড়িতে আলো থাকলে রুবি আজও জেগে থাকে। আর আশ্চর্য, যত আস্তেই বাড়িতে ঢুকুক শীতল রুবি তার ঘর থেকে সাড়া দেয়, কী এনেছিস, ভোম্বল? কী করে টের পায় মেয়েটা? জিজ্ঞেস করলে বলে, হাঁউ মাঁউ খাঁউ মানুষের গন্ধ পাঁউ। বুঝলি? লোড শেডিং হলে মেয়েটা আর জেগে থাকতে পারে না। বাড়ি ঢুকে রুবির সাড়া না পেলে জগতটা শীতলের কাছে একেবারে শূন্য হয়ে যায়।

মোমিনপুর থেকেই অন্ধকার শুরু হল। আমাদের ওদিকে আবার কী হয়েছে কে জানে? ডায়মনড হারবার রোড থেকে বাঁক নিয়ে ট্রামটা কাতরাতে কাতরাতে জজেস কোরট রোডে ঢুকল। মোড় ফেরার সময় ট্রামগুলো যে রকম আওয়াজ ছাড়ে তা কোনও অচেনা জন্তুর যন্ত্রণাকাতর চিৎকার বলেই শীতলের মনে হয়।

"কে বলবে এই একটু আগেই সন্ধে হল? মনে হচ্ছে কত যেন রাত হয়েছে।"

শীতলের পিছনের সীটে কারা কথা বলছিল।

"আমরা যে কলকাতা শহরে আছি এই সেনচুরিতে তাও কি মনে হচ্ছে?"

ট্রামটা যেন একটা আলোর ধারাল ছুরি। শীতলের মনে হল। জমাট অন্ধকারকে চিরতে চিরতে চলেছে।

ওর পাশে বসা এক মহিলা বিড়বিড় করছিলেন, "গোপালনগরে লোড শেডিং হলেই হয়েছে। এরিয়াটা খুব খারাপ। আপনি কি গোপালনগর নামবেন?"

"না", শীতল বলল। "একেবারে টারমিনাসে।"

"তাহলে কী হবে? আমাকে আবার একটু ভিতরের দিকে যেতে হয় তো। প্রায়ই ছিনতাই হয়।"

"ভয় নেই। কাউকে না কাউকে ঠিক পেয়ে যাবেন।"

আলিপুর রোড থেকে একটা ট্যাকসি বেপরোয়া বেরিয়ে আসতেই একেবারে ট্রামের সামনে পড়ে গেল। "বেটিচ্চো" বলে ট্রামের ড্রাইভার ব্রেক কষে দুর্ঘটনাটা কোনও মতে এড়াল কিন্তু সেই ধাক্কায় ট্রামের আলোও ঝপ করে নিবে গেল। ক্ষুব্ধ যাত্রীরা একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল। শুধু শীতল ভাবল, যাঃ, রুবি আজ নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে

পড়বে। চকোলেটটা তাকে আর দেওয়া গেল না।

এখন চতুর্দিকে অন্ধকার। আশপাশের বাড়ির কোনও কোনটার জানালা দিয়ে আলোর রুগ্ন রশ্মি ছিটকে ছটকে আসছে বটে কিন্তু অন্ধকার হটাবার কাজে কিছুমাত্র সাহায্য করছে না। ট্রাম থেকে কিছু ছোকরা হৈ হৈ করে নেমে গিয়েছিল অপরাধী ট্যাকসিটাকে ধরতে। সেটা চম্পট দেওয়ায় ওরা একটা মিনিবাসকে ধরেছে। তাদের মধ্যে তুমুল বচসা শুরু হয়েছে। মুহূর্তে রাস্তা জ্যাম। চারদিক থেকে আসা গাড়িগুলোর হেড লাইটের আলোয় জায়গাটার অন্ধকার অনেকটা দূর হল। তীব্র হর্নের শব্দ, জটলার চেঁচামেচি, সব মিলিয়ে সেখানে একটা প্রবল উত্তেজনা।

সহযাত্রিণী শীতলকে বলল, "সর্বনাশ, মারপিট শুরু হবে নাকি?" তার স্বরে একরাশ উদ্বেগ। শীতলের মনে পড়ল করবী তাকে একটু সকাল-সকাল ফিরতে বলেছিল।

কনডাকটর ড্রাইভারকে বলল, "ডিরেল হুয়া নেহি, ট্রওলি-সে তার ছুট্ গয়া হ্যায়।"

করবী বলেছিল, কথা আছে। তার মানে, শীতল ভাবছিল, গুরুতর কোনও কথা।

"সত্যি সত্যিই যে মারপিট শুরু হয়ে গেল, ও বাড়ুজ্যে। চল নেবে যাই।" পিছনের সীট থেকে বিরক্ত এক আওয়াজ ভেসে এল।

করবীর স্বভাবত শান্ত গলায় এমন একটা জরুরি ভাব ছিল যা শীতলকে কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। করবী এভাবে কথা সচরাচর বলে না।

"নাববে তো বলছ, তা নেবে এই অন্ধকারে যাবেটা কোন্ চুলোয়?"

ড্রাইভার বলল, "ঘর-সে খত আয়া। খেতি কো সত্যনাশ হো গয়া হ্যায়। যো কুছ লাগায়া থা, বিনা পানি সব কুছ জ্বল গয়া হ্যায়।"

ড্রাইভারের পিছনের সীটটা শীতলের দুর্গ। ঐ সীটের জানালার ধারে বসতে পাওয়াটা তার একটা পরম প্রাপ্তি। তাই খিদিরপুরের পর থেকে সে নিশ্চিন্ত মনেই আসছিল।

"শুনলেন তো!" সহযাত্রিণীর উদ্বেগ তুঙ্গে। তার গলা কাঁপছে।

করবীর কথাটা কী? কতটা জরুরি? আর সেটা শোনার জন্যই বা তাকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে কেন? তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার প্রশ্ন এখন আর ওঠেই না।

"ইটা ফেঁকতা হ্যায়, ইটা ফেঁকতা হ্যায়, কেবিন মে ঘুঁস যাও।" কনডাকটর ড্রাইভারের কেবিনে ঢুকে গেল। "এ সিকিন কেলাস, আও, কেবিনমে ঘুঁসো জলদি। হাঁ, আব বৈঠো।" ওরা দরজা এঁটে দিল। চটপট সবাই ট্রামের জানালা বন্ধ করতে লাগল। দুমদাম শব্দ হতে লাগল। চেঁচামেচি। গাড়ির হেডলাইটগুলো এদিক-ওদিক ঘুরতে লাগল। আর্তস্বরে তাদের হর্ন বাজতে লাগল। পিছনে, লেডিস সীটে, ভীত আর্ত আওয়াজ উঠতে লাগল। একটা ছোট মেয়ে কেঁদে উঠল তারস্বরে।

"এইজন্যেই বলেছিলাম নেবে চল।"

"তা নেবে গেলেই পারতে।"

"তা হলে আর ইট খেয়ে মাথা ভাঙত না।"

বাইরে কে যেন বাপ বলে ককিয়ে উঠল। এবং হুড়মুড় করে একদল ট্রামে উঠে এল।

"শালার রোয়াবি ছুটিয়ে দিয়েছি।" উত্তেজনায় যেন ফেটে পড়ছে ওরা।

সহযাত্রিণী শীতলের হাত চেপে ধরে পুলিস ডাকুন পুলিস ডাকুন বলে গোঙাতে লাগল। শীতল ভাবল, আবার হিস্টিরিয়া না হয়।

"আমিও ঝেড়েছি শালার তপি'ল। সে শালা রগে উঠে গেছে। কী চেল্লাচ্ছে মাইরি।"

শীতল বলল, "আপনার কাছে রুমাল আছে?"

"পুলিস ডাকুন, পুলিস।"

"তপিল রগে উঠে গেছে! তবে তো অটোমেটিক ফ্যামিলি প্ল্যানিং।" ওরা হেসে উঠল জোরে।

"আপনার কাছে রুমাল আছে? শুনছেন?" শীতল ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, "শুনছেন?" পাউডার, ঘাম আর চলতি একটা সেনটের মেশানো গন্ধ তার নাকে লেগে গেল। "রুমাল আছে আপনার? রুমাল?"

"চেল্লাসনি, এদিকে এসে যেতে পারে।"

সহযাত্রিণী সাড়া দিল, "রুমাল? রুমাল! ও, রুমাল। হ্যাঁ আছে।"

"এলে আবার ঝাড় দেব।"

"এক কাজ করুন। পুরু করে ভাঁজ করে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরুন।"

"না মাইরি, পিছিয়ে চল। হাওয়া সুবিধের নয়।" ওরা দ্রুত মিলিয়ে গেল।

"রুমাল ভাঁজ করে কামড়ে ধরব? কেন?"

"ভাল হবে।"

শীতল ভদ্রমহিলার হাতের মুঠো খুলে রুমাল বার করে নিল। তারপর ভাঁজ করে সেটা তাকে ফিরিয়ে দিল। বলল, "নিন, যা বলছি করুন।"

"আমি বাড়ি ফিরব কি করে?" কাঁপা-কাঁপা গলায় শীতলের সহযাত্রিণী প্রশ্ন করল।

শীতল বলল, "সকলে যেভাবে পৌঁছে যায়, সেইভাবে আপনিও যাবেন।"

পৌঁছনোর ব্যাপারটা বড় সমস্যা নয়, ঠিক সময়ে পৌঁছনোটাই সমস্যা। আজই করবী চেয়েছিল শীতল তাড়াতাড়ি ফিরুক। শীতল জানালা খুলে একবার বাইরেটা দেখে নেবে কিনা ভাবল। উৎসাহ পেল না। ভদ্রমহিলা শীতলের গায়ে গা ঠেকিয়ে বসেছে। তার উপর যতটুকু হেডলাইটের আলো এসে পড়ছে তার ততটুকুই দেখতে পাচ্ছে শীতল। পুরো চেহারাটা আন্দাজ করতে পারছে না। যতক্ষণ আলো ছিল ততক্ষণ নিজেকে নিয়ে এতই ব্যস্ত ছিল শীতল যে তার পাশে কে বসেছিল তা খেয়ালই করেনি। সে এখন লক্ষ্য করল তার পাশে বসা মহিলার দেহ থেকে নির্গত উত্তাপ এবং গন্ধ তার আত্মগত ভাবনাটাকে ক্রমেই বিশৃঙ্খল করে তুলছে। তার মনটাকে অন্য দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। সে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। এ-ধরনের ঘটনা তার দৈনন্দিন জীবনের রুটিন বহির্ভূত। আর সেইটাই তার অস্বস্তির কারণ।

আজ পর পর এই ধরনের ঘটনাই ঘটছে। প্রথম ঘটনা কাম্পানির কাছ থেকে চিঠি পাওয়া, না প্রথম ঘটনা ওটা নয়। বাড়ি থেকে বেরুবার মুখে করবীর সেই আহ্বানটাই প্রথম ঘটনা। এখন যতই সে ভাবছে ততই সে নিশ্চিত হচ্ছে যে, করবী তাকে সাংঘাতিক কিছু বলতে চায়।

"ঐ শুনুন, পুলিসের হুইসেল। পুলিস এসে গিয়েছে।" সহযাত্রিণী উৎসাহভরে বলে উঠল। সত্যিই ঘন ঘন হুইসেল বাজতে শোনা গেল।

"জানালাটা এবার খুলে দেবেন ?" ঝট ঝট জানালাগুলো খুলে যেতে লাগল। জানালাটা খুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে সহযাত্রিণী শীতলের গায়ের উপর দিয়ে বাইরে দিকে হুমড়ি খেয়ে চাইল। একটা হেড-লাইটের আলোয় তার মুখটা পুরো ভেসে উঠল শীতলের চোখে।

করবীর অস্বাভাবিক ব্যাপারটাই আজকের প্রথম অস্বাভাবিক ঘটনা। করবীকে শীতল দীর্ঘদিন ধরে দেখছে। কোনও ব্যাপারে প্রস্তাবনা করা তার স্বভাববিরুদ্ধ। করবী সময়ের জন্য অপেক্ষা করে থাকে। সময় হলে সে বিনা ভূমিকায় তার কথা বলে দেয়। হ্যাঁ, শীতল নিশ্চিত, এইটেই আজকের দিনের প্রথম ঘটনা যা তাকে বিচলিত করেছে। দ্বিতীয় ঘটনা—

"আলো-ছায়ায় পুলিসদের অদ্ভুত দেখাচ্ছে। দেখুন।"

শীতল একবার ভাবল ভদ্রমহিলাকে ওর সীটটা ছেড়ে দেয়। কিন্তু উৎসাহ পেল না। সে ভাবতেই পারেনি, আজ যা ঘটছে এবং ঘটেছে এমন ঘটনা কখনও ঘটবে। অফিসের চিঠিটার কথাই ভাব। সে কিনা অফিসের এক একজিকিউটিভ! ওটা হল দ্বিতীয় ঘটনা। তৃতীয় ঘটনা আরও অদ্ভুত। শমিতার টেলিফোন—

"আপনার কি মনে হয়, ট্রাম এখন চলবে ?"

বলতে না বলতে ট্রামের আলো এক ঝলক জ্বলে উঠেই নিবে গেল। ট্রামসুদ্ধ সবাই আওয়াজ দিয়ে উঠল। বাইরে যারা ছিল তারা ভিতরে এসে ভিড় করল।

"একটু টিপ করে লাগা বাবা। আজকাল কনডাকটারগুলোও হয়েছে তেমনি! একেবারে ওয়ারথলেস। আমাদের ছোটবেলায় দেখতুম ওদের হাতের কী টিপ। একবার। ওয়ান শট ওনলি। ব্যাস। তারে ট্রলি বসে গেল। আজকাল দেখ। একবার এদিক একবার

ওদিক। টিকি ধরে টানছে তো টানছেই। কানেকশন আর হয় না।”

শমিতার কথা শুনে মনে হল, শীতল মনে মনে বলল, আমার ব্যাপারে তার আগ্রহের আর অন্ত নেই। সে যেন আমার কতকালের অন্তরঙ্গ। এসব ব্যাপার ঘটছে কেন? নিজেকে প্রশ্ন করল শীতল। সে বেশ ভয় পেতে লাগল। মানুষ যখন কোনও প্রশ্নের মুখোমুখি এসে পড়ে এবং কোনও সদুত্তর খুঁজে পায় না, শীতল আবিষ্কার করল, তখনই সে ভয় পায়। যেমন এখন। সে।

রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। ট্রাম গোপালনগর ছেড়ে, হাজরার মোড় ছেড়ে, সাউদারন মারকেটে চলে এসেছে। হাজরা থেকে রাস-বিহারী আলো ছিল। এখন আবার অন্ধকার। শীতল আর তার ভয়। করবী কি রুবি সম্পর্কে তাকে কিছু বলতে চায়? রুবির সাক্ষাতে? হ্যাঁ, এটা সম্ভব। এটাই হবে। তাড়াতাড়ি ফিরতে বলার এ একটা কারণ হতে পারে। কারণ আলো না থাকলে আজকাল রুবি তার জন্য অপেক্ষা করে থাকতে পারে না। ঘুমিয়ে পড়ে। আজকাল খুব খাটতে হয় রুবিকে। কোন্ সকালে সে বেরিয়ে যায়। তারও অফিস যাবার আগে। করবী ওকে হসটেলে রাখতে চেয়েছিল। রুবি রাজি হয়নি। করবী এ-ব্যাপারে শীতলের সমর্থন চেয়েছিল। সব যুক্তি করবীর দিকে ছিল। কিন্তু শীতল রুবির মনে কষ্ট দিতে পারেনি। করবী তাকে ক্ষমা করেনি। সেই থেকে মা আর মেয়েতে এক বিরামহীন অঘোষিত লড়াই চলেছে। করবী কি তাকে ওর মন থেকে বাইরে ঠেলে দিয়েছে? করবীর মনে শীতল কি কখনও ঠাঁই পেয়েছিল? বাইরের থেকে কিছুই বোঝা যায় না। কিন্তু এটা ঠিক, করবীর কাছে সে কখনোই তেমন সহজ হতে পারে না।

টেলিভিশান কেন্দ্রের কাছে আসতেই তার মনে হল, রুবিও দূরে

সরে যাচ্ছে। এর মধ্যেই সে অনেক দূরে সরে গিয়েছে। কথাটা মনে হতেই বিষণ্ণতা ছড়িয়ে পড়তে লাগল তার মনে। এই রাত্রির মত। এই গভীর অন্ধকারের মত।

ট্রাম ডিপোর মুখে এসে যখন নামল, ঈষৎ শ্রান্ত, দেখল সে একা।

৩

করবী দরজা খুলে দিল। বাড়িতে আলো জ্বলছে। শীতল এতক্ষণ যেন ভাসছিল, এবার পায়ের নিচে মাটি পেল। রুবি তাহলে জেগে আছে। নিশ্চিন্ত হল শীতল। কবরী দরজা খুলে দিয়েই চলে যায়, আজ সে শীতলের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে দরজা ছেড়ে দিল। কী ব্যাপার? শীতল ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। তার মুখে কি কিছু লেগে আছে না কি? করবী অমন করে চাইল যে! শীতল এক ফাঁকে মুখে হাত বুলিয়ে নিল।

রুবির ঘরের দরজা ভেজানো। অন্ধকার। রুবির পরিচিত ডাকটা সে শুনতে পেল না।

তার ঘরের সামনে শীতল নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে পড়ল। চকোলেট রুবির মাথার কাছে রেখে আসবে কি না, ইতস্তত করল।

"ও ঘুমিয়ে পড়েছে।" শান্তভাবে করবী বলল। সেই মুহূর্তে সব কিছু বিস্বাদ হয়ে গেল শীতলের। সারাদিনের ক্লান্তিকে এতক্ষণ সে যেন দু হাতে ঠেকিয়ে রেখেছিল, এখন তা হুড়মুড় করে তার উপর লাফিয়ে পড়ল। কোন মতে নিজেকে ঘরের ভিতর টেনে নিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারের উপর ধপ করে আছড়ে ফেলল। জুতো খুলে পায়ের



চেটোয় হাত বুলোতে লাগল। ট্রাম ডিপো থেকে তাদের বাড়ি হাঁটাপথে পনের মিনিট। না কুড়ি মিনিট? যেদিন যেমন সময় লাগে। সে হেঁটেই আসে। এখন তার মনে হতে লাগল দূরত্বটা যেন বেড়েই চলেছে। এই পথটুকু আসতে পনের মিনিট নয়, বা কুড়ি মিনিট নয়, শীতল যেন তার সারা জীবনটাই পার করে দিল।

একটা হাই তুলল শীতল। জুতোর কাঁটায় লেগে লেগে গোড়ালি শুলুচ্ছিল। সে বুড়ো আঙুলের টিপ দিয়ে দিয়ে গোড়ালিটা মালিশ করে নিল। রুবি ঘুমিয়ে পড়ল এর মধ্যে? এবার উঠল শীতল। জামা কাপড় ছাড়তে লাগল। রুবির সঙ্গেও তার ব্যবধান বাড়তে লেগেছে। এই রুবিই না এক সময় তার গায়ে লেপটে থাকত। করবী দরজা খুলে দেওয়া মাত্রই না ঝাঁপিয়ে তার কোলে চড়ে বসত। গায়ে মাথায় জল ঢালতে ঢালতে শীতল তার শরীরে রুবির স্পর্শ পেতে লাগল। রুবির ধমনীর স্পন্দন পর্যন্ত শীতলের শরীরে আঁকা হয়ে আছে। মেডিকেল কলেজে ভর্তির আগে পর্যন্তও রুবি ছুটে এসে দুমদাম তার গলা জুড়িয়ে ঝুলে পড়ত। ভোম্বল, দ্যাখ তো সত্যিই কি আমার ওজন বাড়ছে? কিম্বা করবী যখন রান্নাঘরে ব্যস্ত তখন এক এক দিন কী হত রুবির, হঠাৎ পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তাকে পাগলের মত জড়িয়ে ধরত আর চুমায় চুমায় অস্থির করে তুলত আর একটানা বলে যেত, বাবা, বাবা বাবা··· শীতল তাকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে আদর করে যেত। এক অদ্ভুত সুখানুভূতিতে তার মনটা ভরে উঠত। রুবি তাকে বাবা বললে করবী বিব্রত হত। রুবি যেদিন থেকে তা বুঝতে শিখেছে, আজ ছাড়া সেদিন থেকে কক্ষনো করবীর সামনে তাকে আর বাবা বলে ডাকেনি। এটাকে গোপন ব্যাপার করে তুলেছিল রুবি। করবীর সামনে তারা দুজন হয়ে পড়ত যেন

এক গুপ্ত সমিতির সদস্য। রুবির দেহের সুগন্ধি উত্তাপ শীতলের শরীরে সঞ্জীবিত হয়ে উঠল। সে শরীর মুছতে মুছতে সিদ্ধান্ত নিল, রুবিকে সে বুঝিয়ে সুজিয়ে কলেজ হসটেলেই রেখে আসবে। রুবি রাজি হতে চাইবে না। তবে শীতল যদি জোর করে রুবির আপত্তি টিঁকবে না। কেন যে সে করবীর যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাবে সায় দিল না তখন, এখন সে-কথা ভেবে তার আফসোস হল। এই কচি মেয়ের পক্ষে এত পরিশ্রম করা সম্ভব?

আগে ওরা তিনজনেই এক সঙ্গে খেতো। রাত্রির খাওয়াটা ছিল শীতলের সব চাইতে সুখের সময়। রান্নাঘরের এক পাশে ওদের ছোট একটা টেবিল। তার তুদিকে বসত করবী আর শীতল। একেবারে মুখোমুখি। আর রুবি মাঝখানে, শীতলের কাছ ঘেঁষে। আর যত রাজ্যের গল্প বলত রুবি। তার স্কুলের গল্প, পড়ার বইয়ের গল্প, বন্ধুদের গল্প, বন্ধুদের মা বাবার গল্প। রুবির মুখে খই ফুটত একেবারে। এখন টেবিলে ওরা তুজন। সে আর করবী। মুখোমুখি। রুবির জায়গাটা খালিই পড়ে থাকে। মেডিকেল কলেজে ভর্তি হবার পর থেকে রুবি বাড়ি ফিরেই খেয়ে নেয়। প্রথম দিকে রুবি তবুও এসে খাবার টেবিলে বসত তার জায়গায়। এখন তার পড়ার চাপ বেড়েছে। জায়গাটা তাই খালিই পড়ে থাকে। শীতল খেতে খেতে অন্যমনস্ক হয়ে রুবির খালি চেয়ারটার দিকে রোজই কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে।

"রুবিকে ডাকব?"

শীতলকে হঠাৎ চমকে দিয়েছিল করবী। খাওয়ার টেবিলে কথা-টথা বিশেষ বলে না। খাওয়া দাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত সে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে থাকে।

"কেন?"

"তোমার অসুবিধে হয় তো। ডাকি না। বসুক এসে।"

"অসুবিধে?" নিজেই অবাক হয় শীতল। "না. অসুবিধে হবে কেন? ঘুমিয়ে পড়েছে, ঘুমাক।"

নিজের দুর্বলতা ধরা পড়ে যাওয়াতে শীতল অপ্রস্তুত হয়ে ওঠে। করবীর দৃষ্টিতে কোনও কিছুই এড়ায় না। এখন শুধু ছুটির দিনগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে শীতল। একমাত্র ছুটির দিনেই রুবিকে আবার সে কাছে পায়। খুব সুখ পায় সে। ছুটির দিনে ওদের কোন তাড়া-হুড়ো নেই। ঘুম ভাঙ্গার পরও শীতল চোখ বুঁজে বিছানায় শুয়ে থাকে। রুবি চা নিয়ে ঘরে ঢোকে। বড় হবার পর থেকে রুবি ছুটির দিনে সকালের চা বানানোর ভার নিয়েছে। চা নিয়ে শীতলের ঘরে ঢোকে রুবি। ওর শিয়রে এসে বসে। চুলে বিলি কাটে কিছুক্ষণ।

বাবা। ফিসফিস করে ডাকে।

শীতল সাড়া দেয় না।

বাবা! শীতলের গালে গাল ঠেকায় রুবি। ওর বুকে মাথা রাখে।

এ আমেজ ভেঙ্গে দিতে চায় না শীতল। এই মুহূর্তগুলোর জন্যই না সারা সপ্তাহ সে তৃষিত চিত্তে অপেক্ষা করে থাকে।

বাবা, চা?

হোক গে চা।

চা ঠাণ্ডা হচ্ছে কিন্তু।

হোক ঠাণ্ডা। শীতল ওঠে না।

রুবির মেজাজও বদলাতে থাকে। একটানে শীতলের গা থেকে চাদরটা সরিয়ে ফেলে। কাতুকুতু দেয়। শীতলের কান ধরে টানে। ওর চোখে মুখে জলের ঝাপটা মারে। শীতলও উঠবে না। রুবিও

ছাড়বে না। শীতল যেন রুবির ক্রীতদাস। শীতলের উপর ওর একচ্ছত্র অধিকার।

হঠাৎ রুবি চেঁচিয়ে ওঠে, ভোম্বল, এইবার কিন্তু গায়ে গরম চা ঢেলে দেব। ওঠ বলছি।

রুবি চায়ের কাপের দিকে হাত বাড়াতেই শীতল রুবির হাতটা খপ করে টেনে নেয়, তারপর উঠে বসেই ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে। রুবিও পাগলের মত তাকে আঁকড়ে ধরে। তারপর মৃদুস্বরে একটানা ডেকে চলে, বাবা বাবা বাবা···

শীতলের হৃদয়ে এই সময়ে ভালবাসা উথলে পড়ে। অনেক সময় নিজেকে সে সামলাতে পারে না। তার ভিতরের আবেগ এতই প্রবল হয়ে ওঠে যে তার প্রচণ্ড চাপে চোখ দিয়ে জল বেরুতে থাকে। এই সব অমূল্য মুহূর্তগুলো আছে বলেই না জীবনটাকে শীতলের এত দামী বলে মনে হয়।

খাবার টেবিলে সে আর করবী। নিঃশব্দে খেয়ে চলেছে। খেতে খেতে শীতল রুবির ফাঁকা চেয়ারটার দিকে চাইল। তার দৃষ্টি সেখানেই আটকে রইল। রুবি! রুবি যেন বাতাসের মত হাল্কা হয়ে গিয়েছে। রুবির মুখ থমথম করছে। রুবি কি এতক্ষণ কাঁদছিল নাকি? রুবি শীতলের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ভোম্বল, তুই আমাকে হসটেলে যেতে বলছিস, তুই!

করবী খেতে খেতে মুখ তুলে দেখল, শীতল খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে রুবির চেয়ারের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। একটা তরল আবেগের ঢেউ শীতলের সারা মুখে খেলে বেড়াচ্ছে।

ভোম্বল, তুই, শেষ পর্যন্ত তুই আমাকে হসটেলে পাঠাবার মতলব করছিস!

শোন রুবি, এখন তোমার হসটেলে থাকাই মঙ্গল। তোমার পড়ার চাপ বেড়েছে, মা চান তুমি রেজাল্ট ভাল কর।

ভাল রেজাল্ট আমার মা চান? কেন, তুই চাস না আমি ভাল করি।

আমি! হ্যাঁ আমিও চাই।

না তুই চাস না।

নিশ্চয়ই চাই।

তবে কেন বললি, তোমার মা চান তুমি ভাল রেজাল্ট কর। কেন বললি না আমি চাই রুবি তুমি ভাল রেজাল্ট কর। তুই তো জানিস তোর ইচ্ছে অনিচ্ছেই আমার কাছে শেষ কথা, তাহলে তুই কী চাস তা বললি না কেন?

ও তো একই কথা রুবি। তোমার মার ইচ্ছে আর আমার ইচ্ছে কি আলাদা?

বাজে কথা বলিস না ভোম্বল, বাজে কথা একদম বলবি না।

গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে এলে কেন? কোনটা বাজে কথা?

আমার মার ইচ্ছে আর তোর ইচ্ছে কি এক? আমার মা অনেকদিন থেকেই আমাকে হসটেলে সরিয়ে দিতে চাইছে। তুই তো তা চাসনি। তুই আমাকে হসটেলে দিতে চাসনি বলেই তো এ বাড়িতে এখনও রয়ে গিয়েছি।

এ বিষয়ে তোমার মায়ের সিদ্ধান্তই ঠিক ছিল রুবি। তাহলে তোমার কষ্ট অনেক কম হত। আমি অনেক ভেবে দেখেছি। তোমার মায়ের কথাই আমাদের মেনে নেওয়া উচিত ছিল। এত যাতায়াতের ধকল তোমার সইবে না। তোমার শরীর ভেঙ্গে যাবে।

করবী অনেকক্ষণ ধরে শীতলকে দেখছিল। সেও এখন খাওয়া

থামিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু তোর কী হবে ভোম্বল?

করবী আস্তে জিজ্ঞেস করল, "তোমার কি শরীর খারাপ?"

"আমার?" শীতল হাসল। "কেন?"

তোকে কে দেখবে ভোম্বল?

আমাকে! মেয়েটা পাগল? কেন, তোমার মা। কেন, আমি।

ছুটির দিনে ভোরে তোর কাছে কে চা নিয়ে আসবে, ভোম্বল?

করবী বলল, "রাত হল। খেয়ে নাও।"

শীতল হাসল।

তোকে কে অত আদর করবে ভোম্বল?

করবী বলল, "খেতে যদি ভাল না লাগে, থাক। ওঠো। দুধ দেব গরম করে? খাবে?"

শীতল হাসল।

তোমার মন খারাপ করবে না বাবা? আমাকে ছেড়ে তুমি থাকতে পারবে বাবা, ও বাবা?

করবী দেখল শীতলের চোখ দুটো টল টল করছে। সে উদ্বিগ্ন হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। শীতলেরও হার্ট অ্যাটাক হল নাকি? অনিলও এমন অতর্কিতে মারা গিয়েছিল। প্রায় ওর চোখের সামনে। কিছুই বুঝতে পারেনি। জল খেতে চাইল। জল এনে করবী দেখে অনিল ঘুমিয়ে পড়েছে। তাই সে তাকে বিরক্ত না করে জল রেখে চলে গিয়েছিল। ডাক্তার এসে বলেছিলেন হার্ট অ্যাটাক। কবরী কোনমতে হাত ধুয়ে এসে ভিজে হাতটাই শীতলের কপালে চেপে ধরল।

রুবি! শীতল চমকে উঠে দেখল করবী। রুবির চেয়ারের দিকে।

চাইল শীতল। ফাঁকা। একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে আসছিল। সে চেপে দিল।

"কী ব্যাপার!" শীতল বিস্মিত।

"তুমি—তুমি ভাল আছ তো?" করবী তার উদ্বেগ চাপা দিতে পারল না। সে হাতটা সরিয়ে নিয়েছে।

"কেন, আমার কী হয়েছে?" শীতল অবাক হয়ে করবীর মুখের দিকে চাইল। কী ব্যাপার? করবী খাওয়া ছেড়ে উঠে এসেছে তার কাছে। কখন এল? তার কপালে নিশ্চয়ই হাত রেখেছিল। শীতল সেই স্পর্শ এখনও অনুভব করছে।

করবী এখন বিব্রত। কেন সে এত উতলা হয়ে উঠল? ছিঃ। কী ভাবছে শীতল? অত ভয়ই বা পেল কেন?

"তোমাকে কেমন যেন দেখাচ্ছিল—"

কৈফিয়ৎ দিতে চেষ্টা করল করবী।

শীতল দেখল করবীর মুখে অস্বস্তির ছাপ ফুটে উঠেছে। নাকের ডগায় ঘাম দেখা দিয়েছে।

"খাচ্ছিলে না—"

করবী আমতা আমতা করছে।

"সাড়া দিচ্ছিলে না—"

এবার শীতলের লজ্জা পাবার পালা। তার কি তবে সত্যিই কিছু হয়েছিল?

"আমি—আমি—আমি—আমার কেমন—"

করবী আমার জন্য ভাবে। আমার জন্য তার উদ্বেগ হয়।

"কাঠের মূর্তির মত বসেছিলে—আমার কেমন—"

শীতল খুবই অপ্রস্তুত বোধ করল। আমার জন্য করবী—

"এক দৃষ্টিতে চেয়েছিলে—"

বিচলিত! আমার জন্যই—

"চোখের পলকও ফেলছিলে না। আমি—"

করবী ভয় পেয়ে গিয়েছে! আমার ভাল মন্দ করবীকে বিচলিত করে তোলে। শীতল বুঝতে পারল, করবী এমনই নাড়া খেয়েছে যে সে তার ভয়কে আর গোপন করে রাখতে পারেনি। তার কাঠিন্যের আবরণ ছিঁড়ে পড়ে গিয়েছে। এ করবী ভয় পায়। তারই মত আরও এক ভীতু। শীতলের এভাবে ভয় দেখান উচিত হয়নি। করবী তার খুব কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। শুধু শরীরের কাছাকাছি নয় তার চেয়েও যেন কাছে। করবীকে এত কাছে আর কখনও পায়নি শীতল। সে কেমন বিপন্ন হয়ে উঠল।

"করবী!" শীতল নিজেই চমকে উঠল। এভাবে সে কি আর কখনও করবীকে ডেকেছে?

করবীও যেন বিস্মিত হল। সে স্থিরদৃষ্টিতে শীতলের দিকে চাইল। এক ঝলক রক্ত তার বুক থেকে লাফিয়ে মুখে উপছে পড়ল।

"আমার কী হয়েছিল জানিনে। আমি কোথায় চেয়ে ছিলাম?"

মুহূর্তে করবী ফিরে গেল পুরনো করবীর মধ্যে। বলল, "রুবির চেয়ারটার দিকে।"

তারপর করবী তার চেয়ারে গিয়ে বসার জন্য পা বাড়াল। এবং শীতল কিছু না ভেবেই অদ্ভুত এক কাজ করে বসল। সে খপ করে করবীর একখানা হাত ধরে ফেলল। করবী দাঁড়িয়ে পড়ল। শীতল টের পেল করবীর হাতখানা ওর মুঠোর মধ্যে কাঁপছে। ঘামছে।

"করবী!" বিপন্নভাবে ডাকল শীতল। যেন ডুবে যাবার ঠিক আগে সে করবীকে আশ্রয় হিসাবে পেল।

"আমার কী হয়েছিল আমি জানিনে, তবে শরীর টরীর খারাপ হয়নি। তুমি ভেব না।"

আমি কি করবীকে আশ্বস্ত করতে পারলাম ?

"আজ একটা ঘটনা ঘটেছে অফিসে।"

করবী তার হাতটা টেনে নিল না। করবীর হাতটা নরম। রুবির হাত বলেই মনে হয়। করবী চেয়ে আছে শীতলের দিকে।

"তাতে হয়ত আমি একটু ভয় পেয়েছি।"

করবী এখন আর বিচলিত নয়। সে তার আগের সংযম ফিরে পেয়েছে। তবে তার দৃষ্টি অনেক কোমল। তা যেন শীতলকে সহানুভূতির সঙ্গে বোঝার চেষ্টা করছে।

"হয়ত সেই কথা ভাবছিলাম। তাই অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে থাকব। এতে যে এমন একটা বিশ্রী অবস্থার সৃষ্টি হবে—তোমাকে বিচলিত করে তুলবে—"

শীতল করবীর মুখের দিকে চাইল। করবীও।

"করবী, তুমি যে আমার জন্য এত ভাব তা আজ জানলাম।"

শীতল ম্লান হাসল।

করবী জিজ্ঞাসা করল, "অফিসে কী হয়েছে ?"

শীতল ক্লান্তস্বরে বলল, "পদোন্নতি।" সে হাসল। "ছিলাম গাদায় পড়ে থাকা কেরানী, হয়েছি একজিকিউটিভ অফিসার। লম্বা লাফ।"

করবী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তারপর শান্তভাবে প্রশ্ন করল, "তুমি ভয় পেয়েছ ?"

"হ্যাঁ। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছিনে। আমাকে এই অনুগ্রহ কেন ? এই প্রশ্নের কোনও উত্তর খুঁজে পাচ্ছি নে। আমার ভাল

লাগছে না ব্যাপারটা।"

"যে তোমাকে প্রমোশন দিয়েছে তাকে জিজ্ঞেস করতে পার না?"

"সে তো জব্‌সন।" শীতল অসহায়ভাবে বলল। "তাকে পাব কোথায়?"

"জব্‌সন? তিনি কে?"

"হয়ত ভগবান। ঠিক জানি নে। এইটুকু শুধু জানি যে তিনিই আমার পদোন্নতির মূলাধার। আর সেই কারণেই তো আমার এত অস্বস্তি।"

করবী শান্তভাবে শীতলের মুঠো থেকে নিজের হাতখানা ছাড়িয়ে নিল। শীতল দেখল মেয়েলি শরীরের যে ঘ্রাণটা এতক্ষণ তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তা এখন দূরে সরে গেল।

করবী নিজের চেয়ারে বসে বলল, "রাত হল। খেয়ে নাও।"

খেতে খেতে হঠাৎ শীতলের খেয়াল হল, সকালে করবী বলেছিল তার কি কথা আছে। "তোমার যেন কী বলবার ছিল?" মুখ তুলে সে জিজ্ঞেস করল।

শীতলের আচমকা প্রশ্নে করবী তার মুখের দিকে চাইল। কারও যদি কিছু বলার থাকে এ বাড়িতে তা সেই বলে। জিজ্ঞাসা করে না কেউ। আজকের ঘটনায় সব নিয়ম কি বদলে গেল? শীতল নিজের প্রগলভতায় লজ্জিত বোধ করল। সে চুপ করে খেতে লাগল।

শীতলের খাওয়া দাওয়া সারা হলে করবী বলল, "কথাটা আমার নয়, কথাটা রুবির। তোমাকে কথাটা বলতে ওর সাহস হয়নি। আমাকে বলতে বলেছে। ও হসটেলে সীট পেয়েছে একটা। রবিবার চলে যাচ্ছে।"

রুবি! হস্‌টেলে! রবিবার! তিনটে বুলেট বিদ্ধ করল শীতলকে।

শীতল একটু কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল। যেন শ্মশানে শোয়া অনিলের মুখটাই। করবী খুব কষ্ট পেতে লাগল, একটা উদ্বেগ ধীরে ধীরে তাকে গ্রাস করতে থাকল যেন।

দুই

১

শমিতা বেশ তুখোড় মেয়ে। কাঁটায় কাঁটায় আটটা, অফিসে এসে হাজির হয়েছে। বেশ মিষ্টি করে হেসে বলল, "এবার নিশ্চয়ই অভিনন্দন জানাতে পারি, কি বলেন ?"

শীতল এক নজর শমিতাকে দেখে নিল। তারপর শান্তভাবে তাকে ধন্যবাদ জানাল। শমিতা বলল, "এখন চলুন আমার ঘরে।"

শীতল ওর টেবিলটার দিকে চাইল। কুড়ি বছর এই এক টেবিলে। ঘরের এই একই কোণায়। এটা ছিল শীতলের আশ্রয়। তার দুর্গ। তার বাঁধা কাজ সে যথাযথ করে যেত। তাই সে কোনও সমস্যা সৃষ্টি করেনি, তাই সে কোনভাবেই কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। এই অফিসের বৈশিষ্ট্যহীন সব আসবাবের সেও যেন একটাতে পরিণত হয়েছিল। তাকে যারা চিনত, চক্কোত্তিদা, হঠাৎ চক্কোত্তিদার কথা মনে পড়ল, তারা সব কবেই রিটায়ার করে চলে গিয়েছে। কজনই বা বেঁচে আছে আজ ?

"দশটায় বস্ আসবেন।" শমিতা যেতে যেতে বলল। "তখন আপনার ওরিয়েনটেশন হবে।"

কথাটা চক্কোত্তিদাই বলেছিল। তাকের উপর গাদা করা ফাইলের দিকে আঙুল দেখিয়ে, তখন সে সন্থ ঢুকেছে, চক্কোত্তিদা বলেছিল, এই যে সব তেজপাতার বস্তা দেখছ না ভায়া, সারাজীবন ধরে আমরা এই পর্যন্ত জমিয়ে যেতে পেরেছি, এবার তুমি জমা করবে, তারপর জমা করবে তোমার পরে যারা আসবে তারা। দারুণ ব্যাপার, অ্যাঁ।

"বস্ আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কী, নতুন লোক নিয়ে কাজ পারবেন তো?" শমিতা বলল, "কেন পারব না? এটা তো একটা চ্যালেনজ।"

কী হবে জিজ্ঞেস করছ ভায়া? কি আবার হবে। মালিকের জিনিস, ইচ্ছে হলে মালিক ওই সব দিয়ে কোনদিন হয়ত পোঁদ পুঁছবে। অ্যাঁঃ। হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ।

চক্কোত্তিদা অনেকদিন রিটায়ার করে গিয়েছেন। মালিক কথাটাও তাদের শব্দভাণ্ডার থেকে বাতিল হয়ে গিয়েছে। এখন সবাই বলে বস্।

"বসুন।" শমিতা এয়ার কুলারের মুখটা আরও খুলে দিল। রুমাল বের করে মুখ গলা ঘাড়টা মুছে ফেলল।

"কী গরম, না?" শমিতা হাসল। "মাঝে মাঝে মনে হয় র‍্যাট রেস। কী, কথা বলছেন না যে? কালকের হ্যাংওভার কি এখনও চলছে না কি?"

"কালকের হ্যাংওভার।" শীতল প্রাণপণে নিজেকে টেনে তোলবার চেষ্টা করল, "তা বলতে পারেন। সত্যি বলতে কি আমি বেশ ঘাবড়ে গিয়েছি মিস—"

"আমি ডাইভোরসি।" শমিতা শান্তভাবে বলল।

শীতল অপ্রস্তুত। "সরি, আমি বুঝতে পারিনি।"

"এখন্ তো বুঝতে পারলেন। নাউ কল মি প্রপারলি।"

শমিতা কি অপমানিত হল ? শীতল বুঝতে পারল না। এই তো সবে শুরু। হেনস্থার এখনই হয়েছে কী ? তার মন কু গাইতে থাকল। বিপন্নভাবে সে শমিতার দিকে চাইল। শমিতার মুখে গাম্ভীর্য থমথম করছে।

"কী হল, চুপ করে রইলেন কেন ? আপনার সামনে এক পারটি এসেছে। তিনি মহিলা এবং ডাইভোরসি এবং অত্যন্ত টাচি। তাকে প্রপারলি অ্যাড্রেস করুন।"

হঠাৎ শীতলের সন্দেহ হল, শমিতা তার সঙ্গে রসিকতা করছে। তার মনের উপর থেকে চাপ কিছুটা কমল। এবং শীতল অবাক্ হয়ে দেখল, এটা তার খারাপ লাগছে না। সে চুপ করে বসে রইল।

শমিতা হেসে উঠল। "আপনার উইট টেসট করছিলাম। খুবই পুওর। বস্ হলে বলতেন," শমিতা পুরুষের স্বর নকল করে বলল, "নট ইভেন আপটু টু স্টারস।"

শমিতা সিগারেট এগিয়ে দিল। শীতল প্যাকেট থেকে একটা তুলে নিল। শমিতা লাইটার ওর দিকে এগিয়ে ধরল। বলল, "বলুন থ্যাংকস।"

শীতল বলল, "আগে ধরাই।"

"ওটা সিগারেটের জন্য। ধরাবার জন্য আলাদা। সেটা পরে। ম্যানারস তো দেখছি কিছুই জানেন না।" শমিতা লাইটার জ্বালল।

শীতল সিগারেট ধরিয়ে বলল, "কেরানীর ওসব দরকারে লাগে না। থ্যাংকস।"

"আপনি আর কেরানী কোথায় ? এখন তো একজিকিউটিভ উইথ অল্ দি পারকুইজিটস। আপনার ফোন নমবরটা বলুন তো। টুকে রাখি।"

"আমাদের বাড়িতে ফোন নেই।"

"আমাদের মানে?" শমিতা ওর দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল। "মিসেস ছাড়া আর কে আছেন বাড়িতে?"

শীতল তার চোখে চোখ রেখে বলল, "আর—এক মেয়ে।"

বলার সঙ্গে সঙ্গে শীতল তীব্র যন্ত্রণার কামড় খেল মনে। জ্বালা এখনও কিছুমাত্র কমেনি।

"লাকি।" শমিতা সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে একটু হাসল। "ছোট পরিবার সুখী পরিবার।"

শীতল অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করতে লাগল। সে চাইছিল শমিতা কথা বলুক। শীতলকে আরও একটু নাস্তানাবুদ করুক। শীতলের মনটা সে আটকে রাখুক।

"আপনার বাড়িতে কে আছেন আর?"

"আমি আর আমার টেলিফোন।" শমিতা হাসল। "আমি আপনার মত লাকি নই।"

শীতলের মনে হল শমিতাও তাহলে একা। শমিতাকে তার একই গোত্রের মানুষ বলে মনে হতে লাগল। শমিতার সান্নিধ্যে আসার কারণে এতক্ষণ ধরে তার মনে একটা অস্বস্তি খচখচ করছিল। সেটা এখন যেন মিলিয়ে যেতে লাগল।

"আপনি আমার চাইতে কম লাকি তা কে বললে?" কথা বলতে ভালই লাগছে শীতলের। "আপনার সঙ্গীভাগ্য দেখে আমার তো ঈর্ষা হচ্ছে।"

শীতলকে হঠাৎ এতগুলো কথা এক সঙ্গে বলতে শুনে শমিতা অবাক হল। সে শীতলের কথা ধরতেও পারল না।

"তার মানে? আমার সঙ্গী আবার কোথায় দেখলেন?"

"কেন, আপনার টেলিফোন ?"

"অ্যাঁ— ।" শমিতার মুখ হাসিতে ভরে উঠল। "আপনার পেটে পেটে এত।" শমিতা হাসতে লাগল। "আবার ঠাট্টা হচ্ছে।"

"সত্যি বলছি। আপনার সঙ্গীভাগ্য খুব ভাল।" শীতলের কথায় একটুও ঠাট্টা প্রকাশ পেল না। "টেলিফোন সঙ্গী হিসেবে খুব বিশ্বস্ত।" শীতলের আন্তরিকতা শমিতাকে স্পর্শ করল। "আপনাকে কখনোই ও ঠকাবে না।"

শমিতা শীতলকে দেখছিল। শেষদিকে শীতলের গলা ভারি হয়ে এল, শমিতা তাও লক্ষ্য করল। তার মনে হল কথাটা মন্দ বলেনি শীতল। এ বিষয়ে তো সন্দেহ নেই যে মানুষের সঙ্গ থেকে টেলিফোনের সংসর্গে ঝঞ্ঝাট কম। বেশ আছি। শমিতা নিজেকেই ভোলাতে গেল। কিন্তু দেখল একটা ভারি নিঃশ্বাস তার বুক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। সেটা সে হতে দিল না। কিন্তু শীতলের সামনে এখন সে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। এ তো বড় সাংঘাতিক লোক। কাছে আসতে না আসতেই তোলপাড় বাধিয়ে দিচ্ছে। শমিতা ভাবল, লোকটাকে বেশী প্রশ্রয় দেওয়া বোধ হয় ঠিক হবে না।

শীতল আবার চুপ করে গিয়েছে। স্তব্ধতা দুজনকেই পীড়া দিতে লাগল। শীতল চাইছিল শমিতা কথা বলুক। শমিতা চাইছিল শীতল কথা বলুক। শমিতার বুঝতে দেরি হয়নি যে লোকটা তার গাম্ভীর্যের নিচে একটা তীব্র বেদনার বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে। তা বেড়াক না ?

তাতে শমিতার বিচলিত বোধ করার কী আছে ? না, শমিতা বিচলিত বোধ করছে এ কথা বোধ হয় ঠিক না। কিন্তু সে কি কিছুটা অশান্ত হয়ে উঠছে না এখন ? শমিতা সিগারেটের প্যাকেটটা বের

করল। শীতলকে একটা সিগারেট কি দেবে ? টেলিফোন 'আপনাকে কখনোই ঠকাবে না। শীতলের এই মন্তব্যই শমিতার মনের স্থিরতা নষ্ট করেছে। এর অর্থ তো স্পষ্ট যে মানুষ তাকে ঠকাবে।

"সিগারেট ?" ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত প্যাকেটটা এগিয়েই দিল শমিতা।

মানুষ তাকে ঠকাবে নয়, মানুষ তাকে ঠকিয়েছে। জিতু তাকে ঠকিয়েছে।

"না।" থেমে যাচ্ছিল শীতল, হঠাৎ মনে পড়ায় তাড়াতাড়ি করে বলল, "থ্যাংকস।" তারপর শমিতার দিকে চেয়ে হাসল।

শেষ পর্যন্ত জিতুর কাছে তাকে ঠকতে হল। তবে আর বিশ্বাস কার উপর রাখবে শমিতা ? টেলিফোন সঙ্গী হিসাবে খুব বিশ্বস্ত। ঠাট্টা করেনি শীতল। একটা সত্যকেই উচ্চারণ করেছে। মানুষের উপর যে বিশ্বাস রাখা যায় না, শমিতার চাইতে এ কথা আর কে জানে। জিতু, এ চীট।

"থ্যাংকস।"

শীতল লোকটা জ্ঞানী। নিশ্চয়ই অনুরূপ অভিজ্ঞতা ওরও হয়েছে। ওরা দুজন তাহলে একই ঝাঁকের পাখি।

"ইউ আর ওয়েলকাম। আমি তবে একটা ধরাই ?"

"ইউ আর ওয়েলকাম।"

শমিতা হেসে উঠল। লোকটা মোটেই বোকা নয়। এই আবিষ্কার শমিতাকে স্বস্তি দিল। মনের মেঘটা যেন সিগারেটের এক রাশ ধোঁয়া হয়েই শমিতার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। শমিতা সকৌতুকে শীতলের মুখের দিকে চেয়ে রইল। বলল, "ইউ আর স্মারট। দেখলে বোঝা যায় না।"

"ইউ আঁর ওয়েলকাম।"

শমিতা এবার শরীর কাঁপিয়ে হেসে উঠল। শীতল অনুভব করল শমিতার হাসিটা সংক্রামক। তার মধ্যেও সংক্রমণ শুরু হয়েছে। রুবিই শুধু এমনভাবে মাঝে মাঝে হাসে। এবং সে সংক্রামিত হয়। করবীকে হাসতে সে বড় একটা দেখেনি। শীতল হাসতে লাগল।

হাসি থামলে শীতল গম্ভীর হয়ে বলল, "আমার কাছে এক পারটি এসেছেন, তিনি মহিলা এবং ডাইভোরসি এবং টাচি। কী বলে ডাকলে তাকে প্রপারলি ডাকা হবে?"

লোকটা সত্যিই স্মারট। অথচ শীতলের স্মারটনেসে পিনটুদের মত চালিয়াতি নেই। শমিতা বিচার করে রায় দিল। আসলে সরলতাটাই শীতলের আকর্ষণ। শমিতা আবার হেসে ফেলল।

বলল, "আপনি আমাকে শমি বলবেন। এখানেও আমাকে সবাই শমিই বলে। আমি আমার নামে পরিচিত হতেই ভালবাসি। আপনাদের বিধানে এদেশে মেয়েদের ল্যাজ বদলাতে হয়। আমার বাবা ছিলেন সিংহ। আমার স্বামী ছিলেন সেনগুপ্ত। তাই আমাকেও সেনগুপ্ত হতে হয়েছিল। এখন আমার ল্যাজে আবার সিংহ ফিরে এসেছে।"

শমিতা সিগারেটই ফুঁকুক আর কথায় কথায় ইংরাজিই ঝাড়ুক, ওর মধ্যে কপটতা নেই। কথাবার্তাও সোজা এবং পরিষ্কার। শীতল শমিতার হাবভাব খুঁটিয়ে লক্ষ্য করতে লাগল। গোড়ার দিকে যে আড়ষ্টতা শীতলের ছিল তা কেটে গিয়েছে, এটা শীতল লক্ষ্য করল।

"আচ্ছা, আমার সম্পর্কে আপনার এসেসমেনট কী?" শমিতা শীতলের দিকে চেয়ে রইল।

"কী করে বলব?" শীতল হাসল।

"হোয়াট ডু ইউ মিন কী করে বলব? বলতে হবে। বলাই তো আপনার কাজ। আমাদের কোমপানি তো এর উপরেই বেঁচে আছে। বস্ বলেন, উই মাসট থ্রাইভ অন হিউম্যান উইকনেসেস। মানুষের উইকনেস কোথায়, তার মনের নরম জায়গাটা কোথায়, ত্বরিতগতি সেটা খুঁজে বার করাই আমাদের চাকরী। সো দ্যাট উই ক্যান সেল ইট টু দি মারকেট অ্যাহেড অফ আওয়ার রাইভ্যাল্স।"

শীতল এই প্রথম তার কাজের একটা হদিস পেল। মানুষের দুর্বলতা বাজারে বেচা, এই তাদের ব্যবসা। প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে শমিতা।

"বুঝেছেন?"

"অর্থাৎ আমার কাজ হচ্ছে, আমাদের ক্লায়েনটের—"

"আমরা অ্যাকাউনট বলি।" শমিতা বাধা দিল।

"আমাদের অ্যাকাউনটের দুর্বলতা কোথায় সেটা চটপট আবিষ্কার করে ফেলতে হবে—"

"বস্ চান কমপিউটার লাইক এফিসিয়েনসি।" শমিতা সিগারেটে টান দিল।

"তারপর আমাদের অ্যাকাউনটের দুর্বলতা দোহন করে কবে--"

"হ্যাঁ, বুঝেছেন। আপনি খুব তাড়াতাড়ি শিখতে পারেন দেখছি।"

"লাইক এ কমপিউটার?"

শমিতা হ্যাঁ বলতে গিয়েও থমকে গেল। জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা, কমপিউটারকে কি কোনও কিছু শিখতে হয়?"

"সে তো আপনারই জানার কথা। কমপিউটারের ব্যাপার স্যাপার আমি কিছুই জানিনে।"

শমিতা বলল, "সত্যি কথা বলতে কি আমিও জানিনে। বস্-এর এ বিষয়ে দারুণ নলেজ। উনিই রিয়েল কমপিউটার এজ-এর লোক। ওঁর ধ্যান জ্ঞান ক্রিয়া কর্ম চলা ফেরা সব কিছুই কমপিউটার ওরিয়েনটেড। তেমনি ওর মাথায় আইডিয়াও খেলে অসাধারণ। সে-সব আইডিয়া দারুণ থ্রিলিং। একবার কি বলেছিলেন জানেন?"

শমিতার উৎসাহ ওর বয়েসটাকে যেন কমিয়ে দিল অনেকটা।

"বস্ বলেছিলেন, জানেন শমি, কমপিউটারের প্লাস পয়েনটস সবই আছে। সেভিং ওয়ান। নেই শুধু ইনডিভিজুয়ালিটি। মানুষের যেটা ওনলি প্লাস পয়েনট। মানুষের আর যা যা আছে, সব বোগাস। এখন ধরুন, মানুষের ইনডিভিজুয়ালিটি যদি কমপিউটারের চরিত্রে আরোপ করা যেত তাহলে এই পৃথিবীতে এই ইনএফিসিয়েনট ইনডিসিপ্লিনড মানুষগুলোকে কোনও কাজে আর দরকারই হত না। আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে জানেন। যদি টপ সায়েনটিসট আর টেকনোলজিসটদের দিয়ে একটা পুরুষ কমপিউটার বানান যায় যার মানুষের মতই প্রজনন ক্ষমতা থাকবে। রাইট? তবে তাকে দিয়ে নারীর গর্ভসঞ্চার করানো যেতে পারে। রাইট? এবং এক হিউমা-পিউটারের জন্ম দেওয়া যেতে পারে। রাইট? এই হিউমাপিউটারই হবে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর বাসিন্দা। কমপিউটারের ড্যাম এফিসিয়েনসির সঙ্গে ড্যাম ইনডিভিজুয়ালিটির ড্যাম ম্যারেজ। রাইট? অ্যানড দাট ইজ দ্য হিউমাপিউটার। এ কমপিউটার উইথ ইনডিভিজুয়ালিটি।"

"বস্-এর সে কি এনথু।" শমিতা বলল, "বললেন, নাউ শমি হোয়াট ডু ইউ থিংক? সত্যি কথা বলতে কি আইডিয়াটা আমার খু-উ-ব অরিজিন্যাল ঠেকেছিল। আপনার কি মনে হয় শীতল?"

শমিতার মুখে অন্তরঙ্গ ডাক শুনে শীতল হঠাৎ চমকে উঠেছিল।

শমিতা টের পেল না।

শীতল বলল, "খুবই মৌলিক ভাবনা।"

"তাই না? আমিও বস্‌কে একজ্যাকটলি এই কথা বলেছি। বলেছি, ইউ হ্যাভ এ বেন্‌ট অফ এ গ্রেট সায়েনটিস্ট। বস্‌-এর সঙ্গে আপনার পটবে দেখছি।" শমিতা যেন নিশ্চিন্ত হল। "বস্‌ লাইক মাইনডেড লোক খুব পছন্দ করেন।"

তারপর শমিতা হাসল। "মৌলিকতার এখনই কি দেখলেন। সবটা শুনুন, তবে তো আপনার প্রপার আইডিয়া হবে।" শমিতা আরেকটা সিগারেট ধরাল। "তারপর বস্‌ সরাসরি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি বিশ্বের প্রথম হিউমাপিউটারের মা হিসেবে নিজেকে ভলানটিয়ার করতে রাজি আছি কিনা?"

"অ্যা!" শীতল স্তম্ভিত হয়ে গেল। শীতল দেখল ওর অবস্থা দেখে শমিতা হাসছে। কিন্তু তাতে ব্যঙ্গের লেশমাত্র নেই। অত্যন্ত তৃপ্তিকর এক হাসি। শমিতা যেন সত্যিই গর্বিত বোধ করছে।

"কী, এখন কী মনে হচ্ছে?" শমিতা যেন নিজের পদোন্নতির সংবাদ শোনাচ্ছে।

"অ্যাঁ হ্যাঁ দারুণ!" শীতল চমক ভেঙ্গে বলল। "একটা সিগারেট দেবেন?"

"নিন না।" শমিতা প্যাকেটটা ওর সামনে টেনে দিয়ে লাইটার জ্বেলে ধরে রইল।

সিগারেটে টান দিয়ে ধাতস্থ হল শীতল। "থ্যাংকস।" ধোঁয়া ছাড়ল লম্বা। তারপর জিজ্ঞাসা করল, "তা এই অফারে আপনি কী বললেন?"

"নিজেই আন্দাজ করুন, কী বলতে পারি?" শমিতাকে ওর দিকে

আগ্রহভরে চেয়ে থাকতে দেখল শীতল।

"আপনি বললেন, হাউ থ্রিলিং। থ্যাংক ইউ বস্। আমি রাজি।" শীতল বোধ করছিল সে ভিতরে ভিতরে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছে।

"আপনার বুদ্ধি আছে। ফুল মারকস। আমি ঠিক ওই কথাই বলেছি।" শমিতা হাসছে।

শমিতা শীতলকে বাঁদর নাচাচ্ছে হঠাৎ এইরকম একটা ধারণা শীতলকে পেয়ে বসল। তাকে মেয়েরা এত নাচায় কেন? এমন কি সেদিনের ওই পুঁচকে মেয়ে রুবি সেও তাকে নাচিয়েছে। শীতলের এই হঠাৎ পরিবর্তন তার চোখে মুখে এমনই প্রকট হয়ে উঠল যে শমিতা সতর্ক হবার চেষ্টা করল।

শমিতা গলার স্বর পালটে বলল, "কেন বলেছিলাম জানেন?"

শীতল কঠিন স্বরে বলল, "একটা প্রোমোশনের জন্য।"

"আপনি তো প্রায় সর্বজ্ঞ দেখছি। তবে মিঃ নো অল্, এটা ফসকে গেল।" শমিতার স্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে। তার দুটো চোখ তীব্র হয়ে জ্বলছে। সে লাইটারের শিখার দিকে চেয়ে আছে। সে হাসল। শীতলের মনে হল ওর হাসিটা লাইটারের শিখারই সমগোত্রীয়।

"গেস্। আরেকটা চানস দিলাম।"

"কিছু টাকা বাড়াবার জন্য।" শীতল প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতায় সর্বস্ব পণ করে নেমে পড়ল। "বেতন, ডি-এ অথবা কোনও অ্যালাউয়েনস।"

ফুঁ দিয়ে লাইটারের শিখাটা নেবাতে চেষ্টা করল শমিতা। পারল না। বলল, "এবারও মিস। আচ্ছা, আরেকটা চানস।" শীতলের দিকে শমিতা আর চাইছেই না।

"পাবলিসিটি।" শীতল চাবুক চালাল। "বিশ্বের প্রথম কমপিউ-

টারের ঔরসজাত শিশুর গর্ভধারিণী।"

শমিতা লাইটারের শিখায় ফুঁ দিল জোরে। নিবল না সেটা।

"কাগজের হেড লাইন। প্রথম পাতায় ছবি।"

শমিতা আবার ফুঁ দিল। লাইটারের শিখা লুটিয়ে পড়েও দাঁড়িয়ে গেল।

"রেডিও ইণ্টারভিউ। টিভি। আত্মজীবনীর একসক্লুসিভ সিরিয়া-লাইজেশনের জন্য দাদন প্রাপ্তি।" শীতল ঘেমে উঠল। শীতল কিঞ্চিৎ ক্লান্ত এখন।

শমিতা লাইটারের ঢাকনা চাপা দিয়ে হঠাৎ শিখাটাকে খুন করল।

শীতল হঠাৎ দুই করতলে মুখ ঢেকে কাতর স্বরে বলে উঠল, "আমি আন্তরিক দুঃখিত শমি। আমাকে মাফ করুন।"

শমিতা হাসল। তারপর সে বলল, "মেয়ে, বিশেষত যদি ডাইভোরসি হয়, তবে তার অবস্থা লুটের মালের মত হয়। আপনার ক্ষমা চাইবার প্রয়োজন নেই শীতল। এই দুনিয়া বড় শক্ত জায়গা। আমার পক্ষে তো আরও। বাঁচবার জন্য এখানে প্রত্যেককেই কৌশল ঠিক করে নিতে হয়।"

শমিতা থামল। টেলিফোন বাজল।

শমিতা বলল, "আমার কনফারমেশন দরকার ছিল।"

টেলিফোন আবার বাজল। শমিতা ফোন তুলে বলল, "ইয়েস? হ্যাঁ রেবা। মর্নিং, হ্যাঁ। এখানেই আছেন। আচ্ছা।"

শমিতা টেলিফোন রেখে আস্তে করে বলল, "তিন বছর ঝুলে আছি। এই সব চাকরিতে কনফারমেশানটা বড্ড জরুরি। আমরা আবার একজিকিউটিভ। ইউনিয়নের প্রোটেকশন নেই। কাজেই মান.

অপমানটাকে আমি একটু দার্শনিক দৃষ্টিতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। নিন, চলুন, বস্ এসে গিয়েছেন। আমার ধারণা আপনাকে ওঁর পছন্দ হবে। আপনি আমার হেলপের উপর নির্ভর করতে পারেন। বি চিয়ারফুল।"

২

ওদের অফিসটা যে এত বড় সেটা যেন আজই প্রথম টের পেল শীতল। বসের ঘর থেকে বেরতেই তাঁর সেকরেটারি নখে রং লাগাতে লাগাতে শীতলের দিকে চাইল। রুবির বয়সীই হবে।

হেসে বলল, "কনগ্রাচুলেশনস কাকাবাবু।"

কাকাবাবু! শীতল অবাক হয়ে মেয়েটার দিকে চাইল। চিনতে পারল না। কার মেয়ে? তাকে কাকাবাবু বলবে এমন তার নিজের কেউ তো এই দুনিয়ায় নেই। রুবিকে কাকাবাবু বলাতে কত চেষ্টা করেছিল করবী। পারেনি। মামাবাবুও না। রুবি বুঝি বুলি একটাই শিখেছিল—বাবা। রুবির কথা এখন থাক। সন্ত্রস্ত হয়ে শীতল রুবিকে তখনকার মত ঝেড়ে ফেলতে চাইল। কিন্তু এ মেয়েটি কে?

শীতল বলল, "ধন্যবাদ। কিন্তু আপনাকে তো ঠিক—"

মেয়েটি ফিস ফিস করে বলল, "আমি রেবা। বি কে চক্কোত্তির মেয়ে। বাবা আপনার সেকশনেই কাজ করতেন।"

চক্কোত্তিদার মেয়ে। শীতল রেবার মুখ খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। বটে।

"আপনি বাবার শ্রাদ্ধে তো আমাদের বাড়িতেও গিয়েছিলেন। বাবাকে দেখতেও যেতেন।"

"হ্যাঁ তা গিয়েছি। উঃ সে কতদিনের কথা। ওঁর একটা মেয়ে তখন স্কুলে পড়ত। টফির খুব ভক্ত ছিল। তার জন্য টফি নিয়ে যেতাম। চক্কোত্তিদা ধমকাতেন তাকে। সেই কি তাহলে—"

শীতল ইতস্তত করতে লাগল। বুঝতে পারল না কথাটা কিভাবে শেষ করবে। শূন্য স্থানে কী বসাবে? তুমি না রেবা। মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত কি না সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে সে আপাতত পৌঁছুতে পারছে না।

মেয়েটি লাজুক হেসে বলল, "সে-ই আমি। এখনও আমি টফির ভক্ত।"

রুবিও কি কম ভক্ত ছিল। কিন্তু রুবির কথা এখন থাক। রেবাকেও তার ভাল লেগে গেল।

এখন নিজের পুরনো জায়গায় এসে সে হাসল এবং স্বস্তি পেল। এতক্ষণে তার মনে হল সে অফিসে এসেছে। সে বাস্তব জগতে এসেছে। এতক্ষণ সে যেন স্বপ্নের ঘোরে ছিল। এতক্ষণ সে এই অফিসের যে অঞ্চলে ঘুরছিল সেটা তার পক্ষে বিদেশ।

পেমেনটের নৃপতি হাঁফাতে হাঁফাতে এল। বলল, "দাদা বুড়া বয়সে অ্যাকেরে জ্যাক পট মাইরা দিলা। অ্যারেই কয় উস্তাদের মাইর। রাজত্ব পাইলা লগে হুনতাছি আবার রাজকন্যাও আছে। অখন তো ডবল খাওয়াইতে লাগব। আচ্ছা ক্যামনে এ কাম করলা দাদা কও তো?"

নৃপতি সরখেল বছর চারেকের জুনিয়ার। শীতল তার নাম জানে। এক অফিসে কাজ করে। মাইনের দিন ক্যাশ কাউন্টারে যা দেখা হয়। এছাড়া কোনও যোগাযোগ নেই।

"কি দাদা ভোম মাইরা রইলা ক্যান? কী কোনও রসের

ব্যাপার ? বিদ্যাসুন্দরের কায়দা ধরছিলা বোধ হয়। কী, বিদ্যারে কি লোডেড কইরা দিছ, না বসের লোড নিজের ঘাড়ে তুইলা নিছ ? এইরকম কিছু একটা হইব। নইলে যে হালা (শীতল বুঝল বস্-এর কথা বলছে। ওদের এদিকে শালা মানেই বস্) অ্যামুন চিপপুস, হে তুমারে ডাইকা লইয়া রাজ্যপাটে বসাইয়া দিল, তুমি অ্যামুন গুণের নিধি, এ তো মনে লয় না।" নৃপতির সাফ কথা। "কিছু অ্যাকটা ব্যাপার আছে। তুমারে কইয়া গেলাম দাদা, বাইর আমি করমুই করমু। ধর্মের কল বাতাসে লড়বোই।"

নৃপতি যেতে না যেতেই ফোন। সেকশনের ফোন ওরই টেবিলে। শীতল ভয়ে ভয়ে ফোনটা তুলল। ফিনানস কনট্রোলের সেন শর্মা। ওর চাইতে সাত আট বছরের জুনিয়ার।

"দাদা এইমাত্র অরডারের কপি পেলাম। কনগ্রাচুলেশসন। একটা অ্যারিসট্রোক্র্যাট কিন্তু পাওনা হল দাদা। গরিবকে মাইরি বঞ্চিত কর না। আমরা শ্লা তো আর জায়গা মত লুবরিকেট করতে পারব না তাই উপরে ওঠাও হবে না।"

সেন শর্মা এক সময় খুব টিপ টপ থাকত। অফিসে ওই প্রথম বেলবটস। তারপর থেকে আর দেখা সাক্ষাৎ হয় না। হঠাৎ ওর চক্কোত্তিদার কথা মনে হতে লাগল। এই টেবিল থেকেই উনি অবসর নিয়েছিলেন। তারপর বসতেন নিত্যানন্দদা। তিনিও এখান থেকেই রিটায়ার করেন। তারপর কুঞ্জদা আর গোপীবল্লভদা। তারপর এসেছিল শীতল। তাদের সেকশনে এটাকে বলা হয় পিঁজরাপোল। চক্কোত্তিদা বলতেন, বুঝলে ভায়া, এই টেবিলে বসলেই দেখবে কত নিশ্চিন্ত। সব চুলবুলোনি দেখবে বন্ধ হয়ে যাবে। কেবল মনটা বলবে হরি দিন তো গেল সন্ধে হল পার কর আমারে। কাউকে খারাপ

দেখতেন না চক্কোত্তিদা। কারোর ভাল হলে আন্তরিকভাবে খুশি হতেন। খোঁজ খবর নিতেন সকলের। উৎসাহ ছিল কত। যতদিন বেঁচে ছিলেন, তিনি তাদের সেকশনের বার্ষিক পিকনিক চালু রেখে গিয়েছিলেন।

কিন্তু রেবার মনটা এমন হল কেন? কী বা ওর বয়েস। কাকাবাবু, শমি সিনহার সম্পর্কে সতর্ক থাকবেন। শীতলের কানে রেবার ফিস-ফিস কথা বেজে উঠল। লোককে বড্ড একসপ্লয়েট করেন উনি। রেবার বাবার মুখ দিয়ে এ ধরনের কথা কখনোই বের হত না। রুবি সে তুলনায় এখনও অনেক বেশী তাজা আছে। সে এখনও অনেক ছেলে-মানুষ আছে। কিন্তু এখানে রুবির কথা আসছে কেন? তাকে কিছুতেই সরিয়ে রাখা যাচ্ছে না। শীতল বেশ বিপন্ন বোধ করতে লাগল। রেবাও কি এই অল্প বয়সেই র‍্যাট রেসে জড়িয়ে পড়ল?

"কি রে, অফিসে যে শোরগোল তুলে দিয়েছিস?" যোগীন হাসতে হাসতে এসে ওর সামনে বসল। শীতলের খুব ভাল লাগল। এই অফিসে একই দিনে দুজনে ঢুকেছে। সেই থেকে দুজনে বন্ধুত্ব। একসময় দুজনে নিত্য মাদ্রাজী কাফেতে টিফিন সারত। এখন কালে-ভদ্রে দেখা হয়। যোগীনের কাজ বেড়েছে। পারসোনেল ডিপারটমেন্ট-এর হ্যাপা অনেক। যোগীনের পদও খুব দায়িত্বপূর্ণ। খেটে উঠেছে যোগীন। সন্ধেবেলায় ল পড়ে পাশ করেছে। লেবার ল-এ খুবই ভাল। ম্যানেজমেণ্টও পাশ করেছে। তবে বেশ বুড়োটে হয়ে গিয়েছে। কে বলবে এখন যে এই অফিসে এক সময় ওরা দুজন কাব্যচর্চা করত।

"তাই তো দেখছি।" শীতল হাসল। "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।"

"বুড়ো তো আমি। তোকে বুড়ো কে বলবে?" যোগীন সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিল।

"তারপর," সিগারেটে ধোঁয়া ছেড়ে যোগীন বলল, "সকাল থেকে ছোবল টোবল কেমন খেলি।"

"ইউজুয়াল।" শীতল হাসল। "তুই যখন এলিই, তোকে একটা জিনিস দেখাই। জিনিস-পত্র গোছাতে গিয়ে এটা কাল পেয়েছি। কোন তলায় পড়ে ছিল।"

শীতল নিচু হয়ে টেবিল হাতড়াতে লাগল। টেলিফোন বেজে উঠল। শীতল বলল, "ছাখ তো কার?"

ফোন তুলে যোগীন বলল, "হ্যালো। হ্যাঁ উনি আছেন। ধরুন।"

শীতল একটা খাতা আর একটা ফোটোগ্রাফ টেবিলের উপর তুলে ফোন ধরল। "হ্যাঁ বলছি। বেশ। না হ্যানড ওভার এখনও দিইনি। আচ্ছা। লানচের পরেই বসব। লানচ? একটু ধরুন।" ফোনে হাত চাপা দিয়ে শীতল বলল, "সময় আছে আজ। মাদ্রাজী হবে?" যোগীন ঘাড় নাড়ল। শীতল ফোনে বলল, "সরি আজ আমি ব্যস্ত। আচ্ছা। ঠিক আছে। আজকেই বসব।"

"তাহলে শোন, এখন উঠি।" যোগীন উঠে দাঁড়াল। "কাজ সেরে রাখি গে।"

"এইটে ছাখ।" শীতলও উঠল।

বেয়ারা এসে বলল, "বড়বাবুর তলব।"

"যাচ্ছি। যাও।"

"এখনও পাওয়ার দেখাচ্ছে?" খাতাটা হাতে নিয়ে একটু নাড়া-চাড়া করল যোগীন।

"হ্যাঁ।" শীতল হাসল।

"তবে আজ একটু টাইট দে।"•

"তুইও যেমন।"

"ফণা তুলতে দোষ কী? তুই তো আর ছোবল দিবি না।" খাতাটা টেবিলের উপর রেখে দিল যোগীন। তারপর যেতে যেতে বলল, "যত্ন করে রেখেছিস তো বড়!"

খাতা সম্পর্কে যোগীনের অনাগ্রহ শীতলকে দুঃখ দিল। বলল, "অযত্নে ছিল, তাই আছে।"

যোগীন হাসল। "তবে সেইভাবেই আবার রেখে দে।"

"এই যে মওহায়," মিঃ বটকিষ্টো নানডি সেকশন ইন চারজ নামাঙ্কিত টেবিলের কাছে আসতেই শীতল নন্দীর খ্যানখেনে আওয়াজ শুনতে পেল। "একজন কেষ্টবিষ্টু নাকি হতে চলেছেন এ অফিসে, অ্যা।" নন্দী শীতলের পাঁচ বছরের জুনিয়ার। সেই কারণেই কিনা কে জানে শীতলকে অপমান করার কোনও সুযোগই সে ছেড়ে দেয় না।

শীতল শান্তভাবে বলল, "আমি তো তাই জানি।"

"তাই নাকি?" নন্দী চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "তা যখন হবেন তখন হবেন। এখন মালিকের কাজটা তো তুলে দিন।"

শীতল বলল, "কোনও ফাইল আমার কাছে পেনডিং নেই। সব আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি। এখন সেগুলো বুঝে নিয়ে আমাকে তাড়াতাড়ি রিলিজ করুন।"

"মওহায় কি ম্যানেজিং ডিরেকটার হয়েচেন। অ্যাঁ।"

"না।" শীতল হাসল।

"যাক, নিশ্চিন্ত হলাম।" নন্দী টাইয়ের গেরোটা একবার নাড়া-চাড়া করল। পাইপটাও হাতের তালুতে ঠুকে নিল। বোঝা গেল বস্

পাইপ ধরেছেন। সেকশন ইন চারজ হবার আগে নন্দী ধুতি পরত। নন্দী একদিন শুনল, ছোকরা বস্ মনে করেন, ধুতি ইনএফিসিয়েনসির চিহ্ন। সেইদিনই নন্দী টাকা ধার করে টিফিনের সময় বেরিয়ে গেল। অফিসে ফিরল রেডিমেড স্যুট টাই পরে। প্রশ্নের মুখে পড়ে নন্দী সাফ জবাব দিয়েছিল, ইনএফিসিয়েনসির নামগন্ধও যাতে আছে আমি তাতে নেই মওহায়। বস্ পাইপ খায়, অতএব নন্দীও হাতের তেলোয় পাইপ ঠোকে।

শীতল বলল, "নিশ্চিন্ত হলেন বেশ কথা। এবার কেষ্টবিষ্টুটাকে বিদেয় দেবার ব্যবস্থা করুন।"

"আপনার মুকের কতায় কাজ হবে। বলি অরডার কোতায় ?"

শীতল চিঠিখানা বের করে নন্দীর হাতে দিল। বলল, "সইটা ভাল করে দেখবেন। আর ওই উইথ ইমিডিয়েট এফেকট কথাটা।"

নন্দী চিঠিটা একনজরে দেখে নিয়েই পারসোনেলে ফোন করল। "মিঃ সরকারের অরডারের কপি কোতায় ? পাঠিয়ে দিয়েচেন। সে কি মওহায়। তা দেখচি। হ্যাঁ হ্যাঁ, অসুবিধে আবার কি। একুনি দিচ্চি। হ্যাঁ হ্যাঁ।"

ফোন রাখতেই নন্দীর গলা বদলে গেল। "কেউ কেউ মওহায় শুধু কপাল নিয়ে জন্মায়।" নন্দী ডান হাতের মধ্যমা দিয়ে কপালে ঠুক ঠুক করে ঘা দিল। ওর পাঁচ আঙুলে পাঁচটা পাথর। "যেমন আপনি। পিঁজরাপোল থেকে প্রোমোশন ? এতো মওহায় মশান থেকে সিংহাসনে বসারই শামিল। অ্যাঁ। কপাল কপাল, মওহায় সবই কপালে করে। মাঝে মাঝে মনে হয় তবে এত সব করচি কেন ? শাস্তরে বলেচে উদ্যোগিনং পুরুষ সিংহং। এত উদ্যোগ করলুম।" দুহাতের দশটা আঙুলের পাথরগুলো চোখের সামনে মেলে ধরল

নন্দী। "তা কোতায় কী?" দীর্ঘশ্বাস ফেলল। "ভগবান, শাস্তর ধর্ম, জ্যোতিষ, দূর—তুনিয়ার অবিচার দেকে দেকে ভক্তি চটে যায়।"

হঠাৎ যেন শীতলের দিকে নজর পড়ল নন্দীর। "যান মওহায়। দাঁড়িয়ে আচেন কেন? ফাইল টাইংের কতা ভাববেন না। এই অফিসেই তো রইলেন। পায়ে রাখবেন।"

শীতল বলতে চাইল, এই আপনি যেমন রেখেছিলেন? কিন্তু নিজেকেই ধমক দিল। নিঃশব্দেই সে তার টেবিলে ফিরে গেল। একটা সিগারেট ধরাল। তারপর ভাবতে লাগল তার সহকর্মীদের কথা। কেউ তার উপর খুশি নয়, হুল যে যতটা পারে বিঁধিয়েছে। যোগীনই কেবল খুশি। কেন শমিতা? সে যে এই অফিসে আছে, এতদিন সবাই যেন তা ভুলেই গিয়েছিল। অথচ রোজই দেখা হয়েছে এদের সঙ্গে। তু একটা কথাও হয়েছে। প্রতি বছর বিজয়ার কোলাকুলি সারার জন্য অজস্রবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে হয়েছে। হ্যাপি ক্রিসমাস হ্যাপি নিউ ইয়ার এমন কি পয়লা বৈশাখে শুভ নববর্ষও শুনতে হয়েছে। কিন্তু সে-সবই নিরুত্তাপ অভ্যাসের অঙ্গ হয়ে উঠেছে। যেমন সে রোজ সই করে হাজরে খাতায়। কিন্তু আজ তার অকস্মাৎ পদ পরিবর্তন তাকে সব সহকর্মীর ঈর্ষাকাতর চোখের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। প্রত্যেকেই ক্ষুব্ধ শীতলের উপর। শীতল যেন ওদের প্রত্যেকের বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছে। যা ছিল প্রত্যেকেরই প্রাপ্য তা থেকে শীতলই যেন ওদেরকে বঞ্চিত করেছে। শীতল ওদের বিচারে আজ জঘন্য এক প্রতারক। ওদের মুখের গ্রাস সে কেড়ে নিয়েছে। শীতল দেখল সে কারও উপরই রাগ করতে পারছে না। সে দেখল তার মনে গ্লানি জমছে। শীতল জানে না, তাকে কোন গুণের জন্য প্রমোশন দেওয়া হয়েছে। বস্-এর সঙ্গে স্বল্প সাক্ষাতেও

সে তাঁর প্রশ্নের জবাব পায়নি। বরং বস্‌-এর মুখে তার পোটেন-শিয়ালিটির দারুণ প্রশংসা শুনে সে ঘাবড়েই গিয়েছে। তার সম্পর্কে যে অ্যাসেসমেনট জব-কনসালট্যানট ফার্ম পাঠিয়েছে, কী তা সে জানে না, তাতে বস্‌ তাকে জিনিয়াস বলেই ধরে নিয়েছেন। জব্‌সন আবিষ্কৃত তার গুণপনা সম্পর্কে বস্‌ যেরকম উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছিলেন তাতে মাঝে মাঝে তার আশঙ্কা হচ্ছিল, এই বুঝি বস্‌ বিশ্বের প্রথম হিউমাপিউটারের জন্মদাতা পিতা হিসাবে কোনও এক মেয়ে কমপিউটারের গর্ভে বীর্য নিষেকের যোগ্য প্রার্থী রূপে তাকে নির্বাচন করে বসবেন। শীতলের ভাগ্য ভাল, সেরকম কোনও প্রস্তাব বস্‌ তাকে দেননি। সে যখন জানল, তাকে সব চাইতে শক্ত এক অ্যাকাউনট শমি সিনহার সহায়তায় ট্যাকল করতে হবে, তখন সে খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ করতে লাগল। অপরিসীম ছেলেমানুষী এবং প্রখর বিষয়বুদ্ধি দিয়ে গড়া এই আত্মপ্রত্যয়ী যুবকটিকে, যাকে সবাই বস্‌ বলে, দেখে শীতলের তেমন ভয় কিন্তু করল না। তেমনি আবার বস্‌ সম্পর্কে চট করে ভাল বা মন্দ কোন ধারণাও গড়ে তুলতে পারল না। আসলে, সে স্বীকার করতে বাধ্য হল, এ ধরনের লোক সে আগে দেখেনি।

শীতল বুঝতে পারেনি কখন সে খাতাটাকে টেবিলের উপর থেকে তুলে নাড়াচাড়া করতে শুরু করেছে। যুগলবন্দী। নামটা যোগীনের দেওয়া। ওদের দুজনের প্রতিভার স্বাক্ষর। মাদ্রাজী কাফেতে বসে প্রথম দুবছরে ওরা টিফিনে কখনও বা ছুটির পরে যা নিয়ে মশগুল হয়ে থাকত, সেই স্বরচিত কবিতার এক নির্বাচিত সংকলন এই যুগলবন্দী। শীতল নাম দিতে চেয়েছিল দুনয়ন। অত তুলতুলে নাম যোগীনের পছন্দ হয়নি। সে সুধীন দত্তের ভক্ত। দুজনের হস্তাক্ষরে সেদিনের

সযত্নে রচিত পাণ্ডুলিপিটি আজ যথার্থই ধূসর। যোগীনও একবার উলটে দেখল না। ওদের কাব্যচর্চার উৎসাহে যখন পূর্ণ জোয়ার ঠিক সেই সময় যোগীন ভর্তি হল ল কলেজে। কিন্তু শীতল? সে কেন ছাড়ল ও পথ? সেও ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। অফিস আর রুবি। অফিস মানে এই ঘরখানা। হ্যাঁ এই ঘর অর্থাৎ এই সেকশন আর রুবি, এই ছিল শীতলের জগৎ। আজ এই দুই-এর কাছ থেকেই সে সরে গেল। না রুবির কাছ থেকে সে যায়নি, রুবিই সরে গেল। রুবি বড় হয়েছে, নিজের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার বয়েসও তার হয়েছে। নিক না সে সিদ্ধান্ত। কিন্তু রুবি তাকে গোপন করল কেন? এই কথাটা ভাবতেই তার যন্ত্রণা হচ্ছে।

শীতল অন্যমনস্ক হতে চাইল। কাজকর্ম কিছু থাকলে এখন ভাল হত। শমিতা তাকে লানচ খেতে ডেকেছিল। গেলেই হত। কাউকে ওর এখন চাই। অকস্মাৎ শীতলের নজর পড়ল টেবিলের উপর রাখা ফটোখানার উপর। তুলে নিল। সেই কবেকার এক পিকনিকের ফটো। ওর চাকরিতে ঢোকার পরপরই। কুঞ্জদা। স্বর্গে। নিত্যানন্দদা। খবর জানে না। পর পর দাঁড়িয়ে আছে লোকগুলো। চক্কোত্তিদা। স্বর্গে। শীতল যেন রোল কল করছে। বেয়ারা কীর্তিনিধি। স্বর্গে। তার পাশে কে উঁকি দিচ্ছে? ক্লাস ফোর স্টাফ। নামটা শীতলের মনে পড়ল না। প্রতিটি পিকনিকেই তো থাকত। কী যেন নাম? মনে আসছে না। কিছুতেই মনে আসছে না। শীতল বারবার মনে করার চেষ্টা করল। এটা যেন একটা জীবন মরণ ব্যাপার। নাঃ মনে পড়ল না। তার পাশে ব্যোমবাবু। খবর জানে না। ফুল—ফুল দিয়ে কী একটা নাম যেন ছিল ঝাড়ুদারটার। তার পাশে ধুতির উপর শার্ট গোঁজা হরিনাথ সাণ্ডেল। ওদের সেকশনের বড়বাবু, স্বর্গত। আজ-

কাল ঝিগিজে লেখে প্রয়াত। আজকাল ওদের অফিসে বড়বাবুও আর নেই, এখন সেকশন ইনচারজ। নন্দী নিজ খরচে একটা সাইনবোরড লিখিয়ে এনে ওর টেবিলে বসিয়ে রেখেছে। এ বিষয়ে নন্দীই ফারসট। ও বলে এফিশিয়েনসি। বড়বাবু বললে নন্দী অপমান বোধ করে। হরিনাথ সাণ্ডেল সম্মানিত বোধ করতেন। অতএব বড়বাবুও প্রয়াত। বিশেষত আমরা স্বাধীন হবার পরে। ফুলকো! মনে পড়েছে। ওর নাম ছিল ফুলকো। ফুলকো? সাণ্ডেল মশায়ের পাশে অনিল। স্বর্গে। শীতলের চোখ অনিলের চেহারার উপর আটকে গেল। অনিল। করবীর স্বামী। এই একবার সে সকলের পীড়াপীড়িতে পিকনিকে এসেছিল। তার চেহারাটা ভুলেই গিয়েছিল শীতল। কে তুলেছিল এই ফটো? শীতল মনে করার চেষ্টা করল। ফুলকিয়া! মনে পড়েছে ঝাড়ুদারটার নাম। না না ফুলকিয়া নয়, ফুলকারি। হ্যাঁ এইবার ঠিক। ফুলকারি। চক্কোত্তিদাকে দাহ করার সময় শ্মশানে সে-ই হাউ হাউ করে কেঁদেছিল। ফুলকারি। স্বর্গে। তার ছেলে এখন এখানে কাজ করে। ঝাড়ুদার নয়। ডেসপ্যাচের ক্লাস থ্রি স্টাফ।

বস্ ওকে বলেছিলেন, হিডেন ট্যালেনট। লুকিয়ে থাকা প্রতিভা। আসলে এই অফিসে অনিলই ছিল সর্বার্থে লুকোনো প্রতিভা। অনিলের এই নিতান্ত সাধারণ গোবেচারা চেহারা দেখে ওর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া কারও পক্ষে সাধ্য নয়। শীতলের চাইতে অনিল ছিল বছর পাঁচেকের বড়। অফিসে ছিল আট বছরের সিনিয়ার। ওদের ছিল স্রেফ মুখের পরিচয়। কিন্তু অনিল কোনও সুযোগেরই অপ-ব্যবহার করত না। শীতলকে একটা মোটা টাকার বীমা করিয়ে দিয়েছিল। এমনভাবে বলেছিল অনিল যে তার কোনও আপত্তিই টেঁকেনি। অনিল শুধু বীমার দালালিই করত না, ও ছিল ঝানু

শেয়ারের দালালও। ফুলকারিকেও অনিল বীমা করিয়ে দিয়েছিল, সেই বীমার কল্যাণেই ওর ছেলে আজ লেখাপড়া শিখে এই অফিসের ক্লাস থি্ স্টাফ। সাণ্ডেল মশাই, চক্কোত্তিদা, না জানি আরও কত-. জনের শেষ বয়সের হিল্লে করে দিয়ে.ছিল বীমা করিয়ে, আর সলিড সব শেয়ার কিনিয়ে দিয়ে। অনিল হঠাৎ মারা যাবার পর এসব কথা সে শুনেছিল ওদেরই মুখ থেকে, যারা অনিলের কাছ থেকে উপকার পেয়েছিল।

অনিলের ছবিটার দিকে শীতল এক দৃষ্টিতে চেয়েছিল। আমার পলিসির নমিনি এখন রুবি, অনিলবাবু। আমাদের সম্পর্ক? শীতল নিঃশব্দে বলল, আমি লিখেছি ডটার। ভুল লিখেছি? শীতল খুব ক্লান্ত বোধ করল। হঠাৎ তার মনে হল তার একটা বিকল্প আশ্রয় চাই। তাজা আশ্রয়। রুবির বিকল্প।

টেলিফোন তুলে শমি সিনহাকে ইতস্তত করে বলল, "আপনার যদি অসুবিধে না হয় তবে লানচটা একসঙ্গে হতে পারে।"

"বা রে, আমি যে আরেকজনকে কথা দিয়ে ফেললাম।" শমি একটু থামল। "আমি পিনটু মিত্তিরের সঙ্গে ওদের ক্লাবে যাচ্ছি।" শীতল বুঝতে পারল শমি হাসল। "অ্যানড থ্রি উইল মেক্ এ ক্রাউড। সরি।"

লানচ থেকে ফিরেই শমি সিনহা ওকে ডেকে নিয়ে গেল। একটা ঘরে ঢুকে বলল, "এই ঘরটাই আমাদের হবে। কাল পরশু আমরা শিফট করব। আজ চলুন আমার ঘরেই বসি।"

ওরা দুজনে শমির ঘরে ফিরে এল। শমি বেশ ঘেমে উঠেছে। রুমাল বার করে মুখ ঘাড় মুছে ফেলল।

"উঃ কী নুইসেনস।" শমি বিরক্তি প্রকাশ করল। একে এই রকম

গরম'। তারপর আবার লোড শেডিং। এয়ার কণ্ডিশনে এসে শমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। পিনটুদের ক্লাবটা উঃ একেবারে ফারনেস। হরিব্‌ল্‌। এবার শীতলের দিকে চেয়ে শমি হাসল। "পিনটুরা কিন্তু আপনার সম্পর্কে খুব জেলাস জানেন।"

শীতল উৎসুক হল। "পিনটুরা মানে?"

"আওয়ার আদার কলিগস। ওদের সিদ্ধান্ত হল, আপনি একটা ফ্লপ।" শমির কথায় শীতল দেখল তার মধ্যে একটা উত্তেজনা সঞ্চারিত হয়ে উঠছে।

"হয়ত ওরা ঠিক।" শীতল যেন এতক্ষণে শমির উপর প্রতিশোধ নিচ্ছে।

শমি শীতলের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাইল। তারপর মুখ টিপে হাসল। "সিগারেট?"

শীতল এবার অতি সহজে শমির প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিয়ে মুখে দিল। তারপর শমির দিকে ঝুঁকে লাইটার থেকে সিগারেট ধরাল। "থ্যাংকস।" শমি নিজেও একটা সিগারেট ধরিয়ে হাসল।

শমি বলল, "আপনারা পুরুষরা সব এক জাতের। এ বানচ অফ হিপোক্রিটস।"

এবার শীতল হাসল। "পুরুষ সম্পর্কে আপনার বিরূপতা অকারণ নয় তা জানি।" এ কোন শীতল কথা কইছে। শীতলের নিজেরই অবাক লাগল। শমির ক্ষমতা আছে।

"কচু জানেন।" শমি তিক্তভাবে হাসল। "আপনারা আঘাত করতে ওস্তাদ। পিনটু কি জানতে চাইছিল জানেন?"

শীতল শুধু সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল। সে উত্তরটা শুনতে চাইছে। শীতলের নিস্পৃহতার খোলস ছেড়ে এক কৌতূহলী শীতল

ক্রমশ জেগে উঠছে।

"কী, আপনার জানতে ইচ্ছে হচ্ছে না?" শমির কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

শীতল শান্তভাবে বলল, "হ্যাঁ, হচ্ছে।"

"আপনি যুধিষ্ঠির।" শমির স্বরে স্বাভাবিকতা ফিরে এল, "অথবা গভীর জলের মাছ।"

শীতল হেসে ফেলল। "আপনার শাস্ত্রজ্ঞান অসাধারণ।"

এবার শমির হাসার পালা। শমি বলল, "পিনটু জানতে চাইছিল, আপনার সঙ্গে আমার গোপন অ্যাফেয়ার কতদিনের?"

শীতল আবার হাসল।

"হাসছেন যে।"

"অত্যন্ত সাধারণ প্রশ্ন। অরিজিনালিটি কিচ্ছু নেই। এই প্রশ্ন আমার এক কেরানী কলিগও আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন। তিনি এক্‌জিকিউটিভদের চাইতে অনেক কম বেতন পান। কিন্তু কল্পনাশক্তি দুজনেরই সমান। এতে কী প্রমাণিত হয়?"

শমি রীতিমত অবাক হল। ফ্যালফ্যাল করে সে চেয়ে রইল শীতলের দিকে।

শীতল নিশ্চিন্ত মনে সিগারেটে টান দিল। তারপর বলল, "সিগারেটটার প্রতি দয়া করে অবিচার করবেন না, ওটা নিবে যাবে।"

শমি বলল, "থ্যাংকস।" সে সিগারেটের গোল গোল ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। বলল, "কী প্রমাণিত হয়?"

শীতল বলল, "আমার কেরানী বন্ধুটির আই কিউ আপনার একজিকিউটিভ বন্ধুর আই কিউ-এর চাইতে কোনও অংশে কম নয়।"

"আসলে ওরা সন্ত্রস্ত। রীতিমত স্কেয়ারড।" শমি বলল। "আপনি

ওদের কাছে ডার্ক হর্স।"

"অর্থাৎ অজ্ঞাতকুলশীল।"

"আপনার কিছুই ওরা জানে না। আপনি ওদের সমাজের কেউ না।"

"অর্থাৎ সাদা কাক।"

"কী বললেন, সাদা কাক?"

শীতল বলল, "এক রকম কাক আছে। রং একটু সাদা। অ্যালবিনো। ছেলেবেলায় একবার দেখেছিলাম। কোত্থেকে অমনি একটা সাদা কাক আমাদের একটা আমগাছে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। অন্য কাকেরা তাকে দেখা মাত্র ঠোকরাতে আরম্ভ করল।"

"আচ্ছা। তারপর কী হল?" শমি যেন রূপকথা শুনছে।

"সাদা কাকটাকে ঠুকরে ঠুকরে শেষ করে দিল কালোরা।"

"কাকগুলো বড় নিষ্ঠুর।"

"কেই বা কম? মানুষ কি কম নিষ্ঠুর?"

"তা যা বলেছেন। যাকে সহজে বুঝতে পারা যায় না, যে একটু অন্যরকম, মানুষও তার পিছনে লাগে, তাকে ঠোকরায়।" শমিতা ম্লান হাসল।

শীতল বলল, "এ অফিসে আপনিও তো একটা সাদা কাক।"

"এই প্রফেশনেও আমরা মেয়েরা সাদা কাক। প্রতি পদে তাই পুরুষেরা ঠোকরাবার চেষ্টা করে। ভিতরেও বাইরেও।" শমি তার সিগারেটটাকে দুটো আঙুলের ডগায় চেপে ঘোরাতে লাগল। ছোট করে ছাঁটা চুলের পশ্চাদপটের উপর ভেসে থাকা শমির মুখটাকে যথেষ্ট ক্লান্ত এবং বিষণ্ণ দেখাতে লাগল।

শীতলও বিষণ্ণ বোধ করতে লাগল।

শমি বলল, "আমি অনেকের চাইতে বেশী বিজনেস আনি। তার জন্য যথেষ্ট মাথা খাটাতে হয়। পরিশ্রমও হয় প্রচুর। কিন্তু বেনিফিট দেবার বেলায় পুরুষের সমান সম্মান তো দেওয়া হয় না। হোয়াই দিস ডাবল স্ট্যানডারড? কারণ আমি মেয়ে। আবার দেখুন, আমি আপনি দুজনেই অতিরিক্ত বিজনেস এনে দিয়েছি। কোম্পানি বোনাস দিল দুজনকেই। কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে ওটা ছিল আপনার প্রাপ্য। আর আমার ক্ষেত্রে আমি পেলাম কোম্পানি অর্থাৎ বস্‌-এর ফেভার। চমৎকার ব্যাপার।"

শমি আধ খাওয়া সিগারেটটা ছাইদানে গুঁজে আরেকটা নতুন ধরাল। "পিনটুর কথায় আমি কেয়ার করিনে। আই নো হিম। হি ইজ মীন অ্যাণ্ড ডারটি। জিতু, আমার ফরমার হাজব্যানড, জিতুর ও খুব ক্লোজ আমি তাও জানি।"

শমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। "কিন্তু মেয়েদের সম্পর্কে সকলের বিচারই তো এই। এই যেমন আজ আপনার প্রমোশন অফিস সুদ্ধ লোকের রসনাকে ফ্রি রাইড দিয়েছে, তেমনি আমার ব্যাপারেও হত। আমার উন্নতির উৎস নিতান্তই যে আমার মাথা, এই সত্য পুরুষদের ব্যাপারে গ্রাহ্য হলেও মেয়েদের ব্যাপারে নয়।"

"আমার সাফল্যের উৎস," শমি হিংস্রভাবে হাসল, "আমার অ্যানাটমির ঊর্ধ্বদেশে নয় তার বিপরীত প্রান্তে, এই হচ্ছে ওদের দৃঢ় বিশ্বাস। আমার ক্ষেত্রে এই হিসাব সহজে মেলানো যায়, কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে?"

শমি বেশ তারিয়ে তারিয়ে হাসতে লাগল। "ওদের কী সমস্যায় আপনি ফেলেছেন, ভাবুন।"

"আমি," শীতল দেখল ওদের দুর্দশায় সেও শমির মত উল্লাস বোধ করতে শুরু করেছে, "ওদের এত উদ্বেগের কারণ হয়ে ওঠার জন্য খুবই লজ্জিত। কিন্তু—"

শীতলের কথার ধরনে শমির ক্ষোভ খানিকটা প্রশমিত হল। সে শীতলের দিকে প্রসন্ন চোখে চেয়ে রইল।

"ওদের হিসেব মেলাবার সুবিধের জন্য," শীতল গম্ভীরভাবে বলল, "আমি আমার অ্যানাটমি তো এখন বদল করতে পারব না। তাই ইচ্ছে থাকলেও ওদের বাধিত করতে পারলাম না।"

"ইউ আর দ্য লিমিট।" শমি দারুণভাবে হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে সিগারেট এগিয়ে দিল।

"আবার সিগারেট?"

"এটা বোনাস।"

"প্রাপ্য হিসাবে পাচ্ছি, না এটা ফেভার হিসাবে পাচ্ছি?"

"ইউ হ্যাভ আরনড ইট।"

"থ্যাংকস।"

"ইউ আর ওয়েলকাম।"

শীতল এবার হাসল। "কত সিগারেট আপনি খান?"

শমি বলল, "ওরা যাই বলুক শীতল, আপনি কখনোই ফ্লপ হবেন না। আপনার চেহারা যাই বলুক ইউ হ্যাভ ট্যালেনটস।"

শীতল হাসল। শমির প্রশংসা তার ভাল লাগল। কোনও মেয়ে আজ পর্যন্ত তার সঙ্গে এইভাবে খোলাখুলি কথা বলেনি। না, করবী তো নয়ই। তাছাড়া যে অভিজ্ঞতার থেকে এই ধরনের পরিণতি আসে, সেই অভিজ্ঞতা করবীর নেই। তাজ্জবের কথা, শীতল শমির প্রতি আকৃষ্ট বোধ করছে। নিতান্ত এক শারীরিক আকর্ষণ। শীতল

সতর্ক থাকবার চেষ্টা করতে লাগল।

শমি বলল, "উই উইল মেক এ গুড পেয়ার।"

শীতলের হঠাৎ খেয়াল হল একটা ছোট্ট ঘরে শুধু সে আর শমি। এবং খেয়াল হওয়া মাত্র তার শরীরটা শিরশির করতে লাগল। করবী তো এমন অনুভূতি তার শরীরে কখনও জাগাতে পারেনি।

"মেড ফর ইচ আদার?" শীতল অতি কষ্টে কথাটা ছুঁড়ে দিতে পারল। শুধু সে আর শমি।

"আপনার অ্যাড্ সেন্স একেবারে সহজাত, শীতল।" শমি উত্তেজিত হয়ে বলল। "আপনি অ্যাড্-ম্যান হবার জন্যই জন্মেছেন।"

শীতলের পঁয়তাল্লিশ বছরের উপোসী শরীরে ক্ষুধার প্রবল জোয়ার এসে গেল।

"উই আর মেড ফর ইচ আদার।" শমি শীতলের দিকে একটু ঝুঁকে হাসল।

শীতল আর শমির মাঝখানে একটা মাত্র টেবিল।

শমি বলল, "আমার কিন্তু একটুও সন্দেহ নেই।"

জোয়ারের প্রবল টানে শমির দিকে ভেসে গেল শীতল।

"কিন্তু যাই বলুন, আপনি কিন্তু খুব ডিসেপটিভ। উপরটা এত সাদামাটা—"

শমির হাত দুটো বড়ই লোভনীয়। কী হয়, যদি ধরি?

"একেবারে ডাল। জাত কেরানী।"

শমির কথা কোন দূর থেকে শীতলের কানে ভেসে এল। শমির শরীরটা শীতলের একেবারে মুঠোর মধ্যে। শমির সর্বশরীর একযোগে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে তাকে।

"আপনি কী ভাবছেন, বোঝে কার সাধ্য।"

শমি, তুমি আমার।

কে আপত্তি করেছে?

শমি শমি আমি তোমাকে চাই।

ইউ আর ওয়েলকাম।

জোয়ারের ধাক্কায় ধাক্কায় শমির উপর আছড়ে পড়ছে শীতল।

শমি হাসছে তার একেবারে মুখের উপর। দূর থেকে আরও দূর থেকে শমির কথা কানে আসছে শীতলের।

"কিন্তু আপনার ভিতরে আছে একটা ডাইনামো।"

শীতল উঠে দাঁড়াল, শমি উঠে দাঁড়াল।

শীতল শমির মুখ থেকে সিগারেটটা যত্ন করে নিয়ে নিল। অ্যাশট্রেতে রাখল সেটা।

জোয়ার, জোয়ার, প্রবল জোয়ার শীতলের শরীরে গর্জন করছে। শমি শমি শমি।

"কী আমি ভুল বলছি শীতল?"

শীতল কোনও কথা না বলে শমির শরীরটা দুহাতে তুলে নিল।

এখানে নয় এখানে নয় শীতল, প্লিজ, বিছানা পাশের ঘরে। পাশের ঘরে।

"কী, আমার বকবকানিতে ঘুমিয়ে পড়লেন না কি?" শমি হাসল। "হ্যাভ অ্যানাদার সিগারেট।"

শীতল ঠক করে মাটিতে নেমে এল যেন। তার হঠাৎ উন্মাদনা থিতিয়ে এল। নিজের মনের পরিচয় পেয়ে সে ধিক্কার দিল নিজেকে। শমি ডাইভোরসি না হলে তার সম্পর্কে এমন কথা ভাবতে পারত শীতল? নিজেকে খুব ছোট মনে হতে লাগল তার। সেও তাহলে মীন অ্যানড ডারটি।

"নাঃ আর সিগারেট নয়।" শীতল ক্লান্তভাবে বলল। "আমি এত সিগারেট খাই না।"

"বেশ, তবে আমিই ধরাই। কী এত ভাবছিলেন?" শমি সরলভাবে বলল। "ঐ সব ইতরদের কথা?" সিগারেট ধরাল শমি। "আমি ইমিউনড হয়ে গিয়েছি। বদনামে আমি আর ডরাই নে। আপনারও সয়ে যাবে।"

শীতল কি একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল।

"ওদের টারগেট আপাতত আমি নই, এখন আপনি। আপনাকে ওরা ঠিক প্লেস করতে পারছে না।" শমি সিগারেট টানতে লাগল। "দিন কতক জ্বালাবে ওরা।"

"ওসব আমার ওব্যেস আছে।" শীতল আন্তরিকভাবে বলল। "আমার মায়ের সম্পর্কেও বদনাম রটেছিল।" কথাটা বলেই শীতল চমকে উঠল। যে কথা সে কাউকে বলেনি, সেকথা সে শমিকে বলতে গেল কেন? এটা যে সে বলে ফেলবে তাও তো সে ভাবেনি। শীতল বিস্মিত হল। শীতল তার মার মুখটা মনে করার চেষ্টা করল। রুবি আর করবীর মুখের সঙ্গে মিশাল দেওয়া একটা ছায়া-ছায়া মুখ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

শীতল বলল, "ছোটবেলা থেকেই বদনাম আমার সঙ্গের সাথী। আপনাকে সেটা বোঝাবার জন্যই কথাটা বললাম। ভাববেন না শো অফ করছি।"

শমি তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "সরি শীতল। আমি যদি আপনাকে আঘাত দিয়ে থাকি, আমি দুঃখিত।"

"না না, এতে দুঃখ প্রকাশের কিছু নেই।" শীতল বলল। "কথায় কথায় আমি কিছু মনেও করিনে। আমার বয়েসের কথাটা ভুলবেন

না। পঁয়তাল্লিশ পেরিয়ে গিয়েছি। আমাদের দেশে নতুন করে কোনও কিছু শুরু করার বয়েস এটা নয়।”

“বস্ তো বললেন, ইউ লুক ইয়ং।” শমি শীতলকে একটু উৎসাহ দিতে চাইল।

“বস্-এর কথা রাখুন। কথাটা বস্‌কে বলছিনে, আপনাকে বলছি।” শীতলের নিজের কানেই আওয়াজটা একটু কড়া শোনাল। সে লজ্জিত হয়ে সুর নামাল, “আপনি আমার সম্পর্কে কোনও ইলিউশন রাখবেন না। আমি আপনাকে বোঝাতে চাইছি শমি যে আপনি বা আমি আমাদের যে-সব সহকর্মীর কথা উল্লেখ করলাম আমি তাদের কারো চাইতে উন্নত নই। ওদের কারও চাইতে আমার মন কম ডারটি নয়। যা সত্য তাই বলছি। আমি বলতে চাইছি আমরা সবাই সাধারণ মানুষ শমি। আমাদের ভাল খারাপের মধ্যে ফারাকটা অল্পই।”

“আপনি ওদের চেনেন না শীতল।”

শমিকে সে থামিয়ে দিল।

“আমরা কেই বা কাকে চিনি।” শীতল বলল। “জব্‌সনই কি চিনিয়ে দিতে পারে?”

“বস্‌কে কথাটা বলে দেখুন, বলবেন নিশ্চয়ই পারে।”

“আপনি কি বলেন?”

“দেখুন কিছু একটা পদ্ধতি যদি ওরা নাই-ই জানবে—”

“উত্তরটা আপনি আপনার বস্‌কে দিচ্ছেন না শমি। দিচ্ছেন আপনার এক কলিগকে।”

“আমি জানিনে।” শমি বিপন্ন হয়ে বলল। “সত্যিই জানিনে। অনেসট।”

শীতলের মুখের দিকে শমি চেয়ে থাকল। শীতল ওর কথা বিশ্বাস করল কিনা তা বুঝতে পারল না শমি।

শীতল শমির দিকে চেয়ে একটু হাসল। "মানুষকে আমরা কেউই ভাল জানিনে। আমাদের ধা 'ণা যে আমরা জানি।"

"আপনি বড্ড সিনিক শীতল।" শা়ি রায় দিল।

"সিনিক?" শীতল বলল। "কী জানি, হবে।" সে প্রসঙ্গ পালটাল। "আপনি পিনটুর প্রসঙ্গ তুলে বলেছিলেন, আমার সম্পর্কে পিনটু আপনাকে যা বলেছিল তা আমার জানতে ইচ্ছে করছে কিনা? তাই না?"

শমি বুঝতে পারল না শীতল এখন ও কথা তুলছে কেন? সে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। বলল, "হ্যাঁ।"

"আমি বলেছিলাম, হ্যাঁ হচ্ছে। সত্যি কথাই বলেছিলাম।"

"হ্যাঁ তা বলেছিলেন।" শমির অস্বস্তি বাড়তে লাগল। শীতল কোথায় যেতে চাইছে ·

"তাতে আপনি আমাকে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন।"

"আমার অন্যায় হয়েছিল।" শমি তাড়াতাড়ি বলে উঠল। "আমি অ্যাপলজি চাইছি।" শমি সত্যিই খুব দুঃখিত।

"আরে ছি ছি," শীতল সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। "আমি তার জন্য আপনাকে আদৌ দোষী করছি নে। কথাটা অন্য কারণে তুলছি। শুনুন আগে।"

শীতল হাসল। এবং শমি শীতলের হাসিতে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হল।

শীতল বলল, "আমি আপনাকে বলেছিলাম, আমার মায়ের নামে বদনাম ছিল। তাই না?"

শমি আবার অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। শীতলকে এখন সে বুঝতে পারছে না।

"হ্যাঁ।" শমি শঙ্কিত হয়ে উঠছে। এবার কী বলবে শীতল ? শমি তার স্নায়ুর উপর প্রচণ্ড চাপ অনুভব করল। সে সিগারেট ধরাতে গিয়ে দেখল প্যাকেট খালি। অভ্যাস বশে বেল টিপে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বেয়ারা এল।

শমি মোলায়েম করে বলল, "ভাই এক প্যাকেট সিগারেট এনে দাও। প্লিজ্।"

বেয়ারার উপস্থিতি শীতলকে যেন ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দিল। সে আর শমি ছাড়া এ জগতে আরও লোক যে আছে সে-বিষয়ে সে যেন এই প্রথম অবহিত হল। শীতল অন্যমনস্ক হয়ে গেল। শমি ওকে সতর্কভাবে লক্ষ্য করছে।

শীতল অতর্কিতে জিজ্ঞেস করল, "ব্যাপারটা জানবার ইচ্ছে আপনার হয়নি ?"

হঠাৎ সমস্ত রক্ত শমির মুখে উঠে গেল। শীতল ওর কোনও গোপন পাপ যেন ধরে ফেলেছে। ঝপ করে আলো নিবে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শমির দেওয়ালে বসানো বাতিটা থেকে এক ঝলক আলো লাফিয়ে পড়ল শমির টেবিলে। তার মুখের এক পাশে। তার চুলে।

শমি বলে উঠল, "কটা বাজল ?" তারপর ঘড়িটা দেখে বলল, "ঠিক পাঁচ। ঘড়ি মেলাতে খুব সুবিধে।"

বেয়ারা সিগারেট নিয়ে ঢুকল। শমির টেবিলে সিগারেট রেখে দুজনের দিকে একবার চাইল। একটু ইতস্তত করল। তারপর বলল, "দিদি ছুটি হয়ে গেল। আপনারা কি থাকবেন ?"

শমি বলল, "হ্যাঁ। তুমি চলে যাও।"

বেয়ারা বলল, "তাহলে আমি জগদীশকে বলে যাচ্ছি। চাবি ওর কাছে থাকবে।"

ব্যাপারটা শীতলের কাছে একেবারে নতুন লাগছে। তার পুরনো টেবিলে মোমবাতি আসত। চোখে আলো লাগছিল। চেয়ার টেনে একটু সরে বসল। দেওয়ালে শমির ছায়া পড়েছে। গোটা পরিবেশ-টাই শীতলের চোখে বদলে গেল। এ তার এতদিনের পরিচিত জগত নয়। একটা আনকোরা নতুন কোনও দুনিয়ায়, এক অবাস্তবতার মধ্যে সে ঢুকে পড়েছে। সে যেন থিয়েটার দেখছে। হ্যাঁ ঠিক, থিয়েটারই বটে।

"হ্যালো, শমি।" দরজা ঠেলে মিঃ মজুমদারের প্রবেশ। "তারপর কি রকম চলছে?"

"প্রশান্ত", শমি বলল, "আমাদের নতুন কলিগ শীতল।"

"ও হ্যাললো। আমি মজুমদার। অভিনন্দন অভিনন্দন মিঃ—"

শীতল বলল, "সরকার। ধন্যবাদ।"

শমি শীতলের দিকে চাইল। ওর আবছা মুখের কোনও ভাবান্তর শমির চোখে ধরা পড়ল না।

"হ্যালো শমি—" দত্তগুপ্তের প্রবেশ।

"চলি শমি। মিঃ সরকার। বা-ই!" মজুমদারের প্রস্থান।

"হ্যালো সরকার।" দত্তগুপ্তের সংলাপ। "আমি দত্তগুপ্ত! কাল চেনা পরিচয় হবে। অবিশ্যি শমি যদি অ্যালাউ করে।"

"হোয়াট ডু ইউ মিন?" শমির সংলাপ। "শীতল আমাদের সহকর্মী, আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়।"

"তাই না কি? যাক আশ্বস্ত হওয়া গেল!" দত্তগুপ্ত শীতলকে বলল, "আপনি চাঁদকপালে লোক মশাই।"

"হ্যালো লাভ," পিনটু মিত্তিরের প্রবেশ।

"বা-ই।" দত্তগুপ্তের প্রস্থান।

"শমি আর ইউ ফ্রি দিস ইভনিং ?" পিনটুর সংলাপ।

"না। সরি।" শমির কণ্ঠে কিঞ্চিৎ ঝাঁঝ ফুটল।

"তুমি কতক্ষণ ব্যস্ত থাকবে ? ক্যান উই মিট ইন দি লেট ইভনিং ?" পিনটু স্মারট হবার চেষ্টা করছে।

"না। তোমার সঙ্গে আমার কখনও লেট ইভনিং-এ দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে ?" শমির ভঙ্গি আক্রমণাত্মক।

"হোয়াই আর ইউ সো অ্যাগ্রেসিভ টুডে ?" পিনটু কিঞ্চিৎ পিছু হঠল। "কোনও দিন না হলেও আজ হতে দোষ কি ?"

"লেট ইভনিং-এ কারও সঙ্গে মিট করা আমার পেশা নয়। যাদের পেশা ইউ নো প্লেনটি অফ দেম।" শমি বলল।

"শমি শমি প্লিজ তোমার হল কি আজ ?" পিনটু আফসোস করল। "ইউ আর ব্রেকিং মাই হারট, লাভ ?"

"তাহলে যাও", শমি এবার হাসল, "গঙ্গায় গিয়ে ঝাঁপ দাও গিয়ে। প্লিজ পিনটু ডোনট বি এ পেস্ট।"

"ইউ হ্যাভ নো রাইট টু ইনসালট্ মি লাইক দ্যাট্।" পিনটু এবার রেগে গেল।

"নাইদার হ্যাভ ইউ।" শমি বদলা নিল। "আমি শীতলকে বলেছি সে-কথা। শুনে তোমার আই কিউ সম্পর্কে শীতলের পুওর ধারণা হয়েছে।

"কে শীতল ? কী বলেছ তাকে ?" পিনটু শমির দিকে প্রায় তেড়ে গেল।

শীতল বলল, "আজ্ঞে আমিই শীতল।"

পিনটু ওর দিকে চাইল। যেন এই প্রথম ওকে দেখছে।

শীতল বলল, "শমি বলছিলেন আপনি আমার আর শমির মধ্যে গোপন প্রণয়, শমি যাকে বলেছিলেন অ্যাফেয়ার, কতদিন ধরে চলছে সেটা জানবার জন্য খুব কৌতূহল প্রকাশ করেছিলেন। ঠিক এই ব্যাপার আমার পূর্বতন ডিপারটমেনটের এক কলিগও খুব ফ্রেনডলি ওয়েতে আমাকে আজ সকালে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তাই আমি শমিকে বলেছিলাম এক একজিকিউটিভের কল্পনার দৌড় যদি এক কেরানীর কল্পনার দৌড়ের সমান হয় তাহলে সেই একজিকিউটিভ একজন কেরানীর চাইতে বেশী বেতন পান কিসের জোরে?"

শমি খিল খিল করে হেসে ওর অপমানের জ্বালা ধুয়ে ফেলতে লাগল।

তারপর শমি আবদার করল, "পিনটু ইউ শুড ট্রাই টু শারপেন ইওর ইনটেলিজেনস বিফোর ইট ইজ টু লেট।" তারপর গলায় আরও একটু আদর মিশিয়ে বলল, "ওনট ইউ ডু ইট ল-অ-ভ।"

পিনটু একবার শমির দিকে একবার শীতলের দিকে কড়া নজরে চেয়ে দাঁতে দাঁত চিপে বলল, "হাউ ডেয়ার ইউ—"

তারপর দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেল।

শমি গলার স্বর চিকন করে টেনে টেনে বলল, "বাই, সি ইউ টুমরো ল-অ-ভ্!"

আর কেউ ঢোকেনি। এখন আবার ওরা দুজন। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর ওরা আততায়ীদের আক্রমণ প্রতিহত করতে পেরেছে। এখন ওরা পরিশ্রমে কাতর। নিঃশব্দে ওরা ওদের ক্ষতস্থান যেন চেটে চলেছে। ওদের দুজনের মুখেই সিগারেট। শীতল চেয়ে আছে শমির দিকে।

শমির মুখের একপাশে আলো অন্যপাশে ছায়া। অদ্ভুত রহস্যময় মনে হচ্ছে তাকে। শীতলের মনে শমি সম্পর্কে একটা সহানুভূতির ভাব জেগে উঠছে।

শমিই নীরবতা ভাঙ্গল। "ওদের কথা ভাবছেন?"

"না।" শীতল সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে বলল, "ভাবছি সাদা কাকের কথা।"

"সাদা কাক?" মুহূর্তে বিভ্রান্ত হল শমি। পরক্ষণেই তার মনে পড়ল। "ও সেই কাকটার কথা?"

"আমি দুটো কাকের কথা ভাবছি।" শীতলের স্বরে বিষণ্ণতা ঝরে পড়ল। বলল, "কাকের দলে যারা একটু অন্যরকম।"

শমি এবার শীতলের মুখের দিকে সরাসরি চাইল। শীতল একাগ্র-চিত্তে তার সিগারেটের দিকে চেয়ে আছে। একটা হালকা ধোঁয়া উপরে উঠছে। শমি বলল, "দুটো কাক। একটা মেয়ে আর একটার পেডিগ্রি নেই।"

শীতল যেন আপন মনেই কথা বলছে, "এতক্ষণে একটা হিসেব পাওয়া গেল।"

শীতলের সিগারেট থেকে ধোঁয়া উঠছে।

"কিছুতেই হিসেবটা মিলছিল না।" শীতলের স্বর ক্রমেই উদাস, ক্রমেই নিচু হয়ে আসছে।

শীতল যেন তার আঙ্গুলের ফাঁকে ধরা সিগারেটের ধোঁয়াকেই তার কথা শোনাচ্ছে।"

"কিসের হিসেব?" শমিও আস্তে কথাটা বলল।

শীতলের সিগারেটের ধোঁয়া কমে আসছে। শীতল সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়াটাকে উস্কে দিল।

এবং সেইদিকে চোখ রেখে বলল, "আমার মায়ের সম্পর্কে আপনাকে একটা কথা বলেছিলাম।"

শমি এবার অস্বস্তি বোধ করছে। বার বার ঘুরে ফিরে এই কথাটা তুলছে কেন সে ?

শীতল তার মায়ের মুখটা আবার মনে আনতে চেষ্টা করল। সিগারেটের ধোঁয়ার আড়াল থেকেই যেন তার মায়ের মুখটা বেরিয়ে আসবে।

শীতল আত্মগতভাবে বলল, "ওটা আমার গোপন কথা।"

আধো-আলো আধো-ছায়া দিয়ে গড়া শমির মুখ নারভাস হয়ে উঠেছে। অস্বস্তি চাপতে সে একটা নতুন সিগারেট ধরাল। লাইটারের আলো ফস করে জ্বলে উঠতেই শীতলের চোখে তার মায়ের মুখটা এক লহমায় ভেসে উঠল। এবং তার মায়ের মুখের সঙ্গে এবার শমির ছায়া দিয়ে ঢাকা মুখটার বেশ একটা মিল দেখতে পেল শীতল। এবং এই মুখটাকেই তার মায়ের আসল মুখ বলে মনে হতে লাগল তার।

শীতল বলছে, "কখনোই এ কথা কাউকে বলিনি। আজ হঠাৎ আপনাকে বলে ফেললাম।"

শীতলের মুখ থেকে এমন একটা আন্তরিক স্বীকারোক্তি শমির অস্বস্তি বাড়িয়ে দিল। তার সারা শরীরে শীতলের কথাটা শিরশির করে ঘুরে বেড়াতে লাগল। শমির মনে অস্থিরতা জেগে উঠল। শীতল যেভাবে কথা বলছে যাতে তাকে বিশ্বাস না করে পারছে না শমি। কিন্তু পুরুষের কথা বিশ্বাস করার পরিণাম কী মারাত্মক হতে পারে, জিতু তা তাকে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিয়েছে। শীতলকে যদি জিতু পিনটুর শ্রেণীতে ফেলতে পারত শমি তাহলে সে স্বস্তি পেত। শীতল

ধূর্ত, গভীর জলের মাছ, হয়ত আরও বেশি শয়তান, শমি তার আত্ম-রক্ষার জন্য এই সিদ্ধান্তে পৌঁছুবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু শীতলের চোখে তার চোখ যখনই পড়েছে তখনই শমি শীতলের গভীর চোখের ভাষা বুঝতে পেরেছে। হাওয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করে লাভ নেই শমি, শীতলের চোখ দুটো তাকে বলছে এ সত্য এ সত্য। শমিকে শীতল বিচলিত করে তুলেছে।

তবুও শমি হার মানতে চাইল না।

"আপনার আপনজনকেও এ কথা বলেননি?" শমি খোঁচা দিতে চাইল। পারল না।

"আপনজন?" শমি এবার মুহূর্তের জন্য শীতলের মুখে একটা বিমূঢ় ভাব দেখতে গেল। পরক্ষণেই সেটা মিলিয়ে গেল। শীতল বলল, "না, কাউকেই কোনও দিন বলিনি। আপনাকেও বলতে চাইনি। কিন্তু হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। আশ্চর্য।"

"সত্যিই আশ্চর্য।" শমি আন্তরিকভাবেই বলল। "কিন্তু কেন এমন হল?"

"আপনাকে কথাটা বলা ইস্তক তো এই প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজ-ছিলাম।" শীতল শান্তভাবে বলল। তার সিগারেট পুড়তে পুড়তে আঙ্গুলের ডগার কাছে এসে গিয়েছে। সে ছাইদানে সেটা গুঁজতে গুঁজতে বলল, "উত্তর পেয়ে গিয়েছি।" শীতল শমির দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। হাসল।

বলল, "দুটো সাদা কাক এই ধাঁধাটার উত্তর মিলিয়ে দিয়েছে। কে যে কখন কার মধ্যে মনের মানুষ খুঁজে পায় শমি সে বোধ হয় নিজেও জানে না। আমরা কত অসহায়।"

শান্ত ভাবে বলা শীতলের এই সরল উক্তি শমির বুকের ভিতর

তোলপাড় ঘটিয়ে দিল। বুকের অসহ্য ভারটা বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করল। শীতল দেখল শমির যে চোখে আলো পড়েছে সেটা চিকচিক করতে লেগেছে। সে শমিকে অপ্রস্তুত করতে চাইল না। ওকে সামলে নেবার সময় দেবার জন্য মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে একটা সিগারেট ধরাল।

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর শীতল বলে উঠল, "এখন যত ভাবছি মায়ের কথা ততই মনে হচ্ছে শমি, আমার মা আমার মাও বোধ হয় একটা সাদা কাক ছিলেন।"

"বোধ হয় নয় শীতল, আমি জানি আমি ডেফিনিট আপনার মাও সাদা কাকই ছিলেন।" শমি যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার স্বর বেশ ভারি হয়ে উঠেছে।

শীতল শমির এই আকস্মিক আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে চমকে উঠল।

"কী করে এত নিশ্চিত হলেন?" শীতলের স্বরে বিস্ময়।

"আমাকে দিয়েই বুঝেছি।" শমি নিঃসংশয়ে কথাটা উচ্চারণ করল।

"তাই হবে।" শীতল বলতে লাগল, "আমার মা বিধবা হবার পর একমাত্র নাবালক ছেলের হাত ধরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন তাকে নিজের মত করে মানুষ করবেন বলে। শুধু খোরপোষ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবার লোক ছিলেন না তিনি। তিনি স্বাধীন হতে চেয়েছিলেন। বাবার একটা বাড়ি ছিল সাহেব পাড়ায়। তার অধিকার চেয়েছিলেন। লেখাপড়া বিশেষ জানতেন না। ভাল সেলাই জানতেন। যতদিন বেঁচেছিলেন নিজের রোজগারে ছেলেকে ভাল ইস্কুলে পড়িয়েছেন। হাইকোরটে মামলা চালিয়েছেন বাবার বন্ধু আমাদের উকিল কাকার সহায়তায়। মায়ের বয়স কম ছিল। রূপসী ছিলেন। বদনাম রটান সহজ ছিল।"

শমি বাধা দিয়ে বলল, "পিনটুরা আমাকে বস্-এর কংকুবাইন বলে।"

শমির চোখ জ্বলজ্বল করছে।

"আমার উকিল কাকাই এই রটনা ছড়াতে সাহায্য করেছিলেন।"

শীতলের চোখে মুখে কোনও ভাবান্তর নেই। সে যেন ইতিহাসের পাঠ্য থেকে একটা অংশ আউড়ে যাচ্ছে।

"তাঁর ইনটারেসট ছিল। তিনি মাকে বিট্রে করে কাকাদের জিততে সাহায্য করেছিলেন।"

শীতল হঠাৎ এ কাহিনীর ছেদ টেনে দিয়ে নিঃশব্দে সিগারেট টানতে লাগল।

শমি শীতলের এই আচরণে একটা ধাক্কা খেল। সেও চুপ করে রইল। কিন্তু এখন এই হঠাৎ স্তব্ধতা তাকে পীড়িত করে তুলল। সে হাঁফিয়ে উঠল। এই নীরবতা যেন তার গলা টিপে ধরল। মুক্তিলাভের জন্য সে ছটফট করতে লাগল।

একটু ইতস্তত করে শমি বলল, "আপনার মাকে আপনি খুব ভালবাসেন, না?"

"কী জানি?" শীতল হাসল। "চাকরি হয়ে অবধি তাঁর কথা কখনও মনে পড়েছে বলে তো মনে পড়ে না। আজই বা সে কথা মনে হল কেন, তাও বলতে পারিনে।"

সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে শীতল বলল, "এখন তবে ওঠা যাক?"

শমি ঘড়ি দেখে ব্যস্ত হয়ে বলল, "হ্যাঁ। জগদীশকে ডাকি।"

তিন

১

অন্ধকারে বাড়ি ফিরল শীতল। কিন্তু আজ তেমন ক্লান্ত নয়। রুবি উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করছিল। মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল ভোম্বল কড়া নাড়লেই লাফিয়ে গিয়ে দরজা খুলবে। ভোম্বলকে চমকে দেবে খুব। আর আজ তাকে আদরও করবে খুব।

শীতল কড়া নাড়ল। রুবির বুক টিপটিপ করতে লাগল। একটা প্রবল উত্তেজনায় সে অস্থির হয়ে উঠল। না সে যাবে না। কেন ভোম্বল আসতে পারে না? রুবি শুয়ে রইল। ভোম্বল ঘরে এলেই রুবি তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ভোম্বল মিছিমিছি রাগ করে আছে। কাল কেন ওর ঘরে এল না? তাহলেই তো সব জানতে পারত ভোম্বল। ভোম্বল এমন বোকার মত কাণ্ড করবে এটা বিশ্বাস করতেই কষ্ট হচ্ছে রুবির।

করবী গিয়ে দরজা খুলে দিল। তার হাতে টরচ। শীতল ভিতরে ঢুকে একটু দাঁড়াল। করবী দরজা বন্ধ করে এগিয়ে গেল। শীতল রুবির ঘরের দিকে একবার চেয়ে নিজের ঘরে চলে গেল।

রুবি বুঝতে পারল ভোম্বল তার ঘরের সামনে দাঁড়াল। বেজায় বুক টিপটিপ করছে তার। উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে রুবি। ভোম্বল কী এনেছিস বলে সাড়া দিলেই সে জানে ভোম্বল তক্ষুনি তার ঘরে ঢুকে পড়বে। কিন্তু কই, কাল তো চকোলেট আনতে বলেছিল। ভোম্বল তো তা দেয়নি। রেখে যায়নি তার ঘরে। আজ কলেজ থেকে ফিরে রুবি ভোম্বলের টেবিলের উপরেই তা পড়ে থাকতে দেখেছে। সকালে তাকে ডেকে সেটা দিতে পারত না ভোম্বল? যত

কথা বলার দায় কি তার? ডাকবে না সে ভোম্বলকে। কক্ষনো না কক্ষনো না। রুবি উপুড় হয়ে বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে রইল। ভোম্বলের পায়ের শব্দ রুবির দরজার সামনে থেকে সরে গেল। রুবি ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

করবী রান্না ঘরে যাবার পথে অন্ধকারে শীতলের দরজার কাছে নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল। এই অন্ধকারে বাড়ির স্তব্ধতাটা কেমন ভারি ভারি ঠেকে। করবী ঘরের হ্যারিকেনের আলোয় দেখল দেওয়ালে শীতলের বিরাট ছায়াটা দৈত্যের মত নড়াচড়া করছে। ছায়া-দৈত্য জামা খুলল, গেনজি খুলল, কাপড় ছেড়ে লুঙ্গি পরল। তারপর ছাড়া কাপড়-জামা একপাশে রেখে রোজকার মতই চাপা খুলে গেলাসের জলটা পুরো খেয়ে ফেলল। তারপর রোজকার মতই চেয়ারে বসে একটা সিগারেট ধরাল। গরম লাগে না শীতলের? করবীর মনে পড়ল শীতলকে সে কখনও হাত পাখার বাতাস খেতে দেখেনি। ওর কি গরম লাগে না? না, হাত পাখা চালাতে ক্লান্তি লাগে? করবী কি শীতলকে একটু পাখা করবে? এই প্রথম করবীর শীতলকে একটু যত্ন করতে ইচ্ছে করছিল। পাখাটা নিয়ে এগিয়ে যাবার বাসনাও এক লহমায় তার মনে উদয় হল। পরক্ষণেই করবীর মনে হল কী উদ্ভট কথাই না সে আজ ভাবছে।

শীতল সিগারেটটা শেষ করে হঠাৎ উঠে দাঁড়াতেই করবী আড়াল থেকে স্যাঁৎ করে সরে যেতে গেল।

শীতল বলল, "কে?"

শীতল ভেবেছিল রুবি। তার বুকের রক্ত ছলাৎ করে উঠেছিল। করবী দাঁড়িয়ে গেল।

একটু ইতস্তত করে করবী নিচু স্বরে বলল, "আমি।"

"করবী।" হতাশ হল শীতল। চুপ করে রইল।

করবী জিজ্ঞেস করল, "কিছু লাগবে ?"

"না।" শীতলের বিষণ্ণতা করবীর কান এড়াল না। "চান করব এখন!"

করবী রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল। রুবি আজ না খেয়ে বসে আছে। তিনজনের খাবার সাজাতে লাগল করবী। রুবি হস্টেলে সীট ঠিক করে এসেছে, রবিবারে চলে যাবে, এবং শীতল এ ব্যাপারে কিছুই জানে না, করবীর মুখ থেকে প্রথম শুনল শীতল, রুবির মুখ থেকেও নয়, এতে শীতলের কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। এটা করবী ধরে নিয়েছিল। কিন্তু সেটা যে এত বড় একটা আঘাত হয়ে শীতলের বুকে বাজবে তা বুঝতে পারেনি। করবী শীতলের সেই বিবর্ণ মুখখানা কিছুতেই ভুলতে পারছে না। খবরটা করবীর মুখ থেকে শোনামাত্র শীতলের মুখ থেকে সমস্ত রক্ত যেন কে শুষে নিয়েছিল। সব থেকে ভয় পেয়েছিল করবী শীতলের নিথর চোখ দুটো দেখে। যেন মরা কাতলার চোখ। আজ সারা দিন সেই মরা মাছের স্থির চোখ দুটো করবীকে এই একা বাড়িতে যেন তাড়া করে ফিরেছে। অবিশ্যি শীতল শান্তভাবেই সব মেনে নিয়েছে। ওর কর্তব্যাদি যথা নিয়মে পালন করে গিয়েছে শীতল। সকালে সময় মত উঠেছে, বাজারে গিয়েছে করবীর ফর্দ নিয়ে। ফর্দ মিলিয়ে জিনিস এনেছে। তারপর অফিসে বেরিয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ, পরিবর্তন একটা হয়েছে বই কি। আজ সকালের চা-টা করবীকে করতে হয়েছে। করবী চা নিয়ে শীতলের ঘরে যেতেই শীতল শুধু ওকে এক নজর দেখে নিয়েছিল। একটা কথাও জিজ্ঞেস করেনি। শীতল আর রুবিতে রোজ সকালে হুটোপাটি বাধে। ছেলেমানুষের সঙ্গে ছেলেমানুষী করতে শীতলের আর জুড়ি দেখেনি করবী। শীতল যে

রুবির সমবয়সী নয়, সে যে রুবির চাইতে বয়সে অনেক বড়, এ বোধ রুবির হয়েছে কিনা করবীর সন্দেহ। রুবিকে দিয়ে একদিনও সে শীতলকে তুমি বা আপনি বলাতে পারেনি। রুবি আর শীতল এখন দুজনেই দুজনকে এড়িয়ে চলতে চাইছে। কী করে ওরা পারছে এটা করবীর বুদ্ধির বাইরে।

টেবিলে খাবার সাজিয়ে করবী ভাবল রুবিকে এখন ডাকা দরকার। সে জানে শীতলের আসবার সময় হয়ে গিয়েছে।

রুবি তার বালিশে সমানে মুখ ঘষে চলেছে। আর নিজের মনেই বিড়বিড় করে বকছে। ভাল হচ্ছে না ভোম্বল। তুই আমাকে ভালবাসিস নে, একটুও না। সে আমি বুঝে গিয়েছি। বেশ। আমি তো চলে যাব পরশু। আর আসব না। আপদের শান্তি হবে। তখন তোরা মনের সুখে থাকিস এ বাড়িতে। তুই আমাকে শুধু শুধু কষ্ট দিচ্ছিস ভোম্বল। আমার কিছু হয়ে গেলে তুই-ই পস্তাবি। আমি কিন্তু সাংঘাতিক কিছু করে ফেলতে পারি। যারা মেডিকেল পড়ে তারা অনেক কিছু জানে। যার সম্পর্কে তোর কোনোই ধারণা নেই ভোম্বল। মানুষের কত রকমে মৃত্যু হয় আমরা তা জানি জানিস। কত রকমের বিষ, কত রকমের ঘুমের ওষুধ। ঘুমের আগে খেয়ে শোও, আর সে ঘুম ভাঙবে না। কিংবা বিষ নাই বা হল, ঘুমের ওষুধ নাই বা হল, স্রেফ একটা সিরিনজ, তাই যথেষ্ট জানিস? ভেইনের মধ্যে স্যুঁচ ফুটিয়ে একটা এয়ার বাব্‌ল্‌ পুশ্‌ করে দাও। শেষ।

রুবি ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল। করবী ঘরে ঢুকল। রুবি মাথা তুলল না। সে জানে এ মা। তুমি রুবির চোখ সাত পর্দা কাপড় দিয়ে বন্ধ করে দাও না, ও ঠিক বুঝে ফেলবে, কে মা আর কে ভোম্বল। ওর সর্বশরীরে সে ভোম্বলের উপস্থিতি টের পায়। সেই ভোম্বল ওকে

ভালবাসছে না, ওকে ডাকছে না, ওকে আদর করছে না। রুবির কী যে যন্ত্রণা হচ্ছে তা সে বোঝাতে পারছে না।

করবী ডাকল, "রুবি, খেতে চল।"

"না না না।" রুবির কান্নার বেগ বেড়ে গেল।

"কী ছেলেমানুষী করছ রুবি।" করবী শান্তভাবে বলল, "একবার তুমি ওকে দারুণ কষ্ট দিয়েছ কাল। কথাটা আমাকে দিয়ে না বলিয়ে তুমি নিজে বললেই ভাল করতে। এখন চল, ওকে বল, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"না না না। আমি যাব না।" রুবি নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করছে।

"তুমি খাবে তো?" করবী জিজ্ঞেস করল।

"না খাব না।" রুবির কথা ক্রমশ কঠিন হয়ে আসছে।

"সে কি কথা? সারা বিকেল তুমি নিজে রান্নাবান্না করলে। বললে ও এলে খাবে। এখন বলছ খাব না?" করবী বিমূঢ় হয়ে গেল।

"আমার খেতে ইচ্ছে নেই।"

"কেন শরীর খারাপ?"

"আমাকে বিরক্ত কর না।"

করবী এবার বিপন্ন হয়ে পড়ল। টেবিল সাজিয়েছে তিনজনের। অথচ রুবিই থাকবে না। খাবার সময় রুবি থাকা শীতলের কাছে যে কী তা ভালই জানে করবী। কিন্তু এ মেয়েকে ওঠানো যাবে বলে তো মনে হচ্ছে না।

করবী অসহায়ভাবে বলল, "ও কিন্তু বসে আছে রুবি।"

"বেশ তো থাকুক না বসে। সব কষ্ট আমি একাই ভোগ করব, না?"

"ও কিন্তু খুব দুঃখ পাবে।" করবী মিনতি করল।

"বেশ হবে। ভোম্বল তখন অন্যকে কষ্ট দেবার মজাটা টের পাবে।"

"যে তোমাকে এত ভালবাসে তাকে এমন কষ্ট দেওয়া কি ঠিক?"

"তোমার আবার ভোম্বলের জন্য প্রাণ কাঁদতে শুরু করল কবে থেকে? তা এত যে আজ ওর হয়ে ওকালতি করছ, তা কই আমার দিকটা তো একটুও ভাবছ না। আমাকে যে কষ্ট দিচ্ছে সেটার বুঝি সাতখুন মাফ।"

"চল রুবি, খাবে চল।"

"বলেছি তো খাব না।" শুকনো গলায় রুবি তার অনড় সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল।

"যা ভাল বোঝ কর তোমরা। আমার ভাল লাগছে না।" করবী বেরিয়ে গেল।

ভোম্বল আমি তোর মুখ দেখব না। দরজায় খিল তুলে দিয়ে রুবি বিছানায় এসে উপুড় হয়ে পড়ল। দমকে দমকে কাঁদতে কাঁদতে বলল, না না জীবনে না।

করবী অপরাধীর মত একা ফিরে গেল খাবার টেবিলে। কোনও কথা বলল না। দেখল শীতল শুধু ওর মুখের দিকেই আজ চাইল। রুবির চেয়ারের দিকে ফিরেও চাইল না।

শীতল কিছু জিজ্ঞেস করছে না দেখে অহেতুক এক উদ্বেগ করবী বোধ করতে লাগল।

"শুয়ে পড়েছে। খেতে চাইল না।" করবী কৈফিয়ৎ দিল।

কিন্তু শীতল কিছু জিজ্ঞেস করছে না কেন? করবীর আদৌ ভাল লাগছে না ব্যাপারটা। কেমন ভয় ভয় করছে তার। শীতল কিছু

একটা বললে সে যেন স্বস্তি পায়।

"শরীর টরীর খারাপ হয়েছে বোধ হয়।" করবী করুণভাবে বলল। "আমাকে তো কখনোই কিছু বলতে চায় না। নিজের লোক থাকতে বাইরের লোকের কাছে বলতে যাবেই বা কেন?" পরিবেশটা হাল্কা করার যথাসাধ্য চেষ্টা করল করবী।

খেতে খেতে শীতল মুখ তুলে করবীর দিকে চাইল। যেন করবীর কথাটা ভাল করে তার কানে যায়নি।

"বাইরের লোক!" শীতল প্রশ্ন করল। "কে?"

"কেন আমি।" করবী ঠাট্টা করতে গেল। কিন্তু পারল না। অভিমানে তার স্বর ভারী হয়ে এল। "তোমার আর রুবির মধ্যে কোনোদিনও তো আমার জায়গা হল না।"

করবীর এই ধরনের কথায় শীতল রীতিমত বিস্মিত হল। সে করবীর দিকে চাইল। এ কী। করবীর চোখ দুটো চিকচিক করছে।

গাঢ় স্বরে করবী বলল, "আমাকে তো তোমরা বাইরেই রেখে দিলে।"

শীতল কি কানে ঠিক শুনছে? চোখে ঠিক দেখছে? এত বছর পরে করবী—শীতল মরীচিকা দেখছে না তো? আবার চাইল শীতল।

ততক্ষণে করবী সামলে নিয়েছে? আবার স্বস্থানে ফিরে গিয়েছে। ঢুকে গিয়েছে রুবির মার, অনিলের বিধবার শক্ত খোলসটার ভিতরে। এখন করবী আবার সেই পরিচিত গৃহকর্ত্রী। অসম্ভব সংযত এবং শান্ততার প্রতিমূর্তি। শীতল কি তবে এই বয়সে আবার তার কবিতা লেখার কল্পনা ব্যাধির দ্বারা নতুন করে আক্রান্ত হতে শুরু করেছে। কালও খাবার সময় একবার করবীকে তার খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে দেখেছিল। তার কি হয়েছিল সে আজও জানে না। করবী

যেন উদ্বেগে অধীর হয়ে তার কাছে ছুটে এসেছিল ? এসেছিল কি ? তার কপালে করবী কেন তার হাতের কোমল স্পর্শ রেখেছিল ? সত্যিই কি রেখেছিল ? সে কেন করবীর হাতখানা ধরেছিল ? ধরেছিল কি ? নিশ্চয়ই। না হলে করবীর হাত যে রুবির হাতের মত মোলায়েম এ অনুভূতি তার কোত্থেকে হল। কল্পনা ? মরীচিকা ? সবই মায়ার খেলা ?

শীতল রীতিমত বিভ্রান্ত বোধ করতে লাগল। সে মাথা নিচু করে খেয়ে চলল।

"আজকের রান্না সব রুবি করেছে।" শীতলের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হল না দেখে করবী ক্ষুণ্ণ হল।

"সন্ধেবেলায় বললাম কলেজ থেকে ফিরে কিছু খেলি না, এত কাজ করলি, এখন খেয়ে নে না। বলল এখন নয় এক সঙ্গে খাব।"

শীতলের খাওয়া মাঝপথে থেমে গেল।

"এখন ডাকতে গেলাম বলল খাব না।" করবী বিপন্নভাবে শীতলের দিকে চাইল। শীতল মুখ তুলে তারই দিকে চেয়ে আছে। "আমি ওকে ঠিক বুঝতে পারিনে।"

রুবি না খেয়ে আছে। এ খবর তো জানত না শীতল। আর সে কিনা রুবির রান্না করা জিনিসগুলো গোগ্রাসে গিলে চলেছে। শীতল খুব বিচলিত বোধ করল। সে কি করবে বুঝতে পারল না। বিভ্রান্ত হয়ে করবীর দিকে চাইল।

"এখন তুমি যদি ওকে তুলে আনতে পার।"

এক লাফে উঠে পড়ল শীতল। লম্বা লম্বা পা ফেলে রুবির ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

ভোম্বল এসেছে। নির্ভুলভাবে টের পেল রুবি। প্রবল উত্তেজনা

তার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। সেই সঙ্গে প্রবল কান্না তাকে ভাসিয়ে নিয়ে চলল। বালিশটা আঁকড়ে ধরে সে বাবা বাবা বাবা বলে ডেকে চলল। থর থর থর করে কাঁপছে রুবি। বাবা বাবা বাবা।

ভোম্বল। আমি কোথায়? শীতল চমকে পিছন ফিরে দেখল গাঢ় অন্ধকার। একটা উত্তেজনা তার শরীরে ভর করল। রুবি! ভোম্বল! রুবি! ভোম্বল! রুবি কোথায় তুমি? আমাকে দেখতে পাচ্ছিস নে ভোম্বল? আমি তো তোর কাছে। কাছে। কাছে। কাছে।

থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে বাঁ হাত দিয়ে দরজাটা ঠেলল শীতল। দরজা বন্ধ!

"রুবি।"

রুবি প্রচণ্ডভাবে কাঁপছে। সে এক লাফে দরজাটা খুলে ফেলতে চাইল। ভোম্বল। ভোম্বল। ভোম্বলের বুকে সে আছড়ে পড়তে চাইছে।

"রুবি। দরজা খোল।"

"না না না।"

ভোম্বল ভোম্বল। তুই আমাকে তুলে নে। তুই আমাকে কোলে নে ভোম্বল।

রুবি কোথায় তুমি?

ভোম্বল ভো—ম—বো—ল। কোথায় আমি?

আদি গঙ্গার ধারে এক পোড়ো শিবমন্দিরের ধুতরো ঝোপের পাশে রুবির ছোট্ট গোলাপী ফ্রকটা এক ঝলক দেখতে পেল শীতল। ভো—ম—বো—ল। শীতল ছুটল। রুবির ফ্রকটা মন্দিরের কোণ ঘেঁষে অদৃশ্য হয়ে গেল। ভো—ম—বো—ল। ভো—ম—ব—বো—ল। শীতল খুঁজছে রুবিকে।

"রুবি। বেরিয়ে এস।" শীতল অসহায়ভাবে রুবির দরজায় ঘা দিল।

"না না না না না। আমি যাব না।" রুবি বালিশে উপুড় হয়ে কাঁদছে। রুবির শরীরটা প্রবল আবেগে ভেসে চলেছে ভোম্বলের দিকে। রুবি বালিশটা প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে থাকল।

"রুবি।" শীতলের কাতর মিনতি।

পলকা-ডটের ম্যাকসি-ঢাকা রুবির পাতলা কিশোরী শরীরটা হরিণের মত দৌড়চ্ছে বোটানিক্যাল গারডেনের বটগাছটার দিকে।

ভো—ম—বো—ল। ধর আমাকে।

বটের ঝুরির আড়ালে লুকিয়ে পড়ল রুবি।

"রুবি বেরিয়ে এস।" এবার রুবির দরজাটা দু হাতে ঠেলতে লাগল শীতল।

বেরিয়ে এস। দরজা খোল।

রুবির উপর যেন কোন মন্ত্র কাজ করছে। সে বিছানায় উঠে বসল।

তোমায় আদর করব রুবি।

ভিতরে আয় ভোম্বল। রুবির বুকটা দ্রুত ওঠা নামা করছে। দরজার দিকে অপলক চেয়ে আছে রুবি।

আমাকে আর কষ্ট দিও না রুবি।

আয় ভোম্বল। রুবি উঠে দাঁড়াল। তুই আমাকে নে। রুবির ঠোঁট থর থর করে কাঁপছে। তার আঁচল খসে গিয়েছে। রুবি শীতলকে জড়িয়ে ধরবে বলে দু হাত দরজার দিকে বাড়িয়ে দিল। থর থর করে তার সারা শরীর কাঁপছে।

রুবি। হাঃ হাঃ হাঃ। রুবিকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে শীতল।

ভোম্বল ! হাসছে রুবি । ভাল হবে না ।

শীতল রুবিকে বুকে চেপে ধরে চরকির পাক ঘোরাচ্ছে । হাঃ হাঃ হাঃ ।

ভোম্বল ভাল হবে না । পড়ে যাব । ভোম্বল, পড়ে যাব ।

শীতল আরও জোরে পাক দিচ্ছে । আরও জোরে । হাঃ হাঃ হাঃ ।

ভোম্বল ! চোখ বুজে শীতলের গলা আঁকড়ে ধরেছে রুবি । শাড়ি খুলে যাবে, শাড়ি খুলে যাবে ভোম্বল । নতুন শাড়ি । ন্যাংটো হয়ে যাব ভোম্বল । তখন দেখবি ।

আরও আরও জোরে শীতল পাক খেতে লাগল । রুবি ভয়ে চেঁচাতে লাগল । শীতল হাসতে লাগল জোরে । ভোম্বল ভোম্বল থাম থাম থাম—

"রুবি ।" দরজায় দুম দুম দু হাতের কিল মারল শীতল । সব কোলাহল নিমেষে থেমে গেল । দরজায় ধাক্কার শব্দে চমকে উঠল রুবি । দু পা দরজার দিকে এগিয়ে গেল ।

"রুবি । দরজা খোল ।"

রুবি যেন হুঁশ ফিরে পেল । মুহূর্তে বিছানায় গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে বালিশে মুখ গুঁজে বলতে লাগল, "না না, যাব না । তোর মুখ আমি দেখব না । বাবা বাবা আহ আহ আহ—"

রুবির কান্নার বাঁধ বুঝি ভেঙ্গে গিয়েছে ।

ঝপ করে আলোগুলো জ্বলে উঠল । বিদ্যুৎ এসে গিয়েছে । বাড়ির সব বালব কটা শীতলকে দেখে যেন এক সঙ্গে বিদ্রূপ করে হেসে উঠল । শীতলের শরীরে আর এক ফোঁটা জোর নেই । ওর সব শক্তি যেন কোনও অদৃশ্য ফুটো দিয়ে শরীর থেকে চুঁইয়ে বেরিয়ে গিয়েছে । ডান হাতটা চড় চড় করছিল । অবাক হয়ে হাতটা তুলে

শীতল দেখল এঁটো। ওর মনে পড়ল ওরা খেতে বসেছিল। শীতলের খাবার ইচ্ছে আর মনেই এল না। সে টলতে টলতে বারান্দা দিয়ে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

করবী দেখল আলোকিত বারান্দা দিয়ে একটা মরা মানুষ হেঁটে আসছে। যার মুখটা কাগজের মণ্ড দিয়ে তৈরী। মৃত মাছের ছুটো হিম চোখ তাতে বসানো। করবীকে পাশ কাটিয়ে লোকটা বেসিনে গিয়ে হাত মুখ ধুলো। তারপর নিজের ঘরে ঢুকে গেল। তার পিছনে পড়ে রইল অর্ধভুক্ত খাবার থালা আর করবী। করবীর চোখ ছুটো জলে ভরে উঠেছে।

২

শীতলের মনে হল সবটাই যেন স্বপ্ন। তার ডাকে রুবি দরজা খুলল না, খেতে এল না, তার প্রতি এমন নিষ্ঠুরতা রুবি স্বপ্নেই শুধু দেখাতে পারে। শীতল তাহলে স্বপ্নই দেখছে। সে খানিকটা স্বস্তি পেল। সিগারেট ধরাল। একটু হালকা মনে সিগারেটে একটা সুখটান দিয়ে টেবিলে দেশলাইটা রাখতে গিয়ে শীতল দেখল চকোলেটের মোড়কটা এখনও পড়ে আছে। রুবি নেয়নি। স্বপ্ন? সিগারেটটা তেতো হয়ে উঠল। রুবি চকোলেট নেয়নি। শীতল অসহায়ভাবে শূন্যতাবোধের কাছে আত্মসমর্পণ করল।

শীতল।

মা।

শীতল মায়ের মুখের কাছে মুখ এগিয়ে দিল। হাসপাতালের ফ্রি ওয়ারডের নোংরা বিছানা থেকে অসুখের গন্ধ শীতলের নাকে

এসে লাগল।

শীতল।

অসুখের গন্ধটা মার জরাজীর্ণ শরীর থেকেই আসছিল।

আমার বিয়েতে খুব একটা ধুম হয়েছিল।

শীতল অবাক হয়ে মায়ের মোমের মত মুখের দিকে চাইল।

সাত দিন ধরে নবৎ বেজেছিল তোদের বাড়িতে।

মায়ের গলায় আওয়াজ প্রায়ই নেমে যাচ্ছিল। জল চাইছিল মা। আর তার হাত থেকে কী তৃপ্তি করেই না জল খাচ্ছিল।

রোশনাইও হয়েছিল জবর। তোর বাপের বাড়ির সবাই টাকা ওড়াতে ওস্তাদ। কাউকে তো আর রোজগার করে খেতে হয়নি।

মা আবার জল চাইল। খেল।

তোর মুখে-ভাত হয়েছিল রূপোর বাসনে, তোর সে ফটো দেখেছিস?

শীতল বলল, না।

তাহলে বোধহয় হারিয়ে গিয়েছে। কিংবা হয়ত তোদের বাড়ির কোথাও আছে।

মা চুপ করে কি ভাবতে লাগল।

তোর দেখতে ইচ্ছে হয় না?

শীতল অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল।

তোর দেখতে ইচ্ছে করে না, শীতল?

কী?

তোদের বাড়ি।

মা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। একটু জল চাইল ফের। মা এত কথা বলে না। মা এসব কথা তার সঙ্গে কখনও বলেনি। সব কিছু ঝড় ঝাপটার

আড়ালে রেখেছিল তাকে।

না।

না। কেন?

জানিনে। আমার কখনও ইচ্ছে হয়নি।

শীতল, আমি আর বাঁচব না। অধিকার আদায়ের জন্য সারা জীবন লড়াই করলাম। সারা জীবন হেরেই গেলাম। তবু লড়ে গেছি, আত্মীয়রা শত্রু হয়েছে। বন্ধুরা পথে বসিয়েছে।

তোমার এখানে কষ্ট হচ্ছে মা।

আমি এখেনে ভালই আছি। আমি মরে গেলে তুই যাস ওদের কাছে। তোর যদি ইচ্ছে হয়।

সেই রাত্রেই মারা গিয়েছিল মা। শীতল কিন্তু ফিরে যায়নি কারও কাছে। অধিকার আদায়ের ব্যাপারেও মাথা ঘামায়নি। সে মেসে গিয়ে উঠেছে। মা ওকে তুই বলত আর বলে রুবি। শীতল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। রুবির সঙ্গে ওর মায়ের আরও একটা মিল খুঁজে পেল শীতল। দুজনেই বড্ড একরোখা।

হঠাৎ আজ মায়ের কথাই বা এমন মনে পড়ছে কেন? মা কি ভাবছে কোথাও যে শীতল তার দায়িত্ব পালন করেনি। তাকেও পথে বসিয়েছে তার ছেলে। শীতল এটা জানে যে মায়ের শেষ সম্বল ছিল তার গহনা। সে যখন ছোট তখন একদিন সেসব তাকে দেখিয়েছিল। বলেছিল, দ্যাখ শীতল এটা দিয়ে আমার শাশুড়ী আমার মুখ দেখেছিলেন। তোর বউ-এর মুখ আমি এটা দিয়ে দেখব। শীতলকে পড়াতে আর মামলার খরচ জোগাড় করতে সে-সবই মাকে বেচতে হয়েছে। গহনাটা থাকলে রুবিকে সে দিত।

রুবি, রুবি। শীতল আর্তনাদ করতে লাগল। তুমি আজ আমাকে

এত কষ্ট দিচ্ছ কেন ?

ভোম্বল। অনেক শান্ত হয়ে উঠেছে এখন রুবি। বিছানার উপর উঠে বসেছে। অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছে সে। রাত্রি অনেক হয়েছে। কিন্তু তার চোখে ঘুম নেই। সে কি করবে বুঝতে পারছিল না। ভোম্বল, আমি মাফ চাইছি। আমার অন্যায় হয়েছে। আমি দরজা খুলে দিয়েছি। আমার খুব খিদে পেয়েছে। ভোম্বল, আমি আজ সারাদিন খাইনি। রুবি আশা করছিল, ভোম্বল এবার এসে যাবে। খুবই খিদে পেয়েছে রুবির। ভোম্বল তো জানে রুবি খায়নি। মা নিশ্চয়ই তাকে বলেছে। তবে ? কিন্তু কি করে জানবে ভোম্বল যে সে দরজার খিল খুলে দিয়েছে ? রুবি মুশকিলে পড়ল। দরজাটা শব্দ করে খুলে দেবে ? হ্যাঁ সেই ভাল। সেই সঙ্গে আলোটাও জ্বেলে দিক না। সে উঠল, একটু ভাবল। আবার বসে পড়ল। তার জল তেষ্টা পেয়েছে। মাকে জল দিতে বলবে ? নাকি নিজেই রান্নাঘরে গিয়ে জল খেয়ে আসবে ? ভোম্বলকে সে জানে। সে ঘুমোয়নি। বই পড়ছে। ভোম্বলের ঘরের সামনে দিয়েই রান্নাঘরে যেতে হয়। ভোম্বল ওকে দেখে নিশ্চয়ই ডাকবে। কিন্তু ভোম্বল যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়। যদি কথা না বলে ? রুবির উৎসাহ খানিকটা কমে গেল।

মা বলল ভোম্বল, মায়ের মুখ থেকে তুই আমার হসটেলে যাবার খবর পেয়ে খুব কষ্ট পেয়েছিস। মা বলল ভোম্বল, অন্ধকারকেই মনে মনে শোনাতে লাগল রুবি, কথাটা তোকে আমারই বলা উচিত ছিল। মানছি সে কথা। মানছি আমার দোষ হয়েছে। আমি যে হসটেলে যাব, আমি যে হসটেলে যেতে চাইছি, আমার যে এক্ষুনি এ বাড়ি ছাড়া দরকার, একথা তোকে আগেই জানান উচিত ছিল। এর মধ্যে হঠাৎ একটা সীট খালি হয়ে গেল। সুপারিনটেনডেনট

আমাকে তক্ষুনি ডেকে বললেন, তুমি নিয়ে নাও। অনেক ক্যানডিডেট। এটা ফসকে গেলে আর কবে খালি হবে কে জানে? আমি কোনও কিছু না ভেবেই নিয়ে নিলাম। তোকে বলবার, তোর অনুমতি নেবার সময় পর্যন্ত পেলাম না। তাই আমি তোকে জানাতে পারিনি।

তোকে জানাতে আমি সাহস পাইনি ভোম্বল। দুহাতে মুখ ঢেকে রুবি কাতরে উঠল। তোকে আমি ভয় পাচ্ছি ভোম্বল। তোকে ভয় পাচ্ছি। প্রচণ্ড একটা যন্ত্রণা রুবির হৃৎপিণ্ডটাকে যেন মুচড়ে দিল। ওর চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগল। আমার পালানো দরকার ভোম্বল, তোর কাছ থেকে আমার এখন পালানো দরকার।

হঠাৎ রুবি চমকে উঠল। এ কী বলছে সে। তার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল। এমন কথা তো সে ভাবেনি। ভাবতে চায়নি। রুবি হতবুদ্ধি হয়ে বসে রইল। সেই মুহূর্তে দরজা খুলে গেল। ভোম্বল। রুবির বুকের রক্ত ছলাৎ করে উঠল। সমস্ত শরীরে এক প্রবল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। রুবি অস্থির হয়ে ভোম্বলের বুকে ঝাঁপ দেবার জন্য উঠে দাঁড়াল।

করবী সুইচটা টিপে দিতেই ঘরে আলো ছড়িয়ে পড়ল। রুবি বিস্ফারিত চোখে করবীর দিকে চেয়ে রইল। এক মুহূর্ত। তারপরই সে দৌড়ে গিয়ে করবীকে জড়িয়ে ধরল।

থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে করবীর বুকে মুখ গুঁজে রুবি আর্ত-কণ্ঠে বলে উঠল, আমি এখন কী করব মা?

রুবির চোখ মুখ কণ্ঠস্বরে এমন একটা অস্বাভাবিক কাতরতা ফুটে উঠল, যা আগে আর কখনও করবী দেখেনি। এ যেন এক নতুন রুবি। আর্ত, বিপন্ন, অসহায়। করবী বিচলিত হয়ে উঠল। সে রুবিকে নিয়ে খাটে গিয়ে বসল। তারপর রুবির গায়ে মাথায় চুলে পরম যত্নে হাত

বুলিয়ে দিতে লাগল। রুবিকে এমন করে করবী কখনও কাছে পায়নি। রুবির আর তার মধ্যে শীতল উপস্থিত ছিল এক অলঙ্ঘ্য প্রাচীর হয়ে। আজ সে তার রুবিকে, তার মেয়েকে ফিরে পেল সে। খুশী হল। শীতলের মধ্যে কী যেন একটা জাদু ছিল। সেই জাদুতে সে মোহগ্রস্ত করে রেখেছিল রুবিকে। রুবির জন্যেই শীতল এ বাড়িতে থেকে যেতে বাধ্য হয়েছিল। রুবি তার মেয়ে কিন্তু সে শীতলের বাধ্য হয়ে উঠেছিল। আজ সেই মেয়ে তার কোলে আশ্রয় নিয়েছে। শীতল করবীর কাছে আজ হেরে গেল। জয়ের আনন্দে সে মেয়েকে আরও জোরে চেপে ধরল।

"চল, খাবি চল।" করবী আস্তে করে রুবিকে বলল।

মায়ের বুকে মুখ গুঁজে রুবি আশ্রয় পেল বটে কিন্তু এটাও বুঝে গেল, এটা একটা অচেনা বন্দর। তার উত্তেজনা কাটতে লাগল ক্রমশ। তার শরীর এবং মন শিথিল হয়ে আসতে লাগল। সে এলিয়ে পড়তে লাগল করবীর কোলে।

করবী বলল, "খাবি চল।"

"এখন থাক। পরে খাব।" রুবি যেন ঘুমের ঘোরে তলিয়ে যেতে যেতে কথা বলছে।

"আগে খেয়ে নে। পরে ঘুমাবি।" করবী ব্যস্ত হয়ে উঠল। "আমি বরং এখানেই নিয়ে আসি। খাইয়ে দিই, ঘুমিয়ে পড়িস নে।"

রুবি শুয়ে রইল। করবী ওর মাথায় একটা বালিশ গুঁজে দিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ল।

রুবি ডাকল, "মা।"

"কী?"

রুবি বলল, "বসো।"

"দাঁড়া খাবারটা আনি।"

"তুমি বসো মা।"

করবী বসল। "কেন ?"

রুবি চুপ করে থাকল।

করবী বলল, "কিছু বলবি ?"

রুবি সরে এসে করবীর গায়ে গা ঠেকিয়ে শুয়ে থাকল। করবী মেয়ের চুলগুলোয় আঙুল চালাতে লাগল। তার নিজেরও এখন শান্তি লাগছে।

"ভোম্বল খুব রেগে আছে, না ?" অনেকক্ষণ ধরে ইতস্তত করে বলে ফেলল রুবি।

"ও খুব দুঃখ পেয়েছে রুবি।" ক্লান্তস্বরে করবী বলল।

রুবি তা বোঝে। মায়ের উরুর উপর একখানা হাত এলিয়ে দিল রুবি। তার শরীরের কোথাও কণামাত্র চঞ্চলতা জাগল না।

আমার অন্যায় হয়েছে ভোম্বল।

"ও খেতে বসে শুনল তুই খাসনি।"

আমিও খাইনি ভোম্বল।

"অমনি উঠে চলে এল তোকে ডাকতে।"

মা কি ওকে দোষ দিচ্ছে ?

"কত ডাকল। তুই উঠলি না।"

মা ওকে দোষ দিচ্ছে।

"ফিরে গিয়ে আর খেল না। হাত ধুয়ে ঘরে চলে গেল।"

আমি যে তোর জন্য রেঁধেছিলাম ভোম্বল।

"কাল যে তোর কী হল ? কেন তুই নিজে ওকে বললি না, তুই হসটেলে যাবি। কাল আমার মুখে কথাটা শুনে ওর মুখটা যেন

কেমন হয়ে গেল। যেন মরা মানুষের মুখ।”

ভোম্বল ভোম্বল।

“আমি ভয় পেয়ে গেলাম।”

আমি জানি আমি জানি আমি জানি।

“সব কথাই তো তুই ওকে বলিস। ওর সঙ্গেই তো তোর যত কথা। এটাই বা বলতে তোর আটকাল কেন?”

রুবি আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য একটা অবলম্বন খুঁজছিল।

“বড় একচোখো মা তুমি। আমার দোষটাই শুধু বড় করে দেখতে পার। ভোম্বলের প্রমোশন হয়েছে সে-খবরটা সে নিজের মুখে আমাকে বলেছে? সেটাও তো মা আমাকে তোমার মুখ থেকেই শুনতে হয়েছে।” রুবি এতক্ষণে পাল্টা দেবার সুযোগ পেল। “কিন্তু তা নিয়ে কি আমি অনর্থ বাধিয়েছি?”

তুই কেন কাল আমার ঘরে ঢুকলি না ভোম্বল? আমি তোর কাছে মাফ চেয়ে নিতাম। আমি সারারাত দরজা ভেজিয়ে রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম মার মুখে কথাটা শুনে তুই আর স্থির থাকতে পারবি নে। আমার কাছে ছুটে আসবি।

“আমি কি ভোম্বলের জন্য আজ রান্না করিনি? ওর সঙ্গে খাব বলে বসে থাকিনি?”

তোর প্রমোশনের খবরটা দেবার জন্যও তো আসতে পারতিস? আমার চাইতে মা তোর আপন হল?

“খুব তো তোমার ওর হয়ে তখন থেকে ওকালতি করছ। এসব কথা তোমার ওকে বলতে পারছ না?”

হঠাৎ আক্রমণে করবী হকচকিয়ে গেল। কী সব বলছে রুবি। ওর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? কাল থেকে যে কি ঘটছে এ বাড়িতে

তার কোনও খেই পাচ্ছে না করবী। সে যেন অথৈ জলে পড়ে গিয়েছে।

"রুবি!" করবী ঝাঁঝাল স্বরে বলল, "কী সব বলছিস যা তা।"

মাকে রাগতে দেখে রুবিও রেগে গেল। "আমি ঠিক বলছি। আমাকে ঘাঁটিও না।"

রুবির মুখে এ ধরনের কথা শুনে করবী কি বলবে ভেবে পেল না। তার কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল।

মাকে নিরুত্তর দেখে রুবি আরও হিংস্র হয়ে উঠল।

হিস হিস করে রুবি বলল, "তুমি ভোম্বলকে ও ও কর কেন? ওর নাম ধরে ওকে তো কোনদিন ডাকতে শুনিনি?"

অ্যাঁ। কী—কী বলল রুবি। কথাটার মানে বুঝতে পারছে না করবী। ওর বোধ বুদ্ধি কিছুই কাজ করছে না। রুবির কথাগুলো আবছা আবছা হয়ে ওর মগজে ঢুকছে। এ সব কথার কী উত্তর হতে পারে? কোনও উত্তর আছে কী? কোনও দিন তো ভেবে দেখেনি। ভাববার দরকার হতে পারে, তাও তো ভাবেনি। শীতলকে সে মেনে নিয়েছে। লোকে যেমন ভাগ্যকে মেনে নেয়।

অনিলের অফিসের চক্কোত্তিবাবু বলেছিলেন, তোমার ভাশুরকে আমরা চিঠি দিয়েছি মা জব্বলপুরে। তিনি চিঠি পেয়েই এসে পড়বেন। কিন্তু যতক্ষণ তিনি না আসছেন ততক্ষণ কী হবে তাই ভাবছি। তুমি ছেলেমানুষ। এই কচি বাচ্চা নিয়ে একা কি থাকতে পারবে?

করবী অসহায়ভাবে সেই একমাত্র ভরসার দিকে তাকিয়ে ছিল।

তোমার বাপের বাড়িতে কেউ নেই তো বলছ।

চক্কোত্তিবাবুকেই তার বাবা বলে মনে হচ্ছিল।

এই ছেলেটি আপাতত এখানে থাকুক মা। এ শীতল। খুব ভাল ছেলে! তোমার কোনও অসুবিধে হবে না, তারপর তোমার ভাশুর এসে যা ব্যবস্থা করেন তাই হবে।

চক্কোত্তিবাবুর ব্যবস্থাই মেনে নিয়েছিল। সেই থেকে শীতল এ বাড়িতে। করবীর জব্বলপুরের ভাশুর আসেননি। মনি অরডার করে কিছু টাকা পাঠিয়েছিলেন। শ্রাদ্ধের খরচ। চিঠিতে জানিয়েছিলেন, অত দূর থেকে তার পক্ষে কলকাতায় আসা সম্ভব নয়। শীতল রয়ে গেল। রুবিই তাকে রেখে দিল। শীতলকে ডাকাডাকির কোনও প্রশ্নই ওঠেনি। রুবিই তো শীতলের সর্বক্ষণের দখল নিয়ে ছিল। কুড়ি বছরের নিস্তরঙ্গ সংসারে ওদের সকলেরই সবাইকে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।

রুবি দেখল ওর মা স্তম্ভিত হয়ে বসে আছে। চোখে মুখে অসহায় বেদনার ভার। অনুশোচনায় রুবির মনটা খাঁ খাঁ করে উঠল।

"মা!"

মা আমাকে মাফ কর।

রুবি ধড়মড় করে উঠে বসল। মা নড়ল না।

মা।

আমি অন্যায় করেছি মা।

করবীর অপলক চোখ দুটো অকস্মাৎ টলটল করে উঠল। ওর ঠোঁট দুটো কাঁপছে।

"মা!" রুবি মাকে ঠেলা দিতেই করবী রুবিকে জড়িয়ে ধরল।

"রুবি! রুবি! রুবি!" একটা প্রচণ্ড নিঃসঙ্গতা করবীকে তাড়া করে নিয়ে বেড়াতে লাগল। তার হাত থেকে বাঁচবার জন্য রুবিকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে থরথর করে কাঁপতে লাগল।

৩

হঠাৎ যদি মারা যাই কোনও দুর্ঘটনায় তাহলে এদের কী হবে? এই চিন্তাটা ঢুঁ মেরে শীতলের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে একটা স্বপ্ন দেখছিল শীতল। দত্তপুকুরে তাদের পিকনিকের স্বপ্ন। অনিল তাকে বোঝাচ্ছিল, কেন এখনই তার একটা জীবন-বীমা করে ফেলার দরকার। অনিল প্রচলিত অর্থে মিশুকে নয়, বেশী বকবক করতেও পারে না, কিন্তু সার কথা গুছিয়ে বলতে এমন পটু লোক আজও সে দ্বিতীয় কাউকে দেখল না। অনিলের কথা শুনলেই তার মধ্যে সত্য আছে বলে মনে হয়। অনিলই প্রশ্ন তুলেছিল, আজ যদি হঠাৎ মারা যান কোনও দুর্ঘটনায়, তাহলে আপনার পরিবারের কী হবে? এই প্রশ্নটাই মনুষ্য সমাজের একটি মৌলিক প্রশ্ন। মানুষ শুধুমাত্র নিজের জন্য বাঁচে না, অন্যের জন্যও বাঁচে। পরিবার, সমাজ এসব সৃষ্টি হয়েছে ব্যক্তি-মানুষের সিকিউরিটির প্রয়োজনে। এই মূল তত্ত্ব জীবন বীমারও ভিত্তি। অনিলের কথায় শীতল, যদিও তার পরিবার ছিল না, তবুও অ্যাকসিডেনট কভার করে পঁচিশ হাজার টাকার বীমা করেছিল।

তার মানে শীতল আজ দুর্ঘটনায় মারা গেলে রুবি পঞ্চাশ হাজার টাকা পাবে। কেন না রুবি তার নমিনি। শীতল ঠাণ্ডা মাথায় খতিয়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ তার মাথায় ঝাঁ করে একটা প্রশ্ন খেলে গেল। নমিনি ফরম ভর্তি করার সময় রিলেশনের ঘরে বৌকের মাথায় লিখে দিয়েছিল ডটার। এ নিয়ে কোনও বিপত্তি হবে না তো? টাকা পাবে তো রুবি? শীতল একটু বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন। সে কি তবে কথাটা কেটে দেবে? কী তবে লিখবে?

আর তার আগেই যদি সে মরে যায়? তখন কী হবে? শীতলের

অস্বস্তি বাড়তে লাগল। সে নিজেকে বোঝাতে লাগল, তার স্বাস্থ্য তো খারাপ নয়, সে হঠাৎ মরতে যাবে কেন? অনিলের স্বাস্থ্যই বা কী এমন খারাপ ছিল। তিন বছরে একদিনের জন্যও অনিল অফিস কামাই করেছে বলে তার মনে পড়ে না। এর উপরও ছিল তার বীমা আর শেয়ারবাজারের পরিশ্রম। শেয়ার খুব ভাল বুঝত অনিল। যেসব নতুন কোম্পানীর শেয়ার সে করবীর জন্য কিনে রেখে গিয়েছে জলের দামে, আজ তার দাম অনেক চড়া। প্রত্যেকটি কোম্পানী আজ লব্ধপ্রতিষ্ঠ। অনিলের দূরদৃষ্টি দেখে সে বিস্ময় মেনেছে। আর শীতল? সে কিনা একটা জীবন বীমার নমিনি নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। কিন্তু যতই বিষয়বুদ্ধি প্রখর থাক অনিলের, তাকে মরতে তো হয়েছে। দুমিনিটে মারা গিয়েছিল অনিল। করবী বুঝতে পারেনি। ভেবেছিল শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। কতটুকু ছিল করবী তখন। ওরা যখন খবর পেয়ে অফিস থেকে এসে হাজির হল তখন করবীর যে মুখখানা দেখেছিল শীতল, সেটা প্রায় একটা বালিকার মুখই বলা চলে। শোকের চাইতে সে মুখে বিহ্বলতাই ছিল বেশী। আজ করবীকে বেশ ভারিক্কী দেখায়! ফিফথ ইয়ারে মেডিকেল পড়া মেয়ের মা সে। আজ তার চোখে কিশোরী বধূর বিমূঢ়তা আশা করা যায় না। তবু কাল খাবার সময় করবীর চোখে সেই বিহ্বল দৃষ্টি দেখেছে শীতল। খুবই ঘাবড়ে গিয়েছিল করবী। শীতল আজ সারাদিন হঠাৎ হঠাৎ তার কপালে সেই উদ্বিগ্ন হাতের কোমল স্পর্শ অনুভব করেছে।

রুবি নিজেই শীতলের সঙ্গে তার সম্পর্ক পাকা করে নিয়েছে। বাবা। শীতল, রুবির বাবা। করবীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও রুবি তার গোঁ ছাড়েনি। আজও শীতল তার বাবা। শুধু কৌশল বদলেছে রুবি। তার মাকে আর প্রকাশ্যে অস্বস্তির মধ্যে ফেলে না। তবে রেগে গেলে

বা কোনও কারণে করবীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে চাইলে তার রণধ্বনি হিসাবে রুবি শীতলকে করবীর সামনেই বাবা বলে ডাকে। করবী অপ্রস্তুত হয়ে ওঠে। বিব্রত বোধ করে। বিরক্তিও প্রকাশ করে।

শীতল উঠল। একটা সিগারেট ধরিয়ে সেই নিশুতি রাতে জানালার ধারে চলে গেল। রাস্তার ওদিকে নর্দমার ধারে একটা ইট বার করা পাঁচিলের পাশে একটা বুনো বাসকের ভিজে ঝোপের উপর তীব্র বিজলী ঠিকরে পড়ছে। একটু আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝে বাতাসের মোলায়েম দমকায় বাসকপাতাগুলো ঘাড় হেলিয়ে চিকচিক করে উঠছে। একটা পোসটার। বিদ্যুৎ সংকট নিয়ে বাম ফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে বাজারী প্রচার ব্যর্থ করুন।

অনিল হঠাৎ মরেছে। আমিও মরতে পারি। অস্থির বাসক-ঝোপের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে শীতল সিগারেট টানতে লাগল। ভিজে বাতাসের মৃদু দমক তার মুখে চোখে লাগতে থাকল। করবীর হাতের স্পর্শ শীতলের কপালে তাজা হয়ে উঠতে লাগল। করবীর বিমূঢ় মুখখানা বাসকের ভিজে পাতার আরশিতে থর থর করে কাঁপতে দেখল শীতল।

আমিও যদি হঠাৎ মরি, তোমাদের কী হবে? শীতলের সিগারেটের আগুন উজ্জ্বল হল একবার।

অবিশ্যি টাকা পয়সার ব্যাপারে অসুবিধে কিছু নেই। সে-সব চক্কোত্তিদাই গোছগাছ করে দিয়ে গিয়েছেন। করবীর মুখখানা কাঁপতে কাঁপতে পাতাগুলোর উপর স্থির হল। পরমুহূর্তেই বাতাসের দমকায় আবার তা ভেস্তে গেল। দেখ করবী, দিনকাল কেমন পালটেছে। আজ চক্কোত্তিদার মত একটা লোক পাবে অফিসে?

কিংবা অনিলের মতই ধর? এরা কেউই তো মহামানব কি দেবতা ছিল না। ছাপোষা কেরানীই তো সব। অনিল ধরতে গেলে নিঃস্বার্থভাবে কারও জন্যই কিছু করেনি। সহকর্মীদের পলিসি করে দিয়েছে, তার কমিশন পেয়েছে। শেয়ার কিনিয়ে দিয়েছে, তারও কমিশন সে পেয়েছে। কিন্তু যা করেছে তা দায়িত্ব নিয়ে করেছে। কাউকে সে কখনও বাজে পরামর্শ দেয়নি। এ জিনিস আজ কোথায় গেল?

গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। করবীর মুখখানা পাতা থেকে বৃষ্টির মধ্যে উঠে এল।

চক্কোত্তিদা দিনের পর দিন হাঁটাহাঁটি করে অনিলের বাকি বকেয়া আদায়, তা লগ্নীর ব্যবস্থা করা, সাকসেশন সারটিফিকেট বের করা, আয়করের ঝামেলা, ডিউটির ঝামেলা, মিউনিসিপ্যালিটির ঝামেলা, সাত সতেরো কত কি সব হাঙ্গাম মিটিয়ে এই যে তোমাদের থিতু করে দিয়ে গেলেন, যে দায়িত্ব নিয়ে তিনি এসব তোমাদের জন্য করেছেন, তাঁর নিজের মেয়ের জন্যও ঠিক এইভাবেই সব করতেন। এই ধরনের লোক আজ আমাদের অফিসে কে যে আছেন, তা জানিনে।

শীতল পোড়া সিগারেটটা ফেলে দিল। একটা ব্যাঙ লাফ দিয়ে ঝোপের মধ্যে ঢুকল।

ধর, হঠাৎ আমি মরে গেলাম। তোমরা অফিসে খবর দিলে। কে আজকে ছুটে আসবে? অফিসের কেতাই বদলে গিয়েছে।

বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা চড় চড় করে ঝরে পড়তে পড়তে এক সময় করবীর মুখটাকে মুছে দিল।

অবিশ্যি আমাদের মত লোক যাদের সহায় কম, সম্বল কিছু আছে তাদের ভরসা সৎকার সমিতি। আজ টাকা দিয়ে গাড়ি ভাড়া

করছ, কাল হয়ত চারজ দিলে মড়া পোড়াবার লোকও ভাড়া পাবে। চাই কি পরশু মড়া-কান্না কাঁদবার লোকও ভাড়া পাওয়া যাবে।

হঠাৎ শীতল দেখল কটা লোক মুষলধার বৃষ্টির মধ্যে গরুর মাংস বোঝাই একটা ঠেলা ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলেছে। মাথায় তাদের চটের বস্তা বাঁধা। অনাবৃত একটা মাংসের স্তূপ রাস্তার আলোয় চকচক করে উঠল। ঠেলাওয়ালাদের বৃষ্টি-ধোয়া মাংসপেশীর প্রত্যেকটি ভাঁজ শীতলের চোখের সামনে আলাদা আলাদা করে ভেসে উঠল।

সভ্যদেশে সব কিছুই ভাড়া পাওয়া যায় করবী। ভাড়া পাওয়া যায় না কেবল মানুষের উত্তাপ। তাজা মানুষের জগত ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। ভাবতেই কেমন ভয় লাগে।

শীতল চেয়ারে এসে বসল। এলোমেলো বাতাসের ধাক্কায় বাইরে বৃষ্টি তখন এদিক ওদিক ছুটছে।

অনিল যা রেখে গিয়েছে সে-সব নিয়ে করবীদের কোনও অসুবিধে হবে না। শীতলের বীমার টাকা রুবি পাবে। যাতে গোলমাল না হয় শীতল তা দেখবে। সে আবার একটা সিগারেট ধরাল। ঠাণ্ডা মাথায় বিষয় সম্পত্তির বিলি বন্দোবস্ত করতে হলে সিগারেট না হলে কীভাবে চলবে। শেয়ার নেই, অন্য কোনও সম্পত্তিও নেই শীতলের। ইনসিওরেনসের ব্যবস্থাও হয়ে গিয়েছে। রুবি। ডটার। এই ব্যাপারে যাতে ফ্যাকড়া না ওঠে তার জন্য শীতল না হয় যোগীনের পরামর্শ নেবে। হ্যাঁ যোগীন। যোগীনই তো আছে এখনও পুরনো দুনিয়ার এক ডোডো পাখি। যার উপর ভরসা রাখা যায়। সব শুনে যোগীন হয়ত ঠাট্টা করবে। বলবে, না বিইয়ে কানাইয়ের মা—না তুই হলি কানাইয়ের বাবা। একটা বুদ্ধি বাতলে দেবে যোগীন।

নিশ্চিন্ত হল শীতল। সে যেন যোগীনের পরামর্শ পেয়েই গিয়েছে। সিগারেটে টান দিল শীতল।

আর রইল প্রভিডেনট ফানড। তোমাকেই আমার নমিনি করব। তাই আমার ইচ্ছে করবী কিন্তু রিলেশান ?

শীতল ভাবনায় পড়ল।

কী লিখব আমি ?

শীতলের ভুরু দুটো কুঁচকে উঠল। অনেকক্ষণ ধরে ভাবল। কূল কিনারা কিছুই পেল না।

তুমি আমার কে করবী ?

কোনও সম্পর্ক আছে কি ? শীতল একবার করবীর উদ্দেশে, একবার নিজের দিকে প্রশ্ন দুটো ছুঁড়ে দিল। কোনও উত্তর এল না। শীতল আবার আতান্তরে পড়ল।

এটা জানা দরকার। না হলে পরে এ নিয়ে যথেষ্ট ঝামেলা হতে পারে। শীতল ভেবেছিল তার সঙ্গে তার পরিবারের সব কিছু চুকে বুকে গিয়েছে। তা যে যায়নি সেটা টের পেল তার এক কাকার শ্রাদ্ধের চিঠি পেয়ে। লোকটা তার কাকা কিনা জানে না। তবে পদবী আর পৈতৃক বাড়ির ঠিকানা যখন এক, তখন বিরাশী বৎসর বয়সে সজ্ঞানে গঙ্গা প্রাপ্ত লোকটিকে সে তার কাকা বলেই ধরে নিয়েছিল। বলাই বাহুল্য শীতল ভাগ্যহীনদের দায় উদ্ধার করার জন্য কোনও আগ্রহ বোধ করেনি। প্রশ্ন হচ্ছে তার অফিসের ঠিকানায় চিঠিখানা পৌঁছুল কী করে ? ঠিকানা ওরা পেল কী করে ?

শীতল এই নিয়ে মনে মনে অনেক তোলপাড় করেছে। কিন্তু কোনও হদিশই পায়নি এই রহস্যের। যে চিন্তাটা তাকে সর্বদাই ভাবিয়ে তুলেছে তা এই, ওরা তার গতিবিধির সব খবর রাখে।

করবীর খবর রাখে, রুবির খবর রাখে। তার বীমাপলিসির খবর রাখে। কে তার নমিনি, সে খবর রাখে। প্রভিডেনট ফানডের খবরও রাখে।

ওরা বড় মামলাবাজ করবী। সেই জন্যই গোড়া থেকে আট-ঘাট সব বেঁধে রেখে যেতে হবে। যাতে আমি মারা গেলে ওরা তোমাদের কিছুমাত্র ঝামেলায় ফেলতে না পারে। আমার রোজগারের পয়সা ওদের হাতে গিয়ে পড়ুক, এ আমি চাইনে। আমি চাই আমার ভালোবাসার লোকেরাই তা পাক।

কথাটা ঝোঁকের মাথায় মনে উদয় হয়ে থাকবে শীতলের। কিন্তু মনে হতেই শীতল থ মেরে গেল। করবী কি তার ভালোবাসার লোক? পাগল ছাড়া এসব চিন্তা আর কার মাথায় আসবে।

শীতল যে করবীকে তার প্রভিডেনট ফানডের নমিনি করতে চাইছে, সে কি জানে করবী তা পছন্দ করবে কিনা?

না।

সে কি জানে করবী এতে বিব্রত বোধ করবে কিনা?

না।

সে কি জানে করবী তা প্রত্যাখ্যান করবে কিনা?

না।

সে কি জানে করবী যদি এটা গ্রহণ করেও, ভূয়া দাবিদারের হাত থেকে তা রক্ষা করার জন্য প্রাণপণ লড়ে যাবে কিনা?

না।

যেমন তার মা লড়ে গিয়েছিল স্বামীর সম্পত্তির অধিকার আদায়ের জন্য?

শীতল!

যেমন করবী লড়ে যাবে অনিলের সম্পদ রক্ষার জন্য ?

শীতল !

তার মায়ের আওয়াজ এত ক্ষীণ হয়ে এসেছে যে ডাকগুলো তার কানে ঢুকছিল না। শুনতে পাওয়া মাত্র শীতল তার মায়ের মুখের উপর ঝুঁকে পড়ল।

মা কিছু বলবে ?

বিছানার সঙ্গে লেগে গিয়েছে মা। আজ বোধহয় জমাদারনী পেচ্ছাবের বোতলও দেয়নি। বিছানার ঝাঁঝাল গন্ধ নাকে এসে লাগছে শীতলের।

শীতল, হাতখানা এগিয়ে দে তো বাবা।

শীতল মায়ের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। মায়ের মুঠিবদ্ধ হাত শীতলের হাতের মুঠোয় ঢুকে গেল।

নে ধর। দুটো মাকড়ি। এই শেষ, আর কিচ্ছু নেই।

মা শ্রান্ত হয়ে চোখ বুজল।

আমার সৎকার করবি। শ্রাদ্ধ করবি। তাই ও দুটো রেখেছিলাম। তুই একা এসব করবি। তারপর তোর মুক্তি। যা ভাল বুঝিস করিস।

শীতল মাকড়ি দুটো না দেখেই পকেটে রেখে দিল। মা যে দেখছিল জুল জুল করে, শীতল তা খেয়াল করেনি।

ট্যাঁকে রাখ বাবা। সাবধানে রাখ।

শীতল মাকড়ি দুটো পকেট থেকে বের করে ট্যাঁকে রাখল। তারপর মা চোখ বুজল।

আজ আমার একটা কিছু হবে শীতল। একটু জল দে বাবা।

জল খেয়ে মা চাঙ্গা হল। শীতলের হাতটা ধরল।

আজ দুপুরে একটা ডোম এসেছিল জমাদারনীর সঙ্গে।

বিছানাটা হাতড়াল। আঁচলের গিঁঠগাঁট খুলে সব দেখল। খুঁজে পায়নি।

মায়ের মুখে ক্ষীণ একটা বিজয়ীর হাসি ফুটে উঠল।

ওরা আগেই টের পায়। যারা মরবে ওরা তারই বিছানা হাতড়ায়।

মা ঠিকই বলেছিল। সেই রাতেই তার মৃত্যু হয়। মায়ের সেই চেহারাটা চোখে ভেসে উঠল শীতলের। শুকনো চিমড়ে একটা যেন মমি। কিন্তু কী তেজ। তেজ বজায় রেখেই মা চলে গিয়েছে।

কী পেলে মা? শীতল একদিন জিজ্ঞেস করেছিল। সেই একদিন। আর কখনও না।

মা বলেছিল, নিজের উপর শ্রদ্ধা।

শীতল সেদিন মানে বোঝেনি। সে মায়ের মুখখানা এখন মনে আনবার চেষ্টা করল।

মায়ের হাসপাতালে শোয়া চিমড়ে মুখটা ভেসে উঠল।

না না মা, এটা নয়, এটা নয়। তোমার আগের মুখখানা দেখাও।

করবীর ঢলঢলে মুখখানা এবার ভেসে উঠল তার মনে।

মা দেখি আজকাল প্রায়ই আসছে।

"ভোম্বল।" একটা চাপা ডাক শীতলের কানে বহুদূর থেকে এসে ঘা মারল।

মা এ ডাকটাও জেনে ফেলেছে। একটা দীর্ঘশ্বাস শীতলের বুক ঠেলে বেরিয়ে এল।

রুবি দেখল, শীতল সাড়া দিল না। সে ইতস্তত করতে লাগল।

বাথরুমে এসেছিল রুবি। ঘরে ফেরার পথে শীতলের ঘরে উঁকি দিয়েই দাঁড়িয়ে গেল। শীতল জানালার ধারে দাঁড়িয়েছিল। রুবি দরজার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে শীতলকে দেখতে লাগল। কাল থেকে তার সঙ্গে শীতলের একবারও দেখা হয়নি। রুবির মনে হল, এর মধ্যেই ভোম্বল একেবারে বুড়িয়ে গিয়েছে। রুবির বুকটা হু হু করে উঠল। কী যন্ত্রণা কী যন্ত্রণা তার বুকে। রুবি দেখল ভোম্বল এসে চেয়ারে বসল। শূন্য দৃষ্টিতে সিলিং-এর দিকে চাইল। রুবি দেখল তার ভোম্বলের সেই ক্লান্ত শীর্ণ ভাবলেশহীন মুখের বোবা দৃষ্টির সামনে আজ সে আর নেই। এই ঘর, ঘরের দেওয়াল ভেদ করে আলোর সীমানা ডিঙ্গিয়ে ভোম্বলের দৃষ্টি চলে গেছে কোথায় কোন দূরে। মাঝে মাঝে ঠোঁট নড়ছে ভোম্বলের। যেন কারোর সঙ্গে কথা কইছে, যেন কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করছে, যেন কারোর কোনও কথার জবাব দিচ্ছে। ভয় করতে লাগল রুবির। ভোম্বলকে ভূতে পায়নি তো? রুবি ছুটে ওর মার ঘরে যেতে চাইল। মাকে ডেকে আনতে চাইল। কিন্তু দেখল, ওর পা দুটো মেঝেয় পুঁতে গিয়েছে।

"ভোম্বল।" ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল রুবি। গলা দিয়ে আওয়াজ বের হল না আর।

"ভোম্বল।" থর থর করে কাঁপতে লাগল রুবি।

"ভোম্বল।" শেষ পর্যন্ত একটা ক্ষীণ আওয়াজ বুক চিরে বের করতে পারল রুবি।

রুবি দেখল শীতল তার দিকে চাইছে, কিন্তু তার উদাস দৃষ্টি রুবিকে যেন চিনতে পারছে না। যে দৃষ্টি রুবিকে দেখামাত্র শিকারী বেড়ালের চোখের মত চিকচিক করে উঠত সেটা কোথায় গেল?

"ভোম্বল!" শীতলকে তার দিকে চাইতে দেখে রুবি ঘরের ভিতর

দুপা এগিয়ে এল। ভোম্বল! আমি! চিনতে পারছিস না আমাকে?

"রুবি!" শীতল সাড়া দিল। কিন্তু সে ডাকে আমন্ত্রণ নেই। এ যেন অন্য কারো গলা।

রুবি থমকে দাঁড়াল। ভোম্বল কি অসুস্থ। ভোম্বল ডাকছে না কেন তাকে? টানছে না কেন? রুবির চোখ ফেটে জল আসছে। কিন্তু না, সে কোনও দুর্বলতা দেখাবে না ভোম্বলের সামনে। ভোম্বল তো চায় না তাকে। রুবির কেমন একটা কষ্ট হতে লাগল। ফিরে যাবে নিজের ঘরে? যা সে কখনও করেনি। ঝাঁপিয়ে পড়বে ভোম্বলের উপর? ঝাঁপিয়ে গুঁতিয়ে ভেঙে দেবে ভোম্বলের ঘোর? যা করাই রুবির স্বভাব। রুবি কিছু বুঝতে পারছে না। তবু শীতলের দিকে দুপা এগিয়ে গেল রুবি। একদম চাইছিল না। তবুও গেল। কে যেন তাকে ঠেলে দিচ্ছে।

এখন রুবি শীতলের একেবারে মুখোমুখি। এবং তাদের চারপাশে গভীর এবং হিংস্র এক রাত্রি। আর কিছু নেই। রুবি কথা কইছে না। শীতল কথা কইছে না। অসম্ভব ভারী এক স্তব্ধতা দুজনের উপরে বিপজ্জনকভাবে ঝুলছে। ছিঁড়ে পড়লেই দুজনে একেবারে পিষে যাবে। অসহ্য একটা চাপে ক্রমেই কাতর হয়ে পড়ছে রুবি। ভোম্বলই তাকে উদ্ধার করতে পারে।

রুবি কাতরভাবে ডাকল, "ভোম্বল।" ডাকটা কেমন খসখসে হয়ে বেরুল রুবির গলা দিয়ে।

রুবি দেখল ভোম্বল এবার চাইল তার দিকে। এবার ভোম্বলের চোখে দপ করে জেগে উঠল সেই অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ। প্রচণ্ড সেই চুম্বকের টানে রুবির শরীরের সমস্ত অণু পরমাণু ছটকে ছিটকে বেরিয়ে পড়তে চাইল।

"রুবি !" ভোম্বল ডেকেছে তাকে। চিনেছে তাকে। কেমন করে রুবি এখন ধরে রাখবে নিজেকে ? কেমন করে রক্ষা পাবে ?

"ভোম্বল।" রুবি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না।

ভোম্বল। রুবি পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে লাগল। ভোম্বল, তুই আমাকে ছেড়ে দে। আমি পালাই।

রুবির ঠোঁট দুটো থরথর করে অবিরত কাঁপছে। বলিষ্ঠ দুটো ঠোঁটের আশ্রয় চাইছে সুস্থির হবার জন্য।

তোর কাছ থেকে আমার পালানো দরকার ভোম্বল। তুই কি বুঝিস নে ?

"রুবি।"

শীতলের ডাকে তুফান উঠেছে রুবির দেহে। তার কঠিন বুক দুটো উঠছে আর নামছে। নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেবার ইচ্ছাটা এই তুফানে হু হু করে পাক খাচ্ছে। ঝড়ে-পড়া হালভাঙ্গা অসহায় একটা জাহাজ, রুবি, এই তুমুল মাতাল রাতে নাকানি চুবানি খেতে খেতে চুম্বক পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ার জন্য অনিবার্যভাবে এগিয়ে চলেছে। কাছে কাছে ক্রমশ কাছে।

ভোম্বল, তুই ছ্যাখ তুই ছ্যাখ আমি এখন কত বড় হয়েছি।

রুবি কাতরভাবে বলতে চাইছে! কিন্তু এই তুলকালাম তুফানে তার সব কথা কুটি কুটি হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। কেউ শুনতে পাচ্ছে না।

আমি বড় হয়েছি ভোম্বল। এখন আমি বুঝতে শিখেছি। তোকে বুঝি। মাকেও বুঝতে পেরেছি। আমি শুধু তোর নই ভোম্বল, আমার মাও তোর।

রুবি কেঁদে ফেলল।

তুই আমাকে ছেড়ে দে ভোম্বল। আমি পালাই এ বাড়ি থেকে। আমি কেন হস্টেলে যাচ্ছি তুই কেন তা বুঝিস নে?

"রুবি।"

পাহাড়টা কী বিরাট। কী কালো। কী ভীষণ। কী প্রচণ্ড তার টান। কত কাছে।

রুবি! রুবি! রুবি!

গর্জনে রুবির কানে তালা লেগে যাচ্ছে।

তুই অন্ধ, তুই অন্ধ, তুই অন্ধ, তুই কিচ্ছু দেখতে পাস নে ভোম্বল। তুই কিচ্ছু বুঝিস নে।

শেষবার সে জানাতে চাইল তার মিনতি। তুই আমাকে পালাতে দে ভোম্বল।

তারপর আছড়ে পড়ল শীতলের বুকে। হাউ হাউ করে রুবি কেঁদে উঠল।

শীতলের বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে কাতরাতে লাগল। "বাবা! বাবা। বাবা।"

শীতলের ক্ষুধিত দৃষ্টি তখন দরজায়। করবী দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখে মুখে বেদনা, ঈর্ষা, ক্ষুধা, মায়া-মমতা পর্যায়ক্রমে তরঙ্গ তুলে চলেছে।

চার

১

আজ একটু বিশেষভাবে সেজে এসেছিল শমি। কোথাও কোনও বাহুল্য ছিল না। তবে বৈশিষ্ট্য ছিল। নিপুণ কৌশলে সে তার যা কিছু আকর্ষণ সবটুকু ফুটিয়ে নিয়ে বের হয়েছিল। আজকেই ওরা দুজন ওদের নতুন পার্টির সঙ্গে প্রথম দেখা করল। আড়াই ঘণ্টা ধরে কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা হল দু পক্ষে। শমির মুখ দেখে শীতলের মনে হল ফলাফলে শমি খুশীই হয়েছে। এয়ার কনডিশন করা ঘর থেকে পথে এসে যখন দাঁড়াল ওরা তখন শমির ঘড়িতে সাড়ে বারটা এবং পথে খাঁ খাঁ রোদ্দুর। শমিই বেশি ঘামছিল।

"প্রথম দিনের পক্ষে প্রগ্রেস খুব খারাপ নয়। কি বলেন?" ছোট্ট রুমালটা মুখের কাছে ঘোরাতে ঘোরাতে শমি বলল। "মোহন দত্ত আপনার কথাবার্তায় বেশ ইমপ্রেসড হয়েছেন।"

"আমি আর কী করলাম।" শীতল অবাক হল। "যা করবার আপনিই তো করলেন। আমি যে এসব ব্যাপারে কত কাঁচা তারই বরং প্রমাণ দিয়ে এলাম।"

"মোহন জেনে গেলেন আপনি শুধু বুদ্ধিমানই নন", শমি মুখে কপালে রুমালটা ঘন ঘন চেপে ধরতে লাগল, "আপনার অনেসটি আছে।"

হঠাৎ শমি "ট্যাকসি" বলে এগিয়ে গেল। ট্যাকসি দাঁড়াল না। বিরক্ত হল শমি। "লানচ আওয়ার শুরু হল। ট্যাকসি পাওয়া ইমপসিবল।"

এদিক ওদিক চাইতে লাগল শমি। শীতল কাছে এসে দাঁড়াল।

শমিকে সে জিজ্ঞেস করল, "আপনার কী মনে হয়, আমাকে দিয়ে কি চলবে ?"

"আপনার কি মনে হয় ?"

শীতল উত্তর দিল না।

শমি বলল, "পিনটু হলে একথা জিজ্ঞেস করত না। বিশেষত কোনও ফিমেল কলিগ্‌কে। এই ট্যাকসি।"

একটা ট্যাকসি দাঁড়াল।

দরজা খুলে উঠে পড়ল শমি। শীতলও।

"কোথায় ?" শমির প্রশ্নে শীতল তার দিকে চাইল।

ড্রাইভারও মিটার ডাউন করে চাইল ওদের দিকে।

শমি নিশ্চিন্ত মনে এবার বলল, "এখন আমরা সারা কলকাতার মালিক। কোথায় গিয়ে লানচ খাব বলুন ?"

শীতল অনেকদিন সিনেমা দেখেনি। তার মনে হল, সে যেন এখন সেই রকম একটা কিছু দেখছে।

"হাঁ করে চেয়ে আছেন কেন ? আমি খুব একটা সুখাদ্য নই।" শমি খুব হাল্কা হয়ে উঠেছে। "কোথায় যেতে চান ?"

শীতল বলল, "আপনি যে বললেন আপনার একটা অ্যাপয়েনট-মেনট আছে ?"

"সে তো মিঃ দত্তকে। ওটা আমাদেব একটা স্ট্যানডারড প্র্যাকটিস।" শমি হাসল। "দত্ত জেনে গেলেন আমি একজন প্রো।"

"প্রো ?"

"প্রোফেশন্যাল।" শমি বলল, "ওঁর লানচের নেমন্তন্ন বলা মাত্র অ্যাকসেপট করলে উনি আমাকে চীপ ভাবতেন। যদি আমি ওকে পালটা নেমন্তন্ন করতাম তাহলে সেটা ওর ইগোতে লাগত। আমাদের

কেস খারাপ হয়ে যেত। বুঝেছেন?"

"বুঝেছি।"

"কী বুঝলেন?"

"ওটা আপনার ইউ এস পি।"

"ইউ এস পি?" শমি শীতলের মুখের দিকে চাইল।

"ইউনিক সেলিং পয়েনট।"

শমি হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, "আপনার হবে। একেবারে লাইনে এসে গেছেন। এই জন্যেই বলছিলাম না, দত্তের কাছে আপনার মত মানুষই অ্যাকসেপটেব্‌ল্‌ হবে। হি লাইকড ইউ। বলুন কোথায় যাব?"

"অফিস।"

"অফিস। কেন?"

শীতল বলল, "যোগীনের সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে। ও বেরিয়ে যাবার আগেই ওকে ধরতে হবে।"

শমি হতাশার ভঙ্গি করে ড্রাইভারকে অফিসের রাস্তা বলে দিল।

"আপনি একটা যা তা।" শমি শান্তভাবে তার ঘাড় কপাল মুখ ভিজে রুমালটা দিয়ে মুছতে শুরু করল।

গাড়ি থামতেই শীতল "আচ্ছা যাই" বলে ট্যাকসির দরজা খুলেই লম্বা পায়ে অফিসে ঢুকে পড়ল। শমি ভাড়া মেটাতে মেটাতে শীতলের দিকে চাইল। তারপর সে নিজের ঘরে ঢুকে চেয়ারের উপর শ্রান্ত দেহটা এলিয়ে দিল। ওদের নতুন ঘরের সাজসজ্জা সোমবারের আগে সম্পূর্ণ হবে না। আপাতত এই ছোট ঘরেই সে আর শীতল। দুটো সাদা কাক।

সাদা কাক!

শীতলের উপমাটা খুব মনে লেগেছে শমির। কাল রাতে থেকে থেকেই কথাটা ঘুরপাক খেয়েছে তার মনে। শীতল আর সে দুজনেই সাদা কাক। তাই দুজনেই কাল ঠোকর খেয়েছে অফিসে। এই উপমাটাই কাল শমিকে শীতলের খুব কাছে এনে দিয়েছিল। কিন্তু এখন সে ভাবছে এই পুরুষের জগতে শীতল কেন সাদা কাক হতে যাবে? শীতলও তো পুরুষ। শীতলের মাকে নিশ্চয়ই সাদা কাক বলা যায়। কারণ তিনি মেয়ে।

আজকের ঘটনাই ধরা যাক। আজ তাদের নতুন ক্লায়েনটের কাছে যাওয়ার কথা ছিল। সকাল থেকেই শমি একটু নারভাস ছিল। তার প্রধান চিন্তা ছিল সে কীভাবে কাজ করবে তাই। কেননা মোহনকে ইমপ্রেস করতেই হবে। শমি চোখ বুজে নিজেকে ড্রেসিং আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। শুধু ব্রা আর সায়া পরা। বিছানার উপর কয়েকটা শাড়ি ছড়ানো। পাশে পাট-করা বিভিন্ন রঙের কয়েকটা ব্লাউজ। ড্রেসিং টেবিলে বিভিন্ন শেডের নানা পেনসিল। কোনটা ঠোঁটে কোনটা ভুরুতে ঘষার। আজ কোন রঙের শাড়ির সঙ্গে কোন রঙের ব্লাউজ ম্যাচ করবে আবার তার সঙ্গে ম্যাচ করবে পেনসিলের রং শুধু এই ভাবনায় সকালের সময়টা তার নষ্ট হয়েছে। খুব সতর্কভাবে তার আকর্ষণকে জোরদার করে তোলবার জন্য কতগুলো সিগারেট পোড়াতে হয়েছে। ড্রেসিং টেবিলের অ্যাশট্রেটায় স্তূপীকৃত পোড়া সিগারেট তার চোখে পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে ভেসে উঠতে লাগল। অ্যাশট্রেটা যেন শ্মশানের চুল্লী। সিগারেটগুলো যেন পোড়া পোড়া কাঠ। তার আত্মমর্যাদাকে যেন দাহ করেছে শমি অফিসে বেরুবার আগে। কেন? সে মেয়ে। কই শীতলকে তো দত্তকে ইমপ্রেস করার জন্য শরীরটাকে ডালায় সাজিয়ে নিয়ে বের হতে

হয়নি? জব্‌সন তো শীতলের ভাইট্যাল স্ট্যাটিসটিকস নিয়ে মাথা ঘামায়নি? কেন না শীতল পুরুষ।

আজ মোহন দত্তকে ওরা ইমপ্রেস করে এসেছে। অতএব এই অ্যাকাউনট ওদের থাকবে। শমি হাত গুনতে পারে না কিন্তু পুরুষকে সে পড়তে পারে। মোহন দত্ত শমির শরীরে মোলায়েম চোখ বুলিয়ে শীতলকে বোঝাবার জন্য যখন বারবার "পেনিট্রেশন" "পেনিট্রেশন" করছিল তখনই শমি বুঝে নিয়েছে এই কমিউনিকেশন ইনডাসট্রির অ্যাকাউনট তাদের হাতে এসে গিয়েছে।

"কমিউনিকেশন ইনডাসট্রি।" শীতল বেরুবার মুখে শমির মুখে কথাটা শুনে ফ্যাল ফ্যাল করে তার দিকে তাকিয়েছিল। "আপনি যে বললেন, আমাদের ক্লায়েনট খবরের কাগজ?"

শীতল একেবারে ছেলেমানুষের মত সরল, না সত্যিকারের একটি ঘুঘু? এখনও শমি বুঝতে পারছে না।

শমি বলেছিল, "পিতা আদমের যুগে যাকে খবরের কাগজ বলা হত একালে তাকেই কমিউনিকেশন ইনডাসট্রি বলে। চলুন চলুন আরও অনেক কিছু শুনবেন।"

সত্যিই চীফ মারকেটিং একজিকিউটিভের মুখে শীতল আজ অনেক নতুন কথা শুনেছে। যদিও শমি আজকাল কমারশিয়াল জগতের এই সব শাব্দিক উদগারে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। মোহন দত্তকে আজ ওরা দুজনেই খুশী করতে পেরেছে। শমি তার চেহারার বাহার দিয়ে মোহনের যৌন অনুভূতিকে একটু চুমরে দিয়েছে। আর শীতল? তার আপাত আনাড়িপনা দিয়ে মোহনের ইগোকে তৃপ্ত করেছে। কিন্তু এখানেও দুজনের মধ্যে কত তফাৎ। শমিকে ডালায় সাজিয়ে নিয়ে বেরুতে হয়েছে তার শরীরের আকর্ষণীয় সবগুলো উপকরণ। সে যেন

তপসে মাছ ফেরি করে এইমাত্র ফিরল। শরীর সর্বস্ব তার বাইরে এসে তাকে তার বোধবুদ্ধির মূল্যে কি প্রতিষ্ঠিত হতে দেওয়া হবে না? কেন হবে না? এই সব সময়ে একটা অকারণ রাগে শমি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এই সব সময়ে খুব ক্লান্ত মনে হয় শমির। তার সামনে যেন অপার সমুদ্র, একা তাকে সাঁতার কেটে পাড়ি দিতে হচ্ছে। আর কোনও বিকল্প নেই তার। এই সব সময়ে তার একজন বন্ধু পেতে ইচ্ছে হয়। শমি খুঁজতে লাগল। তার কলেজ ইউনিভারসিটি জীবনের সহপাঠিনীরা কেউ আর মানুষ নেই, সব উদ্ভিদ হয়ে গেছে। মানুষের বুদ্ধি থাকে অনুভূতি থাকে। উদ্ভিদের শুধু অনুভূতি। মানুষ গতিশীল। সে থামতে জানে না। উদ্ভিদ শিকড় গাড়ে। মানুষ বুদ্ধিতাড়িত জীব, সে সন্তুষ্ট হতে জানে না। উদ্ভিদ শিকড় গজাবার অনুকূল পরিবেশ পেলেই তুষ্ট। শমি তার সব সহপাঠিনীকে একে একে দেখল। সবাই এখন বোটানিক্যাল গারডেনের নানান ধরনের লেবেল মারা টবে শিকড় গজিয়ে ফুলে ফলে বাহারি পাতায় বাগান আলো করে বসে আছে। ইনি মা। উনি মিসেস। মাতা জায়া ভগিনী কন্যা। এক এক টবে এক এক জন। মানুষ কেউ নয়। কারও উদ্দেশ্য নেই গতি নেই ইচ্ছা নেই সংঘাত নেই সংগ্রাম নেই। সারে জলে পুষ্ট হওয়া সব একান্ত উদ্ভিদ। শমির গা গুলিয়ে উঠল। সেই একমাত্র মেয়ে ওই মানুষের জগতে, কিংবা আরও কেউ হয়ত থাকতে পারে সে জানে না, যে মানুষ হিসাবে তার পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে। তাই এত নাকানি চুবানি খেতে হচ্ছে তাকে। জিতু তাকে জোর করে টবে পুঁততে চেয়েছিল। ছিটকে বেরিয়ে এসেছে শমি।

কিন্তু যাকে সে মানুষের জগত ভেবেছিল, এখন প্রতি পদে বুঝতে পারছে শমি সেটা একটা নিষ্ঠুর অনুভূতিহীন বলদর্পী পুরুষের জগত।

অথবা এটা মানুষেরই জগত। পুরুষেরা নিছক দৈহিক বলের দ্বারা এই মানুষের জগতটাকে সাম্রাজ্যবাদীর মত দখল করে রেখে দিয়েছে। এখানে যা কিছু মানবিক, ধর্ম, সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা, সংস্কৃতি ভাবনা-ধারণা, নায় ভাষা শব্দ ক্রিয়াকর্ম পর্যন্ত পুরুষের নির্ব্যূঢ় স্বত্ব চিরস্থায়ী করার দিকে চোখ রেখে সৃষ্টি করা হয়েছে, অথবা পুরুষের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সে সব বিকৃত করা হয়েছে। এই জগতে শমি, শমিই যথার্থ সাদা কাক। শীতল তা নয়। সেও পুরুষই।

তবুও শীতলকে তার ঠিক জিতু পিনটুর মত মনে হয়নি। অবিশ্যি কাল কতটুকুই বা শীতলকে বুঝতে পেরেছে শমি। শীতল এ অফিসের দীর্ঘদিনের কেরানী শমি তা জানে। তাই পরশু বাড়ি যাবার আগে বস্ যখন তাকে ডেকে বললেন, তিনি একজন জিনিয়াসকে খুঁজে বের করেছেন এই অফিসে, কনসালটানট ফার্মের কমপিউটার ইভ্যালুয়েশন পদ্ধতি যাকে ফাইভ স্টার বলে বেছে দিয়েছে, সে এই অফিসেই কর্তার আমল থেকে কেরানী হিসাবে রট করছিল, তার নাম শীতল সরকার, তাকে তিনি উইথ ইমিডিয়েট এফেকট শমিদের বিভাগে এনে দিচ্ছেন, এবং নতুন অ্যাকাউনট হ্যানড্‌ল করার জন্য তাকে শমির পারটনার করে দিয়েছেন তখন শমি তা বিনাবাক্যে মেনে নিয়েছিল। সে শীতলকে একটু চিনতও। একবার একটা পুরনো অ্যাকাউনট চুকিয়ে দেবার ব্যাপারে শমিকে শীতলের দ্বারস্থ হতে হয়েছিল। শীতলের শান্ত সংযত কর্মদক্ষতা তার ভাল লেগেছিল। সে জানত শীতল অনেকক্ষণ পর্যন্ত কাজ করে। পিনটু ওকে বাড়ি পৌঁছে দিতে গিয়ে ওকে জ্বালাচ্ছিল। তাই তাকে জব্দ করার জন্য শীতলের সঙ্গে তেমন পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও পিনটুকে শুনিয়ে শুনিয়ে শীতলের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে কথা বলেছিল। ফল যা আশা করেছিল শমি তাই

হয়েছিল। পিনটু একেবারে আপ্‌সেট্‌। ওয়ান এগেনসট দ্য আদার। একটা পুরুষের বিরুদ্ধে আরেকটা পুরুষকে লেলিয়ে দাও এই হচ্ছে শমির রণনীতি। কিন্তু কাল শীতলের সঙ্গে কথা বলে শমির মনে হয়েছিল লোকটা সংবেদনশীল। বিবেচনা সম্পন্ন। বন্ধু হিসাবে এমন একটা লোক পেলে মন্দ হয় না। কিন্তু শীতলকেই বা সে তার উদ্ধার কর্তা ভাবছে কেন? উদ্ধার কর্তা। ননসেনস।

এমন একটা অদ্ভূত ধারণা শমির মনে এল দেখে সে নিজের উপরই বিরক্ত হয়ে উঠল। শমি কি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে? তাই এখন তার হিন্দী ফিলমের হিরোইন সাজবার সাধ গজাচ্ছে মনে?

এক ধাক্কায় শমি নিজেকে জাগিয়ে তুলল। এতক্ষণ পরে সিগারেট খাবার ইচ্ছে হল তার। একটা সিগারেট ধরিয়ে সে যেন নিজেকে ফিরে পেল। ফিরে এল তার নিজের সত্তায়।

হিন্দী ফিলমের হিরোইন?

রসাল গোলাল এক চিরকেলে অবলা। জীবনে যার একটাই মাত্র কাজ—ধর্ষণোদ্যত এক পুরুষের, ভিলেনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারস্বরে "মুঝে বচাও, মুঝে বচাও" চিৎকার তুলে সারা ফিলম দাপিয়ে বেড়িয়ে পরিশেষে উদ্ধার কর্তা এক পুরুষের, হিরোর, গলায় গিয়ে ঝুলে পড়া। বলাই বাহুল্য সেখানে আমাদের রূপসী হিরোইনের জন্য পরিপাটি করে পাতা আছে একটা ফুল-বিছানা। মেয়েদের পারমানেনট অ্যাড্রেস।

হিন্দী ফিলমের সব চাইতে লোভনীয় নারী চরিত্রের এই হচ্ছে ছাঁচে-ঢালাই চেহারা। এবং এই হচ্ছে তার গন্তব্যস্থল। পুরুষের বিছানা। পুরুষের লেখা উপাখ্যান, পুরুষের লেখা চিত্রনাট্য, পুরুষের দেওয়া ডিরেকশান। মেয়েদের জন্য পুরুষেরা শুধু এই একটি ভূমিকা

বেছে রেখেছে।

শুধু হিন্দী ফিলমেই নয় শমি, বাস্তব জীবনেও তোমার জন্য এই ভূমিকা বরাদ্দ। টেক ইট অর কুইট। হয় এটা মেনে নাও নয় কেটে পড়। তোমার সামনে শুধু এই বিকল্প আছে।

শমি সিগারেট শেষ না করেই অ্যাশট্রেতে টিপে দিল।

এই যে শমি, স্ক্রিপটটা দেখ।

না না। শমি দু হাতের তালুতে মুখ গুজে ফেলল।

পড় শমি পড়।

না না।

তুমি স্টার শমি। তুমিই সেই চিরন্তন অবলা। তোমার সুন্দর মুখের, তোমার নিটোল বুকের, তোমার শরীরের সেকস অ্যাপীলের, সমস্ত উৎসের ক্লোজ আপ আছে এই চিত্রনাট্যে। দেখ স্ক্রিপটটা। পড়।

না না।

ইউ আর কোয়াইট এ ডিস শমি।

না না।

না! হোয়াট ডু ইউ মীন বাই না? তুমি কি জান না বস্ তোমাকে কত ফেভার করেন?

জানি।

তবে? তিনি কি তোমার সব কমপিটিটারকে ওভাররাইড করে নতুন অ্যাকাউনটটা তোমাকে দেননি?

দিয়েছেন। কেন না শীতলের দক্ষতা সম্পর্কে তিনি ওভার সিওর।

কিন্তু বিশ্বের প্রথম হিউমাপিউটারের মা হবার গৌরব? কমপিউটারকে দেহদানের প্রথম সুযোগ? এটা তিনি কাকে অফার করেছেন? তোমাকে নয়?

হ্যাঁ। আমি শীতলকে সে-কথা বলেছি। শীতল প্রচণ্ড রেগে উঠেছিল। উঃ সে কী ভায়োলেনস! আমি কিছুতেই তা ভুলতে পারছি নে।

কিন্তু পিনটু শুনলে কি বলত?

একটা অশ্লাল মন্তব্য করত। বড় জোর বস্তাপচা একটা স্মার্ট জোক আমাকে উপহার দিত। হয়ত বলত হ্যাপি ড্রিম শমি। আমি শিগগিরই নিজেকে কমপিউটারে চেনজ করে ফেলছি। এ কমপিউটার উইথ এ রিয়েল হিউম্যান কক। এই তো পিনটুর বিদ্যেবুদ্ধির দৌড়। ভাবে ইংরাজিতে বললেই বোধ হয় সব বোকামি রসিকতা হয়ে ওঠে।

কিন্তু শীতল অত রেগে গেল কেন?

এই প্রশ্নের মুখে শমি থমকে গেল। সহসা সে কোনও উত্তর খুঁজে পেল না। সে কেমন বিভ্রান্ত বোধ করতে লাগল। মুখ তুলে ফাঁকা ঘরখানার দিকে টালুমালু চাইতে লাগল। অবশেষে একটা সিগারেট ধরাল।

উত্তর দাও। শীতল হঠাৎ ক্ষ্যাপার মত দপ করে রেগে উঠল কেন?

আমি জানি নে। কাল থেকে ভাবছি। একটা কথাই শুধু ভাবছি। কিন্তু প্রাণ ধরে তা বিশ্বাস করতে পারছি নে। তাই তো আজ ওকে লানচে নিয়ে যেতে চাইছিলাম। ভেবেছিলাম সংশয়টা মিটিয়ে নেব। কিন্তু শীতলকে তো পাওয়াই গেল না। আমাকে এড়িয়ে গেল কি না কে জানে?

শমি ওর লাইটারটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল।

আমার হিউমিলিয়েশনে শীতলের রাগ হবার হেতু কী? বস্-এর ওই রকম একটা অপমানজনক প্রস্তাবে তার গালে তক্ষুনি একটা

থাপ্পড় মারা আমার উচিত ছিল। তা না মেরে যে অপমান আমি হজম করলাম সেই অপমান শীতলের গায়ে জ্বালা ধরাল, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য ? না সবটাই আমার কল্পনার সৃষ্টি ? এটাই আমাকে জানতে হবে।

কিন্তু এর তো আরও ব্যাখ্যা থাকা সম্ভব শমি।

কী ব্যাখ্যা ?

সব চাইতে সহজ ব্যাখ্যা যেটা তা এই। পিনটু জিতুদের সম্পর্কে তোমার মোহভঙ্গ সম্পূর্ণ হয়েছে। তুমি দেখেছ শীতল ওদের মত নয়। তাই তোমার শীতলের মত একটা অবলম্বন দরকার হয়ে পড়েছে।

শীতল অনেক বেশী ম্যাচিওর।

শীতল একটা ছাপোষা সাধারণ কেরানী ছাড়া কিচ্ছু নয়।

শীতল অনেক সোবার।

এই বয়সের লোককে বাইরে থেকে অনেক সময় এ রকম মনে হতে পারে।

শীতল অনেক নির্ভরযোগ্য।

এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ তোমার হাতে নেই।

শীতল একটা মূল্যবোধে বিশ্বাস করে।

শীতল একটা বুদ্ধু।

শীতল ওপর চালাক নয়।

শমি তোমার স্ক্রিপট আমি পড়ে ফেলেছি। এটাও আদতে সেই হিন্দী ফিলমের স্ক্রিপট শমি।

হিন্দী ফিলমের স্ক্রিপট ?

হ্যাঁ। আধুনিক শহরের একটা ক্লান্ত ওয়ারকিং গার্ল এর নায়িকা। শহুরেপনা যার ভিলেন। গ্রাম্য সরলতা যার হিরো। আর হিরোইন

সেই চিরন্তন এক ড্যামজেল ইন ডিসট্রেস। অফিসে চাকুরিরত এক মেয়ে নিঃসঙ্গতা থেকে, প্রাত্যহিক গ্লানির হাত থেকে, মুক্তি পেতে চাইছে শমি। বয়স্ক এক নায়ক এখানে তোমার সেই বিপন্না নায়িকার উদ্ধার কর্তা। খুব কাঁচা গল্প।

কাঁচা গল্প।

হ্যাঁ শমি, তাই। একেবারে অবাস্তব এক ইচ্ছাপূরণের কাহিনী।

একেবারে অবাস্তব?

একেবারে অবাস্তব? আমাদের জীবনে কোনও কিছুর থেকেই আমাদের মুক্তি নেই। আমাদের উদ্ধার করার জন্য স্বর্গ মর্ত্য পাতালে কোথাও কোনও ত্রাণকর্তা নেই।

কোথাও নেই?

নেই শমি। নেই।

২

যোগীনের ঘরে লোক ছিল। শীতল ভাবল চলে যায়। যোগীন তাকে পাশের ঘরে বসতে বলল।

বলরাম, যোগীনের দফতরের এক ক্লাস থ্রি, তাকে যত্ন করে বসাল।

বলরাম বলল, ইউনিয়ন। কোমপানির সঙ্গে নতুন করে লেখাপড়া হচ্ছে। সই হয়ে গেছে, এখন এগ্রিমেনট ক বছরের জন্য হবে, তিন বছর না পাঁচ বছর, তাই নিয়ে হ্যাঁচকা হেঁচকি।

বলরামকে শীতল চেনে।

বলল, "তাহলে কিছু পাওয়া যাবে, কি বল?"

বলরাম হাসল। "তাতে আপনার কি স্যর?"

স্যর! বলরাম বেশ শিষ্টতা দুরস্ত। কদিন আগে হলে সে দাদা বলত।

"অফিসাররা ইউনিয়নের বাইরে।" বলরাম একটা ফাইল ওলটাতে ওলটাতে বলল, "আমিই তো স্যর আপনার চিঠিখানা টাইপ করলুম।"

বলরাম পকেট থেকে সুপুরি বের করে মুখে পুরে দিল। এয়ার কনডিশনে এসে শীতল বেশ আরাম বোধ করছিল। শমির সঙ্গে লানচটা খেয়ে এলেই বোধ হয় ভাল হত।

কিন্তু যোগীনের সঙ্গে তার দরকার আরও জরুরি। তার প্রভিডেনট ফানড গ্র্যাচুইটির ব্যবস্থা সে করেই ফেলতে চায়। কিন্তু তার জন্য এত তাড়াই বা কেন? যোগীন কিছু পালিয়ে যাচ্ছে না। টিফিনের পরে এলেও হত। না তখন শমির সঙ্গে সে কাজে থাকবে। তখন ওঠা যেত না। সে যোগীনের ঘর থেকে একবার ঘুরে আসতে চায়। শমি জিজ্ঞেস করত, কেন?

একথা সে জানতে চাইতেই পারে। কী জবাব দিত শীতল? করবীর ব্যাপারটা এত গোলমেলে যে অল্প কথায় ব্যাখ্যাও করা যায় না।

তার নিজের কাছেই কি ব্যাপারটা পরিষ্কার? না। মোটেই না। করবী কে? এই প্রশ্নের একটিই নির্ভুল উত্তর শীতলের জানা। করবী রুবির মা। এই উত্তর মেলাতে কোনই অসুবিধে নেই। কিন্তু করবী শীতলের কে? এ প্রশ্নের কী উত্তর? শীতল বোবা। কেন না এ প্রশ্নের উত্তর নেই।

তবে আপনি আমাকে মিথ্যে কথা বলেছিলেন কেন? শমি বলতে পারে। আপনি ওকে আমার কাছে আপনার মিসেস বলে

পরিচয় দিয়েছিলেন কেন ?

আমি ? না কক্ষনো না।

ইউ আর এ লায়ার। আপনি আমাকে বলেছেন। আপনার মিসেস আছে। আপনার এক মেয়ে আছে।

আর আপনি বলেছিলেন ছোট পরিবার সুখী পরিবার।

এখন তো দেখছি বেশ মনে পড়ছে। ইউ আর এ চীট।

কিন্তু কথাটা দেখছি আপনারই মনে নেই। আপনিই আমাকে টেলিফোনে জিজ্ঞেস করেছিলেন আপনাদের বাড়িতে মিসেস ছাড়া আর কে আছেন ? প্রশ্নটা আমি করিনি।

হ্যাঁ। কিন্তু আপনি তার উত্তরে বলেছিলেন আর এক মেয়ে।

হ্যাঁ যা সত্যি তাই বলেছি। ও বাড়িতে করবী রুবি আর আমি —আমরা এই তিনজনই থাকি। করবীরই বাড়ি ওটা।

কে করবী ?

করবী রুবির মা।

আপনি ওদের কে ?

রুবি আমাকে বাবা বলে। খুব ছোট বয়সে রুবির বাবা মারা যায়।

আপনার এই হেঁয়ালী আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে।

পারার কথাও নয় শমি। তবে আমি যা বলছি তার সবটাই সত্য।

যোগীনের ঘর থেকে ইউনিয়নের লোকেরা বেরিয়ে যেতেই যোগীন ওকে ডাকল।

শীতল সামনের একটা চেয়ারে বসতেই যোগীন বলল, "আয় দুজনে দুটো সিগারেট ধরিয়ে চুপ করে কিছুক্ষণ গুষ্টিসুখ উপভোগ করি।"

সিগারেট ধরিয়ে যোগীন বলল, "গুষ্টিসুখ কথাটা কার মুখে শুনি

তোর মনে আছে ?"

শীতল হাসল। বলল, "সৈয়দ মুজতবা আলীর মুখে।"

যোগীন বলল, "কোনও কোনও লোকের কিছু কিছু কথা বোধহয় সর্বদাই বেঁচে থাকে।"

শীতল এবার চুপ করে সিগারেট টানতে লাগল।

যোগীন বলল, "নে বল, কী বলবি ?"

শীতল বলল, "গ্যাখ হঠাৎ আমার মনে পড়ল আমার গ্র্যাচুইটি কি প্রভিডেনট ফানডের নমিনি করিনি।"

"সে কী রে।" যোগীন বেল টিপতেই বলরাম ঢুকল। "গ্যাখ তো এর প্রভিডেনট ফানড গ্র্যাচুইটির নমিনেশন অরডারে আছে কি না ?"

বলরাম একটু পরেই শীতলের ফাইলটা এনে যোগীনের সামনে খুলে রেখে দিল।

"না স্যর, নমিনি করা নেই।"

যোগীন বলল, "নে তবে করে ফ্যাল।"

"এই ব্যাপারেই তোর একটু পরামর্শ চাই।"

যোগীন বলল, "কী পরামর্শ ?"

শীতল বলল, "ধর, আমি এমন কাউকে আমার নমিনি করতে চাই, যার সঙ্গে আমার কোনদিক থেকেই কোনও সম্পর্ক নেই, তারপর ধর, রিটায়ার করার আগে যদি মারা যাই আর আমার রক্তের সম্পর্কের নিকটাত্মীয় কেউ এসে যদি দাবি তোলে, তাহলে আমি যাকে নমিনি করলাম টাকাটা সে পাবে কি না ? তোদের আইন কী বলে সেইটে আমাকে বলে দে।"

যোগীন বলল, "দেখতে হবে। ওহে প্রভিডেনট ফানড গ্র্যাচুইটির

অ্যাকট দুটো আন তো।”

বলরাম বেরিয়ে যেতেই যোগীন বলল, “পাঁয়তারা তো হল। কাকে নমিনি করতে চাস এখন তাই বল তো।”

শীতল সোজাসুজি বলে ফেলল, “অনিলের বউকে।”

বলরাম দুখানা বই নিয়ে যোগীনের সামনে রাখতেই যোগীন বলল, “শোন, এখন আর আমার কোনও দরকার নেই। তুমি বরং খেয়ে এস।”

“স্যর, আপনার জন্য কিছু আনব ?”

যোগীন জিজ্ঞেস করল, “কি রে ধোসা টোসা খেতে চাস ?”

শীতল বলল, “মন্দ কী ?”

বলরামের হাতে টাকা দিতে দিতে যোগীন বলল, “তাহলে আমাদের জন্য দুটো মসলা ধোসা এনো। তাড়াহুড়োর দরকার নেই। বুঝেছ।”

ঘাড় নেড়ে বলরাম চলে গেল। যোগীন প্রথমে গ্র্যাচুইটি অ্যাকটের পাতা ওল্টাতে লাগল। এক জায়গায় এসে বলল, “নমিনেশন নমিনি হ্যাঁ। এই যে।”

শীতল হঠাৎ খুব নারভাস হয়ে পড়ল। যেন অন্য কোনও রকম রায় দিয়ে দেবে যোগীন। বলবে, না শীতল হয় না। তার বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। সে কি করবে বুঝতে না পেরে একটা নতুন সিগারেট ধরাল।

যোগীন বলল, “আনম্যারেড এমপ্লয়ী যাকে ইচ্ছে নমিনি করতে পারে। এনি পারসন বলে গ্র্যাচুইটি অ্যাকটে বলা আছে।”

শীতলের বুক থেকে একটা বোঝা নেমে গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গে ওর বুকে খচ করে একটা খোঁচা লাগল। করবীকে সে অনিলের বউ বলল কেন ?

বা রে। করবীকে না হলে যোগীন চিনবে কি করে?

একটা কৈফিয়ৎ খাড়া করে তুলল বটে শীতল, কিন্তু তাতে তার মনের খচখচানি গেল না। আইনের বয়ানে এনি পারসন বলতে যা বোঝায় করবী কি তার কাছে তাই। শীতলের কেমন যেন মনে হতে লাগল, সে করবীর প্রতি নিষ্ঠুরের মত আচরণ করেছে। করবী কি তার এনি পারসন্?

যোগীন শব্দ করে প্রভিডেনট ফানড অ্যাকট অ্যামেনডমেনটস অ্যানড ইনটারপ্রিটেশনস-এর মোটা বইখানা বন্ধ করে বলল, "নে তোর সমস্যা মিটল। এখানেও সেই একই বয়ান। কাজেই তুই এবার নিশ্চিন্তমনে শ্রীমতী করবী গাঙ্গুলিকে তোর নমিনি করে দে। আজই করে দিয়ে যা।"

শীতল চমকে উঠল।

"করবীর নাম তোর মনে আছে?"

যোগীন বলল, "তা থাকবে না কেন? এখন বলরাম যা তখন তো আমি এই ডিপারমেনটে তাই। ইন ফ্যাকট অনিল গাঙ্গুলির পাওনাগনডা তার বিধবার হাতে তুলে দেওয়ার ব্যাপারটাতেই আমার হাতে খড়ি। চক্কোত্তিদা আমাকে প্রায় পাগলা করে ছেড়েছিলেন।"

শীতলকে যোগীন যেন চাবকে দিল। না না যোগীন নয় যোগীন নয়, করবী। করবীকে সে কি না অনায়াসে অনিলের বউ বলে দিল। শীতলের মুখে আটকাল না। একটা ক্ষতকে শীতল যেন আঁচড়ে দিয়েছে। তার প্রচণ্ড যন্ত্রণায় শীতল অস্থির হয়ে উঠল।

"আচ্ছা শীতল," যোগীন একটা সিগারেট ধরিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুই মিত্তির অ্যানড ডাটসন বলে কোনও ফারমের নাম শুনেছিস?"

"আবার সন?" শীতল ক্লান্ত স্বরে জবাব দিল। "এক জবসনের

ঠ্যালাতেই অস্থির।"

"কেন জবসন তোর কোন পাকা ধানে মই দিয়েছে?"

মই নয় বামবু দিয়েছে আমাকে। শীতল রাগে ফেটে পড়ল। আমার এতদিনকার সব কিছু একেবারে তচনচ করে দিয়েছে। তার সব রাগ জবসনের উপরে গিয়ে পড়ল।

শীতলকে নিরুত্তর দেখে যোগীন জিজ্ঞেস করল, "জটাই মিত্তির বলে কাউকে চিনিস?"

শীতল যোগীনের দিকে এবার ফ্যাল ফ্যাল করে চাইল। জটাই মিত্তির? নামটা ওকে ঘা মারছে কেন?

"মিত্তির অ্যানড ডাটসন হচ্ছে একটা অ্যাটরনি ফারম। আমি ওদের কিছু কাজ করি।" যোগীন বলল, "জটাই মিত্তির ওই ফারমের মালিক। ওঁর ছেলে হাবুল আমার বন্ধু।"

জটাই মিত্তির? নামটা শীতলের মাথায় ক্রমাগত গুঁতো মারছে।

"আচ্ছা, পাথুরেঘাটায় তোদের কেউ থাকে?"

উকিল কাকা! যোগীন পাথুরেঘাটার নাম করতেই শীতলের মাথার মধ্যে বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে উঠল। জটাই। জটাধর মিত্র। শীতলের গলা বুক শুকিয়ে কাঠ।

শীতলকে এতদিনে খুঁজে পেয়েছে ওরা। প্রচণ্ড ভয়ে কুঁকড়ে গেল শীতল। মাকে ওরা পথে বসিয়েছিল। এবার করবীকে রুবিকে ওরা পথে বসাবে। এবার পালাতে চাইল শীতল। পারল না।

তুই তোর বাবার মতই আয়েসী শীতল। এত ঝক্কি তোর পোষাবে না। শুধু কটা দিন সবুর কর।

কলকাতায় দরিদ্রতম এক হাসপাতালের ফ্রি বেডের পূতিগন্ধে শীতলের পেট গুলিয়ে উঠল। ওয়াক ওয়াক। মায়ের পাশের বেডে

এক পেসেনটের মুখ দিয়ে বড় একটা ক্রিমি বমির সঙ্গে বেরুল। বিছানায় পড়ে সেটা কিলবিল করছে।

ওদিকে তাকাসনি শীতল। মা এখন নাকি সুরে কথা বলে। গলার জোর আর কিছুই নেই। আমাকে পুড়িয়ে টুড়িয়ে শ্রাদ্ধটা সেরে তুই ও বাড়ি চলে যাস। সুখে থাকবি।

"তোর ফাইলটা আগে আমি দেখিনি," যোগীন বলল। "আজ দেখলাম। দেখে মনে হল ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরও আমরা কত কম চিনি। তুই যে শীতলচরণ তা আমি আজ জানলাম। আমার ধারণা ছিল তুই শীতলচন্দ্র। তোরা যে ঘোষ সরকার তাও তো তোর ফাইলটায় নজর না পড়লে এখন জানতে পারতাম না। আশ্চর্য। আমার ধারণা ছিল তুই সরকার।"

কেমন একটা ছমছম ভয়ে শীতলের শরীরে মাঝে মাঝে কাঁটা দিচ্ছে। সে চুপ করে বসে আছে। সতর্কভাবে লক্ষ্য করে যাচ্ছে যোগীনের প্রত্যেকটি কাজ। যোগীনের কাছে এ ব্যাপারে পরামর্শ নিতে আসাটা উচিত হয়েছে কিনা সে বুঝতেও পারছে না।

"তোর বাবার নাম তো দেখলাম শিবচরণ।"

তাতে কি কোনও অপরাধ হয়েছে যোগীন? আমার বাবা শিবচরণ সেই কারণে আমি কি করবীকে আমার নমিনি করতে পারব না? যোগীন কী বলতে চায়? কী করতেই বা চায় সে? একটা ব্যাপার তো পরিষ্কার বুঝতে পারছে শীতল যে যোগীন তার পুরো পরিচয়টা উদ্ঘাটিত করতে চাইছে।

যোগীন শীতলের দিকে চোখ রেখে বলে চলল, "তুই শীতলচরণ তোর পিতা স্বর্গত শিবচরণ এবং তোরা ঘোষ সরকার। এতগুলো জিনিস একসঙ্গে মিলে যাওয়াটা নিছক একটা দৈব ঘটনা হতে পারে না।"

"যোগীন তোর মতলব কী, খুলে বল তো ?" শীতলের গলা চিরে এমন একটা শুকনো আওয়াজ বের হল যাতে শুধু যোগীনই নয় শীতল নিজেও চমকে উঠল। গলাটা পরিষ্কার করবার জন্য শীতল বার বার কাশতে লাগল।

"কোনও কুমতলব নেই তা বলতে পারি।" যোগীন হাসল। তারপর আবহাওয়াটা হালকা করার জন্য ঠাট্টা করে বলল, "ধরে নিতে পারিস আমি এখন ব্যোমকেশের মত সত্যান্বেষণে ব্যাপৃত। তোর উপরেই হাত পাকাতে শুরু করেছি। কী, কো-অপারেট করবি তো ?"

যোগীন এমনভাবে কথাটা বলল যে শীতলের মনের মেঘ অনেকটা কেটে গেল।

"কেন," শীতল ম্লান হেসে যেন আত্মসমর্পণ করল, "আমি কি ফেরারী আসামী ?"

যোগীন হাসতে হাসতে বলল, "আসামী কি না জানিনে। তুমি সেই লোক কি না তাও জানিনে। তবে একজন ফেরারী লোকের সন্ধানেই আমরা আছি বটে। নে সিগারেট ধরা।"

"গোয়েন্দাদের সিগারেটে শুনেছি এমন সব আরক মেশানো থাকে যা ধোঁয়ার সঙ্গে পেটে ঢুকে সন্দেহভাজন ব্যক্তির পেটের কথা টেনে বের করে আনে। অতএব সত্যান্বেষীর সিগারেট খেয়ে আমার দরকার নেই। আমি আমারটা খাই। তুইও বরং এটা ট্রাই করে ছাখ।"

শীতল অনেকটা সামলে নিয়েছে। সে প্যাকেটটা যোগীনের দিকে এগিয়ে দিল। নিজে একটা ধরাল।

যোগীন কথা বলতে গিয়ে দেখে শীতল হঠাৎ আনমনা হয়ে গিয়েছে। তার ঠোঁটে বিচিত্র একটা হাসি খেলে বেড়াচ্ছে। যোগীন

চুপ করে রইল।

শীতল বলল, "কোইনসিডেনসকে একেবারে উড়িয়ে দিস নে যোগীন। পরশু সন্ধ্যায় শমি সিনহা ফোনে আমার সঙ্গে কথা কইছিলেন। তখন লোড শেডিং হয়েছে। তাই শুনে তিনি বলে বসলেন এই অন্ধকারে অফিসে বসে কী করছেন? অফিসের সিকরেট পাচার করছেন না কি? তার মানে তার চোখে আমি এক সাসপেকট। আবার সেই অফিসেই আজ, এখন, সেই আমাকেই আরেকজন অফিসারের সামনে সাসপেকট হয়ে বসে থাকতে হয়েছে। এটাকে কি বলবি?"

যোগীন হাসল। "তোর বরাত। আর কী বলব।"

"নে। এবারে তাহলে তোর সত্যান্বেষণ শুরু কর। বরাতে কী আছে দেখি।"

যোগীনের বেয়ারা দুটো প্লেটে দুজনকে মসলা ধোসা সাজিয়ে দিয়ে গেল। আর জল। যোগীন তাকে বলল, "বলরামকে বল, এখন ঘরে যেন কেউ না ঢোকে।"

ধোসা খেতে খেতে যোগীন বলল, "মিত্তির অ্যানড ডাটসন অ্যাটরনি ফার্মের জটাই মিত্তির কিছুদিন ধরে একজন ফেরারী লোককে খুঁজছেন। তার মা ছোটবেলায় তাকে নিয়ে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান।"

যোগীনের কথা শুরু হতে না হতে শীতল অনুভব করল তার প্রত্যেকটি স্নায়ু যেন অত্যন্ত সজাগ হয়ে যোগীনের কথাগুলো শুনছে। এমন কি যোগীন যে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান বলল, বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান বলল না, সেটাও লক্ষ্য করল।

"তারপর থেকে তাদের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।" যোগীন

হঠাৎ যেন ছেদ টেনে দিল। "এই হল কাহিনী। বা ঘটনা।"

এবার জল খেল যোগীন। মুখ মুছল। তারপর সিগারেট ধরাল।

যোগীন বলল, "জটাই মিত্তির এখন সেই লোকটিকে চাইছেন। যে কোনও লোক প্রমাণ সহ যদি কয়েকটা শর্ত পূরণ করতে পারে তাহলে জটাই মিত্তির তাকে সেই লোক হিসাবে মেনে নেবেন।"

শীতলের খাওয়া শেষ হল। জল খেল গেলাস উপুড় করে। সিগারেট ধরিয়ে লম্বা টান দিল। শীতল প্রথম দিকে অত ভয় পেয়েছিল কেন?

শীতল শান্তভাবে ধোঁয়া ছেড়ে জিজ্ঞেস করল, "শর্তগুলো কী?"

"যথা," যোগীন বলল, "তার নাম শীতলচরণ হতে হবে। তাকে স্বর্গত শিবচরণের ঔরসে এবং স্বর্গতা অথবা জীবিতা হিরণ্যপ্রভা ওরফে আশালতা ওরফে লাবু নাম্নী কোনও রমণীর গর্ভে জন্ম নিতে হবে। তার কৌলিক পদবী ঘোষ সরকার হতে হবে। এবং তাকে পাথুরিয়া-ঘাটার ঘোষ সরকার পরিবারের পৈতৃক ভদ্রাসন শিবালয়ে বাংলা সন ১৩৪২-এর ২০ আশ্বিন বৃহস্পতিবার দিবা ৯।২৬।৩৯-এ বৃশ্চিক রাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বিংশোত্তরী শনির দশায় ভূমিষ্ঠ হতে হবে। সব মুখস্থ হয়ে আছে। দেখছিস তো।"

যোগীন দেখল শীতলের চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে। ওর মনে একটা প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে যেন। সে চুপ করে গেল। যেন শীতলকে সামলে নেবার জন্য সে সময় দিচ্ছে তাকে।

একটা গোটা সিগারেট শেষ করতে করতে শীতল সামলে নিল নিজেকে।

ক্লান্ত স্বরে শীতল জিজ্ঞেস করল, "এতদিন পরে এরা লোকটিকে চাইছেন কেন?"

যোগীন বলল, "জয়েন্ট ফ্যামিলি এতদিনে ভেঙেছে। পারটিশন হবে। শীতলচরণ একজন আইনসঙ্গত শরিক।"

হঠাৎ শীতল যেন এক ঝটকায় নিজেকে গুছিয়ে নিল।

বলল, "আমি এক শীতলচরণ ঘোষ সরকার বটে। আমার পিতার নাম শিবচরণ এবং মাতার নাম হিরণ্যপ্রভা ওরফে আশালতাও বটে, লাবু কিনা মনে নেই। তবে আমার জন্ম তারিখ ম্যাট্রিকুলেশন সারটিফিকেট অনুসারে ১৯৩৪ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর। তারিখ কত মনে নেই। অফিসে থাকা সম্ভব। হ্যাঁ পাথুরেঘাটায় কোনও এক শিবালয়ের বাসিন্দা শিবকিংকরদের সঙ্গে আমার মা মামলা করে গিয়েছেন।"

শীতল থামল। যোগীন লক্ষ্য করল শীতলের চোখ মুখ হঠাৎ অস্বাভাবিক রকম উজ্জ্বল হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

শীতল বলে উঠল, "কিন্তু ওরা আমার ধরা ছোঁয়া পাবে না।"

"কেন?" যোগীন সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল।

"আমি যে সেই শীতলচরণ তোমার জটাধর তা প্রমাণ করবেন কী দিয়ে? সমস্ত প্রমাণ আমি মায়ের সঙ্গে তার চিতায় তুলে দিয়েছি।"

হা হা করে শীতল হেসে উঠল। তারপর হঠাৎ আবার চুপ করে গেল। তুমি ভেবো না করবী। শীতল তাকে সাহস দিতে লাগল, জটাধর আমাকে তোমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। তোমার হয়ে আমি লড়ে যাব। তোমাদের ফেলে আমি পালাব না করবী। দেখছ তো মাকে ফেলে আমি পালাইনি।

আর তক্ষুনি শীতলের জরুরি কথাটা মনে পড়ে গেল।

"যোগীন করবীর ব্যাপারটা মিটিয়ে দে। যদি আমার কিছু করবার থাকে করে চলে যাই।"

"করবীর ব্যাপার?" যোগীন প্রথমটায় ঠিক বুঝতে পারল না। তার পরই তার মনে পড়ল। "ওঃ নমিনি। নো প্রবলেম। এক্ষুনি হয়ে যাবে।"

যোগীন বেল টিপল। বলরাম ঢুকল।

যোগীন বলল, "এর নমিনেশনটা ঠিক ঠাক করে দাও।"

বলরাম শীতলকে বলল, "নমিনির নামটা বলুন স্যার।"

বলরাম নোটবুক পেন্সিল উঁচিয়ে খাড়া।

শীতল ধীর ভাবে বলল, "করবী গাঙ্গুলি।"

"রিলেশন স্যর?"

শীতল কিছু বলবার আগেই যোগীন বলল, "এখন ওটা ফাঁকা রেখে দাও।"

যোগীনের মুখের দিকে শীতল চাইল। না, কথাটা সহজভাবেই বলেছে যোগীন।

"এ ব্যাপারে," বলরামকে লক্ষ্য করে যোগীন বলল, "আইনের কথাটা যখন এই রকম যে এমপ্লয়ী যেখানে ম্যারেড নয়, শুনে রাখ হে, ম্যারেড নয়, হি ক্যান নমিনেট এনি পারসন, তখন আর রিলেশনের ব্যাপারটার এই সব কেস-এ আর গুরুত্ব রইল না। যাও সব তৈরি টৈরি করে নিয়ে এস।"

বলরাম চলে যেতেই শীতলও উঠল।

যোগীন বলল, "উঠছিস কি বোস। ঝামেলাটা চুকিয়ে দিয়ে যা। একটা সই লাগবে।"

শীতল অপ্রস্তুত হয়ে বসে পড়ল। যোগীন একটা সিগারেট এগিয়ে দিল। শীতল বিনাবাক্যব্যয়ে ধরাল সেটা। দুজনেই চুপ।

যোগীনই প্রথম মুখ খুলল।

"একটা কথা বুঝতে পারছি না শীতল, তুই ওগুলো সব পুড়িয়ে ফেলতে গেলি কেন?"

শীতল কথাটা ধরতে পারল না। যোগীনের কথায় বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কী আবার পুড়ি'য় ফেললাম?"

"জরুরি কাগজপত্রগুলি।"

সে কি আজকের কথা! তখন আমি কত ছেলেমানুষ। আমার বি-এ পরীক্ষার রেজালটই তখন বেরোয়নি। মা মারা গেল। মাথার উপর কেউ নেই। দারিদ্র্য, অনিশ্চয়তা। কী ভেবে কী করেছি তা কি জানি। তা ছাড়া অত সব কাগজপত্তর রাখতামই বা কোথায়? নিজের মাথা গোঁজবার ঠাঁই ছিল না, তাছাড়া ওসব রেখেই বা কি চতুর্বর্গ ফল লাভ হত? শীতল এসব কথা যোগীনকে বলতে পারত। বলল না। কিছুক্ষণ ধরে সিগারেটের ধোঁয়ার এলোমেলো গতিবিধিই লক্ষ্য করে যাচ্ছিল।

"ওসব কথা আমি কখনও ভাবিনি যোগীন।" যা সত্য, শীতল তাই বলল।

"আমি হয়ত ঠিক জানিও নে কেন ওসব পুড়িয়েছি।" শীতলের স্বরে এক নৈর্ব্যক্তিক বিষণ্ণতা।

"তবে"—শীতল মাঝপথে থেমে গেল। সে কিছু ভাবছে। এক মনে সিগারেট টানছে।

"তবে?" যোগীন জিজ্ঞেস করল।

"এখন একটা কথা মনে হচ্ছে যোগীন।" শীতল যোগীনের দিকে বিপন্নভাবে চাইল।

"জানি নে সেটাও ঠিক কি না।"

শীতলের কানে এখন কোনও শব্দ ঢুকছে না কেন? যোগীনের

ঠোঁট দুটো নড়তে দেখে শীতল বুঝল সে কিছু বলতে চাইছে। বলরাম ঢুকল। সে তাকে দেখল। কিন্তু কোনও আওয়াজ পেল না। বলরাম ফাইলটা তার সামনে রাখল। যোগীন তাকে কি বলল। বলরাম চলে গেল। ওরা কি এখন মূকাভিনয় শুরু করল না কি? না শীতলই কালা হয়ে গেল হঠাৎ? না সে তো কালা নয়। তার কানে চিতার আগুনের একটা জোরাল শব্দ সে তো শুনছে।

"আমার এখন মনে হচ্ছে যোগীন", আগুনের গনগন গনগন আওয়াজ, মাঝে মাঝে কাঠের চটপট চটপট শব্দ, এ সব ছাপিয়ে শীতল তার নিরুত্তাপ গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে, "আমি বোধহয় আমার মাকে তার চিতা শয্যায় আশ্বস্ত করতে চেয়েছিলাম।"

"বোধহয় তাকে বিশ্বাস করাতে চেয়েছিলাম যে তাকে আমি ছেড়ে যাব না।"

কারা যেন খুব দূরে মড়া কান্না কাঁদছে। কে যেন অস্পষ্ট স্বরে তাকে বলছে খোকাবাবু কাগজগুলো দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে মার। না হলে এদিকে ওদিকে উড়ে যাবে যে। জানো না অগ্নির উপরে বায়ুর অধিষ্ঠান।

শীতল বলছে, "আমার উপর মায়ের কোনও ভরসা ছিল না যোগীন। মা প্রায়ই আমাকে বলত তুই তোর বাবার মতই আয়েসী শীতল। এ সব ঝক্কি ঝামেলা পোয়ানো তোর কাজ নয়। আমাকে মরতে দে শীতল, কটা দিন সবুর কর, তারপর তুই তোদের বাড়ি চলে যাস। সুখে থাকবি। তার আগে আমার পিণ্ডিটা দিয়ে যাস।"

শীতল হাসল। বিষণ্ণতার ছোঁয়া কোথাও নেই তার চোখে মুখে। তার মুখটা এখন বৃষ্টি ধোয়া পাতার মত উজ্জ্বল।

শীতল বলছে, "পাছে কোনদিন মার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে

ফেলি, তাই সে-পথ বন্ধ করার জন্যই সব দলিল পুড়িয়ে ফেলেছি। মামলার নথি চিঠি ফটো সব কিছু। মা নিজে চোখে সব দেখে গেছে।"

যোগীনের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাইল শীতল। তার কোনও উত্তেজনা নেই।

"আমি একটুও আবোল তাবোল বকছি নে যোগীন।" শীতল শান্ত এবং গম্ভীর। "যা বলছি সত্যি।"

শীতল একটু থামল তারপর শুরু করল।

"আমি গোল্লা পাকিয়ে পাকিয়ে কাগজপত্তর সব আগুনে ছুঁড়ে দিচ্ছিলাম। হঠাৎ একটা গোল্লা মায়ের কপালে গিয়ে ঠক করে লাগল। আর তারপরই সেই অসম্ভব কাণ্ডটা ঘটল। হাসপাতালের লোকেরা মায়ের চোখ দুটো বুজিয়ে দিয়েছিল। কাগজের গোলা কপালে লাগবার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের চোখ দুটো খুলে গেল। মা পরিষ্কার আমার দিকে চাইল। ডান হাতখানা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। ঠোঁট ফাঁক করে আমাকে কিছু বলতে গেল। মা বলে চেঁচিয়ে আমি মাকে চিতা থেকে তুলতে গেলাম। একটা ডোম ছুটে এসে করছ কি খোকা বলে আমাকে ধমক দিল। আমার হাতে এক ভারি বাঁশ ধরিয়ে দিয়ে বলল, বাঁশ মারো বাঁশ মারো। তারপর আমার অপেক্ষা না রেখে চিতার উপর বাঁশ পেটাতে শুরু করল। মা উঠতে যাচ্ছিল। বাঁশ খেয়ে শুয়ে পড়ল। আগুনের ফুলকি ছিটকে পড়ল এদিকে ওদিকে। দাউ দাউ করে কাঠ জ্বলে উঠল। মায়ের সঙ্গে আমার সেই শেষ দেখা।"

শীতল ঝপ করে থেমে গেল। যোগীন ওর ভাবলেশহীন শান্ত মুখখানার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। দুজনেই চুপ।

শীতলই কথা বলল, এবার সে শান্ত, "মা কি মরেছিল, না কি

তাকে জ্যান্ত পোড়ালুম, তাও তো জানিনে।”

যোগীনের এবার অস্বস্তি হতে লাগল। সে সিগারেট ধরাল। দেশলাই ফস করে শব্দ করে উঠতেই শীতল তা শুনতে পেল। যোগীন শীতলের ফাইলটা ফস ফস করে দেখছিল। পাতার খসখসানিও বেশ শুনতে পেল শীতল। তার কান তো ঠিকই আছে। শীতল যেন আশ্বস্ত হল। যোগীন ফাইলটা শীতলের দিকে এগিয়ে দিল।

যোগীন বলল, “নে, সই কর।”

শীতল সই করে ফাইলটা ফেরত দিল।

যোগীন এবার একটু ইতস্তত করে বলল, “শীতল হাবুলকে একটা ফোন করি?”

“হাবুল!” শীতল অবাক হল।

“জটাই মিত্তিরের বড় ছেলে।” যোগীন বলল, “ফারমটা ওই দেখে। ফোনটা করি?”

“কেন?” শীতলের কথায় কিছুমাত্র উত্তাপ নেই।

“ওদের জানিয়ে দিই।” যোগীন কিছুটা আগ্রহ দেখাল। “বলি, ওদের শীতলচরণকে সম্ভবত পাওয়া গেছে।”

“কী হবে?”

“কী হবে?” যোগীন শীতলের প্রশ্নটাই নিজেকে করল যেন। “তোর কি হবে জানিনে, তবে ওদের একটা হেডেক হয়ত দূর হবে।”

শীতল হ্যাঁ না কিচ্ছু বলল না। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “আমি চলি।”

শীতল ধীর পায়ে যোগীনের ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যোগীন তার দিকে চেয়ে রইল। তারপর সিগারেটে একটা টান দিয়ে, টেলিফোনের ডায়াল খচ খচ করে ঘোরাতে লাগল।

৩

"না পিনটু, ইউ আর রং। এর মধ্যে আমার কনস্‌পিরেসি কিচ্ছু নেই। শীতল ইজ নট মাই চয়েস। খোদ বস্‌ই ওকে বেছে নিয়েছেন।"

শমির বাঁ হাতে ফোন, ডান হাতে সিগারেট।

"বাজে কথা বল না। শীতল ডিড ভেরি ওয়েল। ও ইয়েস। শোন শোন, মোহন ইজ এ ভেরি টাফ গাই। গ্লোভ ওকে ট্যাকল করার জন্য সুদর্শনের হাতে এই অ্যাকাউনট ছেড়ে দিয়েছিল। অ্যানড ইউ নো সুদর্শন। কেমব্রিজ ঘুরে আসা মাল। তোমার মত কলকাতা শহরের ইংলিশ মিডিয়ামওয়ালা নয়। তা সত্ত্বেও গ্লোভ মোহনকে তুষ্ট করতে পারেনি। শীতল মোহনকে ইমপ্রেস করেছে।"

শমি ব্যাপারটায় খুব মজা পাচ্ছে।

"আহহা, সিওর পিনটু সিওর। গো অ্যাহেড, আমি শুনছি।"

শমি একটা হিংস্র উল্লাসে সিগারেট টেনে চলেছে। চুপ করে সে পিনটুর কথা শুনছে।

"আবার কনস্‌পিরেসি। তুমি কি এখন বামফ্রন্ট সরকারের মিডিয়া কনসালট্যানট হয়েছ? তবে? এত কনস্‌পিরেসি কনস্‌পিরেসি করছ কেন?"

"আজ লানচে কার সঙ্গে ছিলে? বেশ একটু হয়েছে মনে হচ্ছে? মোহনের সঙ্গে? আহ—হা।"

শমি জোরে হেসে উঠল।

"তাই বল।"

শমি আবার একটা ধারাল হাসির খোঁচা মারল।

"এই সামান্য ব্যাপারটা তোমাকে এতটা আপসেট করবে জানলে আমি না হয় বস্‌কে তোমার সম্পর্কে তাঁর ওপিনিয়ান

রিভাইজ করার জন্য একটা অনেসট অ্যাটেমপট করতাম।”

শমির গলায় সহানুভূতি ঝরে পড়ল।

“হোয়াট ডু আই মিন বাই আপ সেট? আমি যা জানি তাই বলছি, টু ওভারটারন। বাংলা মানে উলটাইয়া ফেলা অথবা উলটাইয়া পড়া। টু মেক অর বিকাম ডিরেনজড ফিজিওলজিক্যালি অর্থাৎ দেহ এবং মনকে বিপর্যস্ত করে তোলা অথবা দেহমনে বিপর্যয় ঘটা। সাদা বাংলায় সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করা। প্লিজ ওয়েট পিনটু। আরও আছে। টু ডিসটারব টেমপার ডাইজেশান এটসেটরা। বাংলা মানে মেজাজ হজম প্রভৃতি বিগড়াইয়া—অ্যাঁ বুঝে গেছ? পিনটু তুমি বাংলাও বুঝতে পারছ? জলি গুড।”

শমি প্রচণ্ডভাবে হাসছে। এতক্ষণ সে অবসাদে ডুবে ছিল। এবার সে ভেসে উঠতে চাইছে। পিনটুরা যখন ইচ্ছা তাকে পা দিয়ে মাড়াবে, এ আর হতে দেবে না শমি।

“না পিনটু সরি, আমি এখন ব্যস্ত। শীতলের সঙ্গে কাজ করছি। শীতল? আছে বৈকি ঘরে? বাঃ ফোনটা তো তুমিই করলে।”

কট করে কানেকশন ছিন্ন হয়ে গেল। যাক আজ কিছু দেওয়া গেছে পিনটুকে। রোজ রোজ ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান। শীতল তার হাতের একটা মোক্ষম অস্ত্র। শমি ফোন রেখে দিল। শীতল ঘরে ঢুকে শমিকে দেখেই অপ্রস্তুত হল। যেন লেটে অফিসে এসে দেখল হাজরে খাতা নিয়ে বসে আছে শমি। লাল কালির ঢেরা মারবে।

“কী ব্যাপার? আপনার লানচ হয়ে গেল?”

শমি শীতলকে ঠাণ্ডা চোখে আপাদমস্তক দেখে নিল। শীতল এসে বসল। সত্যিই শমি এখন শীতলের মধ্যে কোনও বিশেষত্বই খুঁজে পেল না। নিতান্তই এক ছা পোষা কেরানী। তা হোক। শীতল তার

হাতে অস্ত্র। তাকে যদি এই পুরুষের জগতে সারভাইভ করতে হয় তাহলে শীতলকে দিয়েই পিনটুদের ঠেকাতে হবে। প্লে ওয়ান এগেনসট দ্য আদার। শমি তার রণনীতি ঠিক করে ফেলেছে।

"লানচ আবার কোথায় হল?" শমি মোলায়েম ভাবে হাসল। "আমি তো ঘরেই বসে আছি। আপনার তো সময় হল না।"

"সে কী?" এবার শীতল সত্যিই অপ্রস্তুত হল। "আমার জন্য আপনার লানচ হল না!"

এই ধরনের কথা শীতল একেবারে নতুন শুনছে।

"না ঠিক তা নয়।" শমি ওজন করে কথা ছাড়ছে। "আপনার আর দোষ কী? জরুরি কাজ তো সেরে ফেলাই উচিত। আসলে একা একা—"

শমি হাসল।

"কেমন যেন টায়ারড লাগে। এখন ভাবছি মোহনকে রিফিউজ না করলেই হত।"

"হ্যাঁ, তাহলে আপনার খাওয়াটা হত।"

শীতল দেখছি কেবল খাওয়াই বোঝে।

"না সেজন্য নয়।" শমি একটু থামল। তারপর খুব তাক করে কথাটা ছাড়ল। "পিনটু মোহনের সঙ্গে লানচ খেয়েছে আজ জানেন?"

"পিনটু!"

শীতল ব্যাপারটা ধরতে পারল না প্রথমে। কে পিনটু? পরক্ষণেই পিনটু মুখুজ্জের চেহারাটা তার চোখে ভেসে উঠল। শীতল তার অন্য-মনস্কতায় একটু লজ্জিত হল।

শীতল শুধরে নেবার জন্য বলল, "ও পিনটু।"

"পিনটুর হাতে মোহনকে এই সময় ছেড়ে দেওয়াটা বোধহয় ঠিক হল না।"

শমি যেন কত চিন্তিত।

"পিনটু যেরকম ব্র্যাগ করছিল—"

কথাটা যেন শীতলের মর্মে গিয়ে ঢোকে তার জন্য শমি একটু সময় দিল। শমি ধীরে সুস্থে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করল।

শীতলকে বলল, "সিগারেট ?"

"না, থ্যাংকস।"

শমি সিগারেট ধরিয়ে বলল, "বেছে বেছে মোহনের সঙ্গেই বা পিনটুর লানচ খাবার এত গরজ পড়ল কেন।"

"খেয়েছে তা কী হয়েছে ?" শীতল শমির এত দুশ্চিন্তার কারণ কিছুই বুঝতে পারল না।

শীতলের কি বোধবুদ্ধির কিছুমাত্র বালাই নেই।

"আপনিও বরং কিছু খেয়ে নিন।" একটা অস্বস্তি শীতলের মনে খচ খচ করছিল। "ধোসা খাবেন ? মসলা ধোসা ?"

শমি শীতলের মুখের দিকে চেয়ে তাকে যেন পড়বার চেষ্টা করল। বলল, "থ্যাংকস।"

শীতল বলল, "খাবেন, না খাবেন না ? ধন্যবাদ কিসের জন্য ?"

শমি বলল, "আমার জন্য আপনি বড্ড ভাবছেন কিনা, ধন্যবাদ সেই জন্য।"

শীতল বোকা বনে গেল। শমি ততক্ষণে ফোনটা নিয়ে কানে তুলেছে।

অপারেটারকে শমি বলল, "পিনটুকে প্লিজ।" কানেকশন পেতেই শমি বলল, "দেখ পিনটু, মোহনের সঙ্গে তুমি লানচ খেয়েছ, এটাকে

কোনও কোনও মহল ভাল চোখে না দেখতে পারেন। তোমার বেনিফিটের জন্যই এটা তোমাকে জানিয়ে রাখলাম।"

শমি এই ব্যাপারে এত বিচলিত বোধ করছে কেন? শীতল কিছুই বুঝতে পারছে না।

"তুমি ভালই জানো, মহল বলতে আমি কী মিন করছি।"

শীতলের মধ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে না কেন? শমি কেন শীতলকে একটুও টলাতে পারছে না? শমি মনে মনে অস্থির হয়ে উঠতে লাগল।

"এর মধ্যে আবার শীতলকে টানছ কেন পিনটু? শীতল এসব ব্যাপার গ্রাহ্যই করে না।"

হঠাৎ ওর নাম নিয়ে টানাটানি শুরু হল দেখে শীতল বিব্রত হয়ে উঠল।

"শীতলের নামে আমার গায়ে ফোস্কা পড়ছে কেন? বিকজ হি ইজ মাই ফ্রেনড্।"

এবার অন্তত শীতলের শান্ত ভাবটা খসে পড়া উচিত? শমি আড়চোখে শীতলের দিকে একবার চাইল।

"অফকোরস হি ইজ মাই ফ্রেনড। হ্যাঁ। নিশ্চয়ই, কারণ তুমি শীতলকে ভয় পাচ্ছ।"

এ আবার কি শুরু হল? শীতল এসব বিষয়ে এতই অনভ্যস্ত যে জেগে আছে না স্বপ্ন দেখছে তাই বুঝতে পারছে না।

"না আমি ফ্রি নেই, সরি। না শনিবারেও না। শনিবার রাতে আমি শীতলকে খেতে বলেছি। কোথায় আবার? আমার বাড়িতে।"

শীতল কি আমার উপর রেগে যাচ্ছে? শীতলের ইগো কি ফুলে উঠছে না? যা হোক কিছু একটা প্রকাশ করুক শীতল। শীতলের

কি কোনও অনুভূতির বালাই নেই ?

"হাউ ডেয়ার ইউ !"

শমির কথাগুলো শীতলের কানে যাচ্ছে কিন্তু মানে বুঝতে পারছে না সে। শমি তাকে খেতে বলেছে ? তার বাড়িতে ? কখন ?

"আমার বিছানায় আমি কাকে তুলব সেটা সম্পূর্ণ আমার ব্যাপার।"

শীতল দেখল অপমানে শমির মুখ কালো হয়ে উঠেছে। নাক ফুলে উঠেছে। মুখ চোখ লাল। শমি অত ধীর গলায় প্রত্যেকটি কথা অত স্পষ্ট করে উচ্চারণ করছে কি করে তাই ভেবে বিস্মিত হল শীতল।

"হ্যাটস নান অফ ইয়োর বিজনেস। তুমি নিজের চরকায় তেল দাও। আর শোন, তোমার চরকার তেল ফুরিয়ে এসেছে পিনটু। আগাম খবরটা দিয়ে রাখলাম, চেক্ আপ করে দেখতে পার। হোয়াই ডোন্ট্ ইউ ট্রাই ইওর লাক টু সাম আদার প্যাসচিওর।"

একটা হিংস্র নেকড়ের সঙ্গে এতক্ষণ লড়াই করছিল শমি। ক্ষত বিক্ষত হয়ে গিয়েছে বটে কিন্তু সেটাকে আপাতত তাড়াতে সক্ষম হয়েছে। আরেকটা বসে আছে ওই যে, তার সামনে। এটা শান্ত, ভদ্র অর্থাৎ বোকা, ভিতু। শীতলের দিকে শমি চাইল, তবুও এটাও নেকড়েই।

অবাক হয়ে শীতল দেখছিল শমিকে। এই কি শমির জীবনযাত্রার রুটিন ? না কি আমারই কারণে শমিকে খোঁয়ার সইতে হচ্ছে। কেরানী জীবনের রেষারেষি সে কম দেখেনি। কিন্তু তার রূপটা এত বিকট ছিল না। এরা বস্-এর একেবারে নজরের মধ্যে থাকে। তাই এদের খেয়োখেয়িটা এত উগ্র।

"কী, র‍্যাট রেসটা কেমন দেখছেন?" শমি নিজেকে সামলে নিয়েছে। সে ঠাট্টা করছে। "এটা ফ্রি ফাইট। কোমরের নিচে হিট করা এখানে একেবারে জলভাত। হয় টিঁকে থাকুন আর না হয় আউট। সভ্যতা ভব্যতা আমাদের জগতে আউট অফ ডেট।"

শমি হঠাৎ দেখল শীতলের চোখ দুটো সমবেদনায় কেমন নরম হয়ে উঠেছে। শমির আত্মসংযমের বাঁধ প্রায় ভেঙ্গে পড়ে আর কি। প্রচণ্ড চেষ্টায় শমি নিজেকে সামলে রাখল। এ পিনটুর চাইতেও সাংঘাতিক। একজন জুতিয়েছে, আরেকজন এসেছে তেলের বাটি নিয়ে।

টেলিফোন বাজল। শমি ধরল। তারপর শীতলকে বলল, "আপনার।"

টেলিফোন তুলে শীতল বুঝল যোগীন।

"হাবুল মিত্তির টেলিফোন করেছেন?" শীতলের বুক ধক করে উঠল। "কী চান ওরা?"

"আমার সঙ্গে দেখা করবেন? তুই বলিসনি আমার ইনটারেসট নেই। আমি হয়ত সে লোকও না।"

"বলেছিলি? তবে? জটাই মিত্তির চাইছেন দেখতে?"

হঠাৎ শীতলের চোখে জটাধরের ঘাড়ছাঁটা শৌখিন মুখটা আবছা-আবছা ভেসে উঠল। আর আশ্চর্য, জটাধরকে দেখবার ইচ্ছাটা তার মনে দুর্নিবার হয়ে উঠল।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে শীতল জিজ্ঞেস করল, "কবে?"

"রবিবার বিকালে? বেশ। তুই কোথায় থাকবি? বেশ।"

শীতল টেলিফোন রেখে দিল। শমি দেখল তার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে।

শমি বলল, "শনিবার সন্ধেয় আমার বাড়িতে।" শীতল কিছু বলার আগেই শমি বলে উঠল, "আত্মরক্ষার্থে আপনার নামটা তখন মুখে আনতে হয়েছিল। তাই নেমন্তন্ন করতে হচ্ছে। আসুন বা না আসুন, সে আপনার ইচ্ছে। কিন্তু কথাটা ফাঁস করবেন না দোহাই।"

শীতল কিছুক্ষণ শমির দিকে চেয়ে রইল। তারপর ক্লান্ত স্বরে বলল, "ঠিকানাটা দিন।"

পাঁচ

১

ডোর বেল বেজে উঠতেই শমি দরজার আই হোল দিয়ে সতর্কভাবে উঁকি দিল। শীতল। নিশ্চিন্ত হয়ে সে দরজা খুলে দিল।

শীতল বলল, "একটু দেরি হয়ে গেল বোধহয়।"

"আমি তো ভাবলাম আপনি আর এলেনই না।"

শমি দরজা বন্ধ করার জন্য ওর পাশ ঘেঁষে এসে দাঁড়াতেই শীতল শমির শরীরের সেই মিষ্টি গন্ধটা পেল।

"কেন ?"

"যে রকম ব্যস্ত মানুষ।"

শমি শীতলকে নিয়ে বসবার ঘরে ঢুকে গেল।

"ভাবলাম কোনও গুরুতর কাজে ফেঁসে গেছেন নিশ্চয়ই।"

শীতল হাসল। ঘরখানা বেশ সাজানো। একটা বড় ল্যাম্প্, স্ট্যানডের পাশে একটা ছোট নিচু টেবিল। শমির সিগারেটের

প্যাকেট, লাইটার, একটা বই পাতা খুলে উপুড় করা, একজোড়া চশমা তার উপর পড়ে আছে। অ্যাশট্রেতে ধোঁয়া ওঠা সিগারেট। শমি পড়ছিল।

"বসুন। চা দেব? না কি ঠাণ্ডা কিছু?"

"এখন কিচ্ছু না।"

শীতল একটা বেতের আরাম চেয়ারে "আঃ" বলে শরীরটাকে এলিয়ে দিল।

"কী ব্যাপার? যুদ্ধ করে এলেন না কি?"

"যুদ্ধ? ঠিক বলেছেন। অথচ দেখুন এই কথাটা আমার মনে পড়েনি।"

"যে যা নিয়ে থাকে তার কাছে সেই কথাটাই আগে মনে আসে। আপনি বসুন। আমি দুটো অরেনজ জুস নিয়ে আসি।"

বাধা দেবার আগেই শমি উঠে গেল। শীতল দেখল ছোট ঘরটা বেশ পরিপাটি করে সাজানো। একপাশে কয়েকটা বই-এর শেলফ। অন্যদিকে একটা ছোট স্টিরিও। তার পাশে থাকে থাকে রেকরড। একটা ট্রানজিসটার। একটা টেপ রেকরডার। দেওয়ালে দুটো আধুনিক অয়েল। একটা শেলফের মাথায় ব্রোঞ্জের একটা নটরাজ।

ছিমছাম পরিপাটি এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ। বিজ্ঞাপনের এই ভাষা, শীতল ভাবল, শমির এই ঘরখানা সম্পর্কে যেমন খাটে তেমনি শমির সম্পর্কেও।

শমি একটা ট্রেতে দুগ্লাস অরেনজ জুস ফ্রিজ থেকে বার করে এনে সামনে রাখল।

"বরফ লাগলে বলবেন। আজ অবিশ্যি লোড শেডিং হয়নি তাই রক্ষে।"

শমি একটা গ্লাস তুলে নিল। শীতলও।

যথেষ্ট ঠাণ্ডা, বরফ লাগবে না।

"আমি খুব খুশী হয়েছি শীতল। আপনি এসেছেন। আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।"

"কেন?" শীতল বিস্মিত হল।

"আমার একটা ফাইটে আপনার সম্মতি না নিয়েই আপনার নামটা টেনে এনেছিলাম। এটাই যথেষ্ট অন্যায়। আরও খারাপ যে আপনাকে ভাল করে নেমন্তন্নও করিনি। এরকম লেফট হ্যানডেড নেমন্তন্ন আমাকে কেউ করলে আমি তো অপমান বোধ করতাম।"

"কেউ আর বিশেষ কেউ-কে আমি ঠিক এক নজরে দেখি নে।"

শমি হেসে উঠল।

"আপনি মন ভেজাতে ওস্তাদ। আপনার ডিপলোম্যাটিক সারভিসে যাওয়া উচিত ছিল শীতল।"

"জব্‌সন কি ওদের পরামর্শ দেয়?" হাসতে গিয়ে শমির গলায় অরেনজ জুস ঢুকে গেল। বিষম খেয়ে খক খক করে কাশতে থাকল। তার গেলাস থেকে খানিকটা জুস চলকে শাড়িতে পড়ল। শমি একবার কোনমতে বলল, "সরি," আবার কাশতে শুরু করল। শীতল শমির হাত থেকে গেলাসটা নিয়ে ধীরভাবে ট্রের উপর রেখে দিল। অতি কষ্টে সামলে নিল শমি।

"ইউ আর এ কিলার। আপনি মানুষ খুন করতে পারেন।"

শমি প্রচণ্ড ভাবে হাসতে লাগল। তার জীবনে আজকের দিনটা একেবারে নতুন ধরনের। হঠাৎ তার চোখমুখ করুণ হয়ে গেল। জুসের গেলাসটা হাতে নিয়ে সে কী ভাবতে লাগল।

"শীতল!"

শমির ডাকে শীতল চেয়ে দেখল তার মুখ থমথমে। চোখ চিকচিক করছে।

"মানুষের জগতটা অবলুপ্ত হয়ে যায়নি আপনি তার প্রমাণ দিলেন। আজকাল কারও সঙ্গে কথা বলতে হলে এত শিঁটিয়ে থাকতে হয়, অসহ্য। কখনও রিল্যাকস করতে পারিনে।"

শীতল চুপ করে অরেনজ জুস খেতে লাগল।

"কেউ কাউকে বোঝে না। বুঝতে চায়ও না। দুম দাম করে কেবলই আঘাত করে, কেবলই আঘাত করে যায়। কেন বলুন তো?"

"এ তো খুব সহজ ব্যাপার শমি। রেডিও টি ভি সিনেমা খবরের কাগজ অর্থাৎ মোহনবাবুদের কমিউনিকেশন ইনডাসট্রি মানুষের ভাষাটাকে এমনই সস্তা আর সহজলভ্য করে তুলেছে যে এটা এখন যারা অমানুষ তারাও ব্যবহার করতে শিখে ফেলেছে।"

শমি হেসে ফেলল।

শীতল বলছে, "এখন আমার আর আপনার প্রধান কাজ হচ্ছে সেগমেনটেশনটা বুঝে নিয়ে পোজিশনিং অফ প্রডাকট কীভাবে করলে মারকেটে ওদের পেনিট্রেশনটা একেবারে স্বচ্ছন্দ হয় তার একটা স্ট্র্যাটেজি ঠিক করে দেওয়া। কী, ঠিক, ঠিক বলতে পেরেছি তো?"

"একেবারে ফুল মারকস।"

শমি আবার প্রাণ খুলে হাসতে শুরু করল। কতদিন পরে সে আবার স্বাভাবিক হতে পারল। শীতল যে এমন একটা অসম্ভব ধরনের তাজা মানুষ, শমি তার পরিচয় পেয়ে অবাক হল। সে হাসতে হাসতে অরেনজের গেলাসটা ঠোঁটে ঠেকাতে গেল। শীতল বাধা দিল।

"না অনুগ্রহ করে সুইসাইড করবেন না। হয় আগে ওটা শেষ

করুন পরে হাসবেন। আর না হয় আগে হাসিটা শেষ করুন পরে ওটা খাবেন।”

শমি ঠকাস করে গেলাসটা টেবিলে রেখে বলল, “তবে আমি হেসেই নিই শীতল। সাবালক হওয়া অব্দি এমন মুহূর্ত আমার জীবনে আর এসেছে কিনা মনে করতে পারি নে। আমি দিন রাত এমনই একটা মুহূর্তকে পেতে চেয়েছি। স্বপ্ন দেখেছি। কল্পনায় জাল বুনেছি। একটা সকাল। একটা দুপুর। একটা বিকেল। একটা সন্ধ্যা। একটা পুরুষ। একটা বন্ধু। একটা মানুষ। এমনিভাবে হাল্কা করে দেবে আমাকে। আজও স্বপ্ন দেখছি কিনা কে জানে?”

শমির শোবার ঘর থেকে টেলিফোন বেজে উঠল।

শমি চমকে উঠে ম্লান হেসে বলল, “যা ভেবেছি তাই, এটা স্বপ্নই শীতল। আমাদের জীবনে ভাল স্বপ্নও বেশীক্ষণ টেঁকে না।”

শমি গেলাসটা উঁচু করে তুলে বলল, “চিয়ারস।”

টেলিফোন বেজেই চলল। শমির ওঠার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। সে নিশ্চিন্ত মনে অরেনজ জুসে অল্প অল্প করে চুমুক দিতে লাগল।

শীতল শমিকে শুধু দেখছিল। বলল, “শমি, ফোন, ধরব?”

“থাক শীতল। ওটা দুঃস্বপ্ন, ও তো আছেই।”

শমিকে দেখেই শীতলের মায়ের কথা মনে পড়েছিল। কেন তা ধরতে পারছিল না। এখন কারণটা সে জেনে গেল। প্রতিকূলতা প্রবল জেনেও তাকে অস্বীকার করার জোর। পরাজয় নিশ্চিত জেনেও বশ্যতা স্বীকার না করার জেদ। এই তার মা, শমিও তাই, মিলটা তাহলে এইখানে, শীতল বেশ মজা পেল।

এই কারণেই শমির কাছে তার এত সহজ লাগে। হ্যাঁ, আরও

একটা মিল সে খুঁজে পেল। মা তার সহায় হিসেবে তাকে পাশে পেতে চেয়েছিল। সে কি থাকেনি? তার উপর মায়ের আস্থা ছিল না। শমিও তার সহায় হিসেবে শীতলকে পাশে পেতে চাইছে। সে কি থাকবে? তার উপর শমি কি আস্থা রাখে?

টেলিফোনটা থেমেছিল। আবার বাজতে শুরু করল। শমি এক মনে অরেনজের গেলাসে চুমুক দিয়ে চলেছে। শীতল শমির দিকে চাইল। শমিও। দুজনের চোখে দুজন চোখ রাখল। কিছুক্ষণ। শীতল ধীরে ধীরে অরেনজের গেলাসে চুমুক দিতে শুরু করল।

"আপনার মধ্যে আমার মায়ের চেহারা খুঁজে পাই শমি।"

শীতল একটু থামল। শমি ওর মুখের দিকে চাইল। শীতল অন্যমনস্কভাবে একটা সিগারেট ধরাল, কাঠিটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে নিবিয়ে ফেলল।

বলল, "চেহারা না বলে চরিত্র বলাই ভাল।"

শীতল ধোঁয়ানো কাঠিটার দিকে চেয়ে থাকল। কী ভাবল।

বলল, "ভাঙবে তবু মচকাবে না। মা বলত ভিক্ষের অন্ন কুকুর-বেড়ালে খায়। মানুষই শুধু তার মান মর্যাদা রক্ষার জন্য দরকার হলে উপোস দিয়ে মরতে ভয় পায় না। মানুষে আর কুকুর-বেড়ালে এইখানে তফাৎ শীতল।"

সিগারেটে টান দিয়ে শীতল আপন মনেই হাসল।

"আরও সব অদ্ভুত কথা বলত মা, জানেন। বলত সব মানুষ মানুষ নয় শীতল, কেউ কেউ মানুষ। বাকি সব দো-পেয়ে জীব।"

শীতল আবার হাসল। খুব মৃদু খুব ম্লান হাসি।

"আপনার এখানে আসতে দেরি হল। আমি ধরেই নিয়েছিলাম, আপনি আর এলেন না।"

"আমি গিয়েছিলাম একটা দো-পেয়ে জীব দেখতে, তাই দেরি হল।"

"দো-পেয়ে জীব?"

"একজন অ্যাটরনি।"

"অ্যাটরনি?"

"হ্যাঁ, ওই যে কাল যোগীন বলল ফোনে।"

"সে তো রবিবারে যাওয়ার কথা। তাই না?"

"কাল পর্যন্ত সেই কথাই ছিল। আজ যোগীন জানাল যে জটাই মিত্তিরের আর তর সইছে না। আমাকে নিয়ে যাবার জন্য তিনি গাড়ি পাঠাচ্ছেন। ইংরাজিতে একেই বোধহয় ভ্যালুয়েবল কারগো বলে, তাই না?"

"কে জটাই মিত্তির?"

"আমার বাবার বাল্যবন্ধু। আমাদের অ্যাটরনি। আমার উকিল কাকা। আমার মা যাঁর উপর বিশ্বাস করে তার মামলা সঁপে দিয়েছিল। যিনি আমার মাকে পথে বসিয়েছিলেন। এবং যাঁর কারণে আমার মায়ের চরিত্রদোষ রটেছিল।"

"আপনি তাকে দেখতে গেলেন!" শমি বিস্ময়ে ফেটে পড়ল।

"সেখানে গিয়েই তো দেরি হল।"

"আপনি আশ্চর্য। আপনাদের আমি বুঝতে পারিনে।"

"আমিও না শমি। যোগীনের প্রস্তাবে আমি প্রথমে সায় দিইনি। তারপর নিমরাজী হই। ভেবেছিলাম নাছোড় যোগীনকে এড়াবার জন্য এখন তো হ্যাঁ করি। তারপর না গেলেই হল। কিন্তু যতই সময় যেতে লাগল ততই দেখি আমার মন বদলাতে শুরু করল। তারপর আজ যোগীন একথা পাড়তেই এক কথায় রাজি হয়ে গেলাম।"

"তাহলে আপনারও আর তর সইছিল না বলুন।"

শমির খোঁচাটা শীতল গায়ে মাখল না।

বলল, "হ্যাঁ, তাই। তর সইছিল না।"

"সম্পত্তি অনেক বুঝি?"

"সম্পত্তি? ও হ্যাঁ সম্পত্তি। কত তা তো জানিনে।"

"অত তাড়া করে গেলেন আর আসল কথাটাই জেনে এলেন না?"

শমির কথাবার্তা ক্রমেই তীক্ষ্ণ হয়ে আসছে। শীতল এতক্ষণে বুঝল শমি তার উপর চটে উঠছে। সে হেসে ফেলল।

বলল, "আপনার সিগারেট একটা দিন তো। দেখলাম জটাই এখন এই ব্র্যানডটাই ধরেছেন।"

শমি নিঃশব্দে প্যাকেটটা ওর দিকে ঠেলে দিল। প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে নিল শীতল। ধরাল।

বলল, "থ্যাংকস।"

শমি উত্তর দিল না। শীতল লক্ষ্য করল সে অন্য দিকে চেয়ে রয়েছে।

বলল, "না শমি, বিষয় সম্পত্তির কথা জিজ্ঞেস করিনি। এবারকার সাক্ষাৎকারটা অনেকটা কামগন্ধহীন বলা যেতে পারে। আসলে কাল রাতে একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। সেই স্বপ্নটাই আমার কৌতূহলকে দুর্বার করে তুলেছিল। সত্যি বলতে কি সেই স্বপ্নটাই আমাকে যেন ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল।"

"স্বপ্নে আপনার মা এসে বললেন, যাও বাছা," শমি যেন তলোয়ার চালাচ্ছে, "যাও। তোমার জিনিস তুমি দৌড়ে গিয়ে বুঝে নাও। দেরি করলে ফস্কে যেতে পারে।"

শীতল চুপ করে খোঁচাটা হজম করল। কী একটু ভাবল।

বলল, "স্বপ্নটা অত স্পষ্ট নয় শমি। খানিকটা আবছা। আসলে

আমি দরজার ফুটো দিয়ে দৃশ্যটা দেখছিলাম। দেখছিলাম একটা বার তের বছরের ছেলের চোখ দিয়ে। ঘরটা বেশ পরিপাটি। এখন মনে হচ্ছে অনেকটা যেন এই ঘরটারই মত। কেন একথা মনে হল বলতে পারব না।"

শমি এবার শীতলের দিকে চাইল। শীতলের মুখ-চোখ কথা বলার ভঙ্গি সব বদলে যাচ্ছে। শমি যেন একটা ভূতের গল্প শুনবে। ওর গা ছমছম করতে লাগল।

"ঘরের ভেতর মা, বেশ ছিমছাম। অনেকটা যেন আপনারই ধরন। মা দাঁড়িয়ে আছে। শাড়ির আঁচল মাটিতে লুটোনো। চুল বিপর্যস্ত। কিন্তু মা কী শান্ত, কী কঠিন। একটা পাহাড়ের উপর দিয়ে একটু আগেই বাতাসের এক দুরন্ত দমকা বয়ে গেছে। একটা লোক দু পা এগিয়ে এল মায়ের দিকে। লোকটা খুব শৌখিন। ঘাড় উঁচু করে ছাঁটা। একটা হাতির দাঁতের হোলডার মুখে। সিগারেট ছিল বোধ-হয়, একটু আগেই পড়ে গিয়েছে। লোকটার বোধহয় খেয়াল নেই। লোকটা মায়ের নাগালের মধ্যে এসে গেল। মা একচুলও নড়ল না। মায়ের মুখে ভয়ের লেশ মাত্র নেই। কিন্তু ভয়ে আমার বুকে সে কি টিপটিপানি। মায়ের সেই শান্ত ভঙ্গি দেখে লোকটাও থমকে দাঁড়াল। আর তক্ষুনি লোকটার গালে মা মারল প্রচণ্ড এক চড়। লোকটা টলে পড়ছিল। টেবিল ধরে টাল সামলাতে গেল। তার হাতের ধাক্কা লেগে সিগারেটের টিনটা মেঝেয় ঠন করে উল্টে পড়ল। সিগারেট-গুলো চতুর্দিকে ছিটকে গেল। আর আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে দরজার কড়া দুটো দারুণ জোরে খটখট করে নাড়িয়ে দিলাম। তারপর ঘুম ভেঙ্গে গেল।"

শীতল থামল। দেখল শমি বড় বড় চোখ করে তার দিকে

চেয়ে আছে।

শীতল বলল, "সেই শৌখিন লোকটাকেই আজ দেখতে গিয়েছিলাম শমি। না গিয়ে পারলাম না।"

শমি বলল, "আমি—আমি সরি শীতল।"

শীতল বলল, "কী ব্যাপার বাড়িতে খাওয়া দাওয়ার পাট নেই না কি? আমাকে কিন্তু অনেক দূর যেতে হবে।"

শমি ভেবেছিল শীতল বুঝি তাড়াহুড়ো করবে। কিন্তু তাকে ধীরে সুস্থে খেতে দেখে শমি খুশি হল। সে নিজেও আজ খেয়ে সুখ পাচ্ছিল। অনেকদিন শমি এমন গা এলিয়ে নিশ্চিন্ত মনে খাওয়ার সুখের আস্বাদ পায়নি। আর গা এলিয়ে খাওয়ার সময়ই বা কোথায়? সোম থেকে শনি। কোনও প্রশ্নই ওঠে না। সকালে কাজের মেয়েটা এসে কাজ শুরু করার আগেই তার সকালের চা খাওয়া সারা হয়ে যায়। চান-টান সারতে তার একটু দেরি হয়। নতুন ঝিটা বেশ কাজের। ওকে সকালে খেতে দেয় শমি। তাই সে শমিকে তার কাপড়জামা কাচতে দেয় না। চুলটাও রোজ আঁচড়ে দেয় সকালে। ওইটুকুই যা শমির গা এলানোর সময়। স্নানের ঘর থেকে সায়ার উপর শাড়িটা কোনমতে জড়িয়ে সে বিছানায় এসে বসে। কুসুম চিরুনি হাতে দাঁড়িয়ে থাকে। সে প্রথমে শমির বুকে পিঠে বেশ করে পাউডার ছড়িয়ে দেয়। তারপর ব্রা-এর হুকটা এঁটে দিয়ে শমির চুল নিয়ে পড়ে। শমি চুল ছেঁটে বাবরি রেখেছে বলে কুসুমের আফসোস। শমি চোখ বুজে এই আরামটুকু উপভোগ করে। এই সময়টুকুই যা তার। একেবারে তার নিজের। এখন শীতলের সঙ্গে খেতে খেতে তার মনে হতে লাগল সেই সময়টাই এখন বুঝি ফিরে এসেছে। সোম থেকে শনি। তবু সময়টা কেটে যায়।

সকালে নমো নমো করে খেয়ে সে বেরিয়ে যায়। সারাদিন কাজ গুঁতোগুঁতি আক্রমণ পাল্টা-আক্রমণ সফলতা ব্যর্থতা। র‍্যাট রেস। পুরুষের জগতে সম মর্যাদা অর্জনের দাবিদার এক অবিরাম সংগ্রামরত নারী সারাদিন পরে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় ঘরে ফেরে সন্ধ্যায়। সোম থেকে শনি। এই হল শমি। মাঝখানে তার জীবনে অবিশ্যি জিতু এসেছিল। কিন্তু সে অভিজ্ঞতা ভয়াবহ। বিয়ের আগে জিতু কতদিন না বলেছে, শমি আমরা হব ইকোয়াল পারটনার। কিন্তু বিয়ের পরে সেই জিতুরই কী সর্বগ্রাসী রাক্ষসী রূপ। বাবা। কী তার প্রভুত্ব বোধ।

সব চাই জিতুর। শমির দেহ, শমির মন, শমির আত্মা। শমি যেন এ যুগের শিক্ষিত মেয়ে নয়। সে যেন ব্যক্তি নয়। জিতুর চোখে সে শুধুমাত্র এক ক্রীতদাসী। জিতু তার জীবনে এক বিভীষিকা। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার এই, শমি যখন বিপন্ন হয়ে জিতুর গ্রাস থেকে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছিল, কাউকে সে তার পক্ষে পায়নি। এমন কি আইন, আইনের রক্ষক আদালত, হ্যাঁ, আদালতও প্রকারান্তরে জিতুর কোলেই ঝোল টেনেছে। মনুষ্যত্বের অবমাননা, মনুষ্যত্বের অমর্যাদা এসব নাকি আমাদের সভ্য সমাজের আইনে বিচারালয়ের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য কোনও অপরাধই নয়। মেয়েরা যেন মনুষ্য সমাজের বাইরের জীব। শেষ পর্যন্ত জিতুর টারমেই তাকে বিবাহবিচ্ছেদ মেনে নিতে হয়েছে। তাতেও জিতুর রাগ মেটেনি। শমি যে জিতুর প্রভুত্ব অস্বীকার করে দাঁড়িয়ে আছে, জিতুর পুরুষালি অহংকার তা আর ভুলতে পারছে না।

ওদের খাওয়া যখন মাঝপথে তখন লোড শেডিং হল। টেবিলের উপর দুটো মোমবাতি বসানোই ছিল। শমি জ্বেলে দিল। একা

থাকলে শমি ভয় পেত। অন্য কেউ থাকলে একটা অস্বস্তি তার পেটের মধ্যে বুকের ভিতর ঘোরাফেরা করত। সদাসতর্ক হয়ে থাকতে হত। শীতলের উপস্থিতিতে সে আশ্চর্য নিশ্চিন্ত বোধ করতে লাগল।

শীতল বলল, "আপনি ভালো রাঁধেন।"

"আমি ভাল চুলও বাঁধি।"

"কার? আপনার?"

"না। অফিসের। তাই তো আমার উপর আপনাদের এত রাগ।"

"শমি, আমরা সব সাধারণ মানুষ। আমাদের সাদামাটা হিসেব দিয়ে যাকে বুঝতে পারিনে আমরা তাদের ভয় পাই। নতুন কোনও কিছু বুঝতে, তাকে মেনে নিতে আমাদের অনেক সময় লাগে।"

শমি একটু সময় নিল। তারপর নিজেকেই যেন বলতে লাগল, ভয় আমিও পাই শীতল। বিশেষত যখন হঠাৎ অন্ধকার নেমে আসে। আমার মনে হয় অন্ধকার নয়, যেন কোনও আততায়ীই আমার উপর লাফিয়ে পড়ল। একা থাকি। সব সময় মনে হয় যেন দরজাটা ভাল করে দেওয়া হয়নি। জানালাগুলো, বাথরুমটা, খাটের নিচে, রান্নাঘর যেন ভাল করে দেখা হয়নি। বুঝতে পারি এত ভয় যে আমার চারদিকে হানা মারছে তা শুধু আমি একা বলে নয় আমি মেয়ে বলে। একজন বন্ধু পেতে এই সময় খুব ইচ্ছে হয়।"

শমি থামল। কিন্তু আবার বলে উঠল, "জিতু, ভেবেছিলাম আমার বন্ধু হবে। কিন্তু সে আমার প্রভু হতে চাইল।"

মোমবাতির আলোয় শমি হারিয়ে গেল না বরং উজ্জ্বল হয়ে উঠল শীতলের চোখে। অফিসের ইলেকট্রনিক টরচের থিয়েটারি আলোয় প্রথম দিন শমিকে দেখে হঠাৎ ওর সঙ্গম করার স্পৃহা জেগে উঠেছিল। সেকথা মনে পড়ায় শীতল এখন লজ্জিত হল।

শমি বলছে, "আপনি বললেন, আমি ভাল রাঁধি। সত্যিই আমি রান্নাটা জানি। আমি যত্ন করে শিখেছি, আমি শিখতে খুব ভালবাসি। আমি গান জানি। যত্ন করে শিখেছিলাম। আমি লেখাপড়াটাও যত্ন করে শিখেছি। আমার বাপের বাড়ি গেলে দেখবেন আমার গুণপনার কত নিদর্শন সব থরে থরে সাজানো আছে। ভাল পাত্র গাঁথবেন বলে বাবা-মাই সেসব সাজিয়ে রেখেছিলেন। তাঁরা সব আমাকে শিখিয়েছেন আমার ভাল বিয়ে দেবেন বলে। আমি ভাল ককটেল তৈরি করতেও জানি। বাবা মা কোন চানসই ছাড়তে চান-নি। কিন্তু আমি বিয়ের পিঁড়িতে বউ হয়ে বসবার জন্য এসব শিখিনি শীতল। শিখেছিলাম নিজেকে তৈরি করতে। বাবা মার অমতে জিতুকে বিয়ে করলাম। কিন্তু জিতু চাইল কেরিয়ারের বাজারে তার দাম তোলবার জন্য আমাকে ব্যবহার করতে।"

ওদের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। তবু ওরা বসে ছিল।

শমি বলল, "আর কিছু নেই উঠুন। আজ আপনাকে গান শোনাতে ইচ্ছে করছিল।"

শমি জোর করে হেসে উঠল। বলল, "তার বদলে আপনাকে শমি সিনহার পাঁচালী শুনিয়েই সময়টা নষ্ট করলাম।"

শীতল বলল, "আমারই দুর্ভাগ্য।"

"কোনটা? শমি সিনহার গান না শোনাটা? না, তাঁর পাঁচালী শোনাটা?"

"সব মন্তব্য এক সন্ধেয় শেষ করতে নেই।"

শমি এবার খিল খিল করে হেসে উঠল।

"জব্‌সন দেখছি রতন চেনে।"

শমির কথায় শীতলও না হেসে পারল না।

"শুধু জব্‌সন? রতন দেখছি শমিও চেনে।"

"শীতল।" শমি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। "ঠাট্টা নয়। আমরা দুজনে ভাল জুটি হব। মন বলছে শীতল। আপনি কাছে থাকলে আমি জোর পাই। আমি দেখেছি শীতল। আপনি কাছে থাকলে আমি আমাকে যেন ফিরে পাই। আমি আপনি একসঙ্গে মিললে আমরা কোথাও পৌঁছাব শীতল। আপনাকে আমার দরকার।"

এ যেন শমির প্রার্থনা নয়, দাবি।

২

রুবি চলে গেলে যত কষ্ট হবে ভেবেছিল এখন শীতল দেখল তার আর অত কষ্ট হচ্ছে না। রুবির কষ্ট হচ্ছে কিনা শীতল বুঝতে পারছে না। যেমন দাপাদাপি করা তার স্বভাব রুবি এখন তাই করছে। শুধু সঙ্গী বদলেছে। আজ রুবির দৌরাত্ম্য সহ্য করছে রুবিরই বয়সী এক জোয়ান ছেলে, রুবির ক্লাশমেট জয়ন্ত। ওরা দুজনে রুবির ঘরে হুল্লোড় করছে। জিনিসপত্র গোছগাছ করছে। হাসছে, ঝগড়া করছে। রুবি মাঝে মাঝে চেঁচাচ্ছে, "অসভ্যতা করলে থাপ্পড় খাবি জয়ন্ত।" কখনও বা চেঁচিয়ে উঠছে, "মা। ছাখ, এই জন্তুটা কী করল।" জয়ন্ত অমনি জন্তুর মত গোঁ গোঁ শব্দ করছে। কষ্ট পাচ্ছে করবী। রান্না ঘরে সে বড় ব্যস্ত। সকলেই ব্যস্ত। শুধু শীতলেরই এখন এ বাড়িতে কোনও কাজ নেই। সে নিশ্চিন্ত মনে তার ঘরে অবসর যাপন করছে।

বাইরে কী আশ্চর্য উজ্জ্বল দিন। রাস্তার ওপারে পাঁচিলের ওপিঠে ঝাঁকড়া নিমের পাতায় পাতায় নতুন যৌবনের ঢল নেমেছে। আকাশ গাঢ় নীল। বাতাসে উচ্ছলতা। ছেঁড়া মেঘ ফুর্তিতে ভেসে চলেছে।

তাজা সবুজ নিমের ডালে হুটোপুটি চলেছে। সূর্যের আলোয় কেমন স্নেহময় প্রসন্নতার প্রশ্রয়।

করবী শীতলের ঘরে ঢুকল। সে কেমন বিভ্রান্ত। তার হিসেবেই আজ সব কিছু গরমিল। জয়ন্তর সঙ্গে রুবির খুনসুটি, কথায় কথায় মা মা বলে চিৎকার, শীতলের নির্বিকার নিশ্চিন্ত ভাব। একমাত্র করবীকেই স্বস্তি দিচ্ছে না।

করবী বলল, “চা খাবে ?”

শীতল বলল, “চা ? হ্যাঁ তা হতে পারে।”

করবী তবু ইতস্তত করতে লাগল।

“ছেলেটা কি চা খাবে ?”

“জয়ন্ত ? তা রুবিকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পার ?”

করবী তবু ইতস্তত করছে। শীতল ওর দিকে চাইল।

শীতল হঠাৎ বলে ফেলল, “ওদের এই বয়েসটা দারুণ করবী, না ? ওদের এনারজি অফুরন্ত।”

করবী বিভ্রান্ত চোখে শীতলকে একটুক্ষণ দেখে নিল। তারপর কোনও কথা না বলে বেরিয়ে গেল।

শীতল ভাবল জয়ন্তর যা বয়েস তাকে ওই বয়েসেই চাকরিতে ঢুকতে হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে শীতলের মনে পড়ল আরে সেই পিকনিকের ফটোটায় তো তার সেই চেহারা ধরা আছে। শীতলের মনে হঠাৎ নিজের সেদিনের চেহারাটা দেখবার ইচ্ছেটা দাউ দাউ করে জেগে উঠল। কাল যেমন জেগেছিল উকিল কাকাকে দেখবার ইচ্ছেটা। সে ড্রয়ার থেকে ফটোটা বের করে দেখতে লাগল ঠাকুরের পাশে সে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমেই তার মনে হল, জয়ন্তর সঙ্গে কোনই মিল নেই। কত স্মারট জয়ন্ত। কত তাজা। নিজের

চেহারা দেখে সে খুশি হল না। তার উকিল কাকাকে দেখেও সে এমনই হতাশ হয়েছিল। সেই উঁচু করে ঘাড় ছাঁটা শৌখিন লোকটাকে কোথাও খুঁজে পায়নি কাল। চিমড়ে আশি বছুরে চামচিকে তাকে দেখেই বলে উঠেছিল, ব্যস ব্যস আর কোনও প্রমাণের দরকার নেই হাবুল, এ যে একেবারে শিবচরণ। আমাদের অ্যালবামটা নিয়ে আয়। মিলিয়ে ভ্যাখ তোরা।

তার চেহারা তার নিজের নয়, একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকের, একথা জেনে শীতলের অস্বস্তি হচ্ছিল খুব। এ যদি শীতল হয়, শীতল ছবিটা মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল, আর আমি যদি শিবচরণ হই, তবে শীতল কোথায় গেল? হারিয়ে গেছে। যেমন হারিয়ে গেছে তার উকিল কাকা, সেই শৌখিন জটাধর। কে এদের গাপ করল? বয়েস?

করবী চা নিয়ে ঘরে ঢুকল। দেখল শীতল মনোযোগ দিয়ে একটা ফটোগ্রাফ দেখছে। সে টেবিলে চায়ের কাপটা আস্তে করে রাখল। শীতল মুখ তুলে করবীর দিকে চাইল।

করবী অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "চা।"

"দেখ তো করবী কাউকে চিনতে পার কিনা?"

ফটোটায় নজর দিয়েই করবী বলে উঠল, "চক্কোত্তি কাকা।"

"হ্যাঁ। আর?" শীতলের চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে।

করবীর চোখে বিভ্রান্ত দৃষ্টি। সে যেন শীতলের প্রশ্নটা ধরতে পারছে না।

শীতল অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠল, "রুবির বাবাকে তুমি চিনতে পারছ না?"

রুবির বাবা! শীতল যেন করবীর পাথরের মত স্থিরতার উপর

হাতুড়ির এক ঘা মারল জোরে।

রুবির বাবা! অসহায় করবী শীতলের মুখের দিকে চাইল।

"অনিলকে চিনতে পারছ না তুমি? আশ্চর্য।"

অনিল! একটা শোনা নাম বহুদিন পরে শুনল করবী। রুবির বাবা অনিল। করবীর বিভ্রান্তি বেড়েই চলল। কার কথা বলছে শীতল? করবী ফটোটা আবার দেখল। এই ফটোয় দেখা একটা লোককে আবছাভাবে চিনতে পারছে করবী। এই নাকি অনিল?

"মাসীমা।"

ওরা দুজনে চমকে দরজার দিকে চাইল। জয়ন্ত। শীতল দেখল বেশ বুদ্ধিদীপ্ত ছেলেটা। দিব্যি জোয়ান। ছেলেটাকে বড় ভাল লেগে গেল শীতলের।

ওদের একাগ্রতা ভেঙ্গে দেওয়ায় জয়ন্ত একেবারে কাচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

"আরে এস এস জয়ন্ত।" শীতল সোৎসাহে বলে উঠল। "আমি আর তোমার মাসীমা এতক্ষণ মেমরি গেম খেলছিলাম। বুড়ো-বুড়ির খেলা। তোমার মাসীমার মেমরি এমন যাচ্ছেতাই রকমের খারাপ তা আগে বুঝতে পারিনি। ডাহা ফেল।"

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

শীতলের এই হাসিতে করবীর ভয় করতে লাগল। জয়ন্তর অপ্রস্তুত ভাবটা তাতে কিন্তু কেটে গেল। সেও হাসতে লাগল।

"মাসিমা, আমাদের কিন্তু কমপ্লিট।"

আমাদের বাড়ি কমপ্লিট করবী। আজ লাইট এসে গেল। বাবাঃ। এবার একটা দিন দেখে চল শিফট করি। অস্নাত অভুক্ত ঝড়োকাকের মত একটা স্মৃতি, একটা আবছা পর্দা যেন করবীর মনে

থর থর করে কাঁপতে লাগল। ছবিটা কিছুতেই স্থির হচ্ছে না।

"অপারেশন সাকসেসফুল।" শীতল হাসতে হাসতে বলল, "কি যেন কথাটা তোমরা ডাক্তাররা বল ?"

জয়ন্ত হেসে বলল, "বাট দ্য পেশেন্ট্ ইজ্ নট্ ডেড্ মেশোমশাই, উই হ্যাভ ডেলিভারড দ্য বেবি। কিন্তু রুবির সঙ্গে কাজ করা। উঃ হরিবল। জান কয়লা করে দিয়েছে।"

"রুবি ওই রকম।" শীতল হাসতে হাসতে সস্নেহে বলল, "যাদের ও ভালবাসে তাদের একেবারে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ে। কি বল করবী।"

করবী বলল, "চল তবে খেতে দিই।"

বলেই সে উঠে গেল। সেও ঘর থেকে পালাতে চাইছিল। দ্রুত রান্নাঘরে ঢুকে গেল। রুবি! করবী দেখল রুবি সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

রুবি ম্লান মুখে বলল, "ভোম্বল অত জোরে হাসছিল কেন মা ?"

"রুবি !" করবী রুবিকে বুকে টেনে নিল।

"আমি বুঝতে পারছি নে রুবি।" করবীর গলা কাঁপতে লাগল। "আমি ওর কিছুই বুঝতে পারিনে। আজ ও এত শান্ত, এত নির্বিকার, আমার মনে হচ্ছে ও যেন আর আমাদের মধ্যে নেই। যেন কত দূরে সরে গিয়েছে। এ যেন অন্য কেউ। আমার কেমন ভয় করছে।"

রুবি ওর মার বুকে মুখ গুঁজে কিছুক্ষণ শান্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকল। করবী সামলে নিল।

রুবি বলল, "ভোম্বল আমাদের জন্য সব দিয়েছে মা। আমরা কিন্তু ওকে কিছুই দিতে পারিনি।"

রুবির কথায় যে দুঃখ ঝরে পড়ল, করবীর কানের মধ্যে তা কেবলই ঘুরপাক খেতে থাকল। করবীর মনে হল রুবি হঠাৎ যেন তার সমান বয়সী হয়ে উঠেছে।

৩

শীতলের হঠাৎ মনে হল সে চলে গেলে করবী একেবারে একা হয়ে পড়বে। কে দেখবে তাকে? আশ্চর্য, এ কথাটা সে এতদিন ভাবেনি কেন? অনিল কেন এ বাড়ির দোতলার প্ল্যান পাশ করিয়ে রেখে গিয়েছে, শীতল যেন তা এইমাত্র বুঝল। অনিলও ভেবেছিল সে চলে গেলে করবী একা হয়ে পড়বে। তাই সে দোতলার কথা ভেবেছিল। হয়ত ভেবেছিল দোতলাটা হয়ে গেলে ওরা উপরে যাবে। নিচতলাটায় একটা ভাল ভাড়াটে বসাবে। করবীর কোনও ভাবনা থাকবে না। অনিল তার কাজ পুরো করতে পারেনি। এ বাড়িতে আসার দুমাসের মধ্যেই মারা গেল। দোতলা করে দেওয়াটা শীতলেরই দায়িত্ব ছিল। সত্যিই তো এমন একটা বাড়িতে কারো একার পক্ষে থাকা কি সম্ভব? বিশেষত সে যদি মেয়ে হয়।

শমির ভয়-কাতর মুখটা তার মনে পড়ল। শমি বলেছিল, অন্ধকার হয়ে গেলে তার খুব ভয় লাগে। বিশেষত লোড শেডিং হলে। তার মনে হয় আততায়ী বুঝি লাফিয়ে পড়ার জন্য লুকিয়ে বসে আছে। শীতল যদি শমির পেয়িং গেসট থাকতে রাজি হয়, শমি রাখবে? এই আজগুবি ভাবনাটা মাথায় ঢুকতেই শীতল মনে মনে হাসতে লাগল। বৃষ্টি এল। শীতল চেয়ে দেখল পড়ন্ত বিকেলের বিষণ্ণতা মুড়ি দিয়ে নিমগাছের ডালে কতকগুলো কাক ভিজছে। একটা কাক ওকে

গতকালের উকিল কাকার কথা মনে পড়িয়ে দিল।

করবী চা নিয়ে ঢুকল। রবিবারে রুবিরই চা করার কথা। রুবিরা খাওয়া দাওয়া সেরেই হসটেলে চলে গিয়েছে। রুবিরই তাড়া ছিল বেশি।

"বাবা, আসি।" রুবি সহজভাবেই তার কাছ থেকে বিদায় নেবার চেষ্টা করেছে।

রুবিকে বুকে টেনে নেবার, তার কপালে চুমু খাবার একটা প্রবল বাসনা শীতলের জেগেছিল। শীতল সামলে নিয়েছিল। রুবিকে বুকে ধরতে শীতলের কেমন বাধ বাধ ঠেকল। এই প্রথম।

শীতল শুধু বলল, "শরীরের যত্ন নিও।"

রুবিও যেন স্বস্তি পেয়েছিল। করবীও এসেছিল সে সময়। করবীকে দেখেই বদলে গেল রুবি। মুহূর্তে সে পুরনো রুবি হয়ে উঠল।

"তুই কিন্তু আমার হসটেলে যাসনি ভোম্বল। জয়ন্তরা খ্যাপাবে। আর গেলেও," উচ্ছ্বসিত রুবি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠল, "আমি তোর সঙ্গে দেখা করব না।"

রুবি বেরিয়ে গিয়েছিল।

করবী শীতলের ঘরে। শীতলের মুখের দিকে চেয়েছিল স্থির হয়ে।

করবী শীতলের মুখের দিকে চেয়ে কী যেন খুঁজছে সেখানে। শীতল তার দিকে চোখ তুলতেই করবী বলল, "চা।"

শীতল বলল, "এবার দোতলাটা তাড়াতাড়ি তুলে ফেলতে হয় করবী।"

"দোতলা?" করবী কিছুই বুঝতে পারল না। শীতলের টেবিলে সে চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখল। "কীসের দোতলা?"

করবীর প্রশ্ন শুনে শীতল হতভম্ব হয়ে গেল। তারপর করবীর বিমূঢ় মুখের দিকে চেয়ে অপ্রস্তুত শীতল একটু হাসল। কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। সে চায়ের কাপে একটা চুমুক দিল।

একটু ইতস্তত করে বলল, "আজ একটা ভাবনা মাথায় এল।"

শীতল চায়ে চুমুক দিল। চায়ের দিকে চোখ রেখেই বলল, "তুমি ঢোকবার আগেই ভাবছিলাম?" শীতলের খেই হারিয়ে গেল। শীতল বিব্রত হয়ে উঠল। সে চুপ করে চায়ে চুমুক দিতে লাগল। কী ভাবছিলাম আমি? উকিল কাকার কথা। কাল উকিল কাকা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বিয়ে থা হয়েছে? যোগীনকে বিস্মিত করে সে জবাব দিয়েছিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

"কী ভাবছিলে?" করবী জিজ্ঞেস করল।

ছেলেপুলে আছে? উকিল কাকার প্রশ্ন।

"তেমন কিছু নয় করবী। যত সব এলোমেলো কথা।" শীতল ক্রমাগতই এখন পিছু হাঁটছে।

আজ্ঞে হ্যাঁ। এক মেয়ে।

"দোতলার কথা কি বলছিলে?" করবী জিজ্ঞেস করল।

"দোতলা? ওঃ দোতলা।" শীতলের মনে পড়ল। "তুমি চা খাবে না করবী? তোমার চা কোথায়?"

শীতলের কথাবার্তার ধরনে করবীর উদ্বেগ বেড়ে গেল। শীতলকে সে বুঝতে পারছে না। শীতল আর করবী, এই প্রথম মুখোমুখি হল। এতদিন ওদের মাঝখানে ছিল রুবি। আজ রুবির আড়াল সরে গিয়েছে। শীতল কি তাকে কিছু গোপন করতে চাইছে? শীতল কি তাকে মেনে নিতে পারছে না? শীতল কি ভাবছে রুবিকে এ বাড়ি থেকে সরিয়ে দিয়েছে করবী?

"বলতে না চাও বলো না। আমি তো শুনতে চাইনি। কথাটা তুমিই তুলেছিলে।" করবী থেমে থেমে কথাগুলো বলল।

শীতল বিপন্ন হয়ে উঠল। কেন সে কথাটা তুলল? এখন কী বলবে করবীকে?

করবী, এ বাড়ির দোতলাটা এবার তুলে ফেলা ভাল।

কেন?

তাহলে তুমি এক তলায় একটা ভাল ভাড়াটে বসাতে পারবে।

ভাড়াটে বসাব! কেন?

বাঃ। না হলে তুমি একা এ বাড়িতে থাকবে কি করে?

আমি তো একা একাই সারাদিন থাকি। তুমি থাক না। রুবি কলেজে চলে যায়। তখন কে থাকে আমার কাছে?

কিন্তু রুবি তো আর এখন কলেজ থেকে ফিরে আসবে না। রাত্তিরে তুমি একা এ বাড়িতে কী করে থাকবে?

রাত্তিরে আমি একা থাকব! কেন?

কেন?

এই প্রশ্নের কী জবাব দেবে শীতল?

"করবী!" শীতল কাতরভাবে বলল, "আমি একটু চা খাব করবী।"

করবী উঠে যেতেই শীতল একটু স্বস্তি পেল।

সে করবীর শূন্যস্থানটাকে লক্ষ্য করে এবার অনেক সহজেই বলতে পারল, আমাকে এবার যে চলে যেতে হবে করবী।

কোথায় যাবে শীতল? প্রশ্নটা শীতল নিজেকেই করল।

শমি সিনহার কাছে। উত্তরটাও সে নিজেই দিল।

শমি সিনহার কাছে? পেয়িং গেসট?

এখানে আমি কী শীতল?

শীতল নিরুত্তর।

না, আর না। অনেকক্ষণ পরে শীতলের মন আবার ক্রিয়াশীল হয়ে উঠল। আর শুধু ভেসে যাওয়া নয়। এবার সিদ্ধান্ত একটা নিতে হবে। এবার থেকে নিজের সিদ্ধান্তে চলতে হবে।

শীতল পিছন ফিরে চাইল। কেবলই স্রোতের টানে ভেসে চলার ইতিহাস। তাকে পরিবার থেকে টেনে এনেছে মা। তাকে অনিলের সংসারে হাতে ধরে পৌছে দিয়ে গিয়েছে চক্কোত্তিদা। এখানে তাকে টেনে রেখেছিল রুবি। শমির কাছে তাকে পৌছে দিয়েছে জব্‌সন। উকিল কাকার বাড়ি তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছে যোগীন। আর সে? শীতল? স্রোতের শ্যাওলার মত ঘাট থেকে ঘাটে গিয়ে ঠেকেছে। এই তার জীবনের ইতিহাস। জীবনটা কার? শীতলের? তার ভূমিকা কী? শুধু ভেসে চলা। চলা নয়, চালিত হওয়া।

এক লহমায় নিজের জীবনটাকে দেখে নিয়ে শীতল স্তম্ভিত হয়ে গেল। সে কি সাবালক নয়? সে কি মানুষ নয়? মানুষের কাজ কি জীবনভর শুধু অন্যের ইচ্ছায় চালিত হওয়া? শীতলের ভয় হতে লাগল। করবীর এই সংসারটাকে, তার এই জীবনটাকে, তার এতদিনের অভ্যাসকে, তার তৃপ্তিবোধকে শীতলের এখন সূক্ষ্ম একটা মাকড়শার ভয়াবহ জাল বলে মনে হতে লাগল।

শমিকে তার ভাল লেগেছে এই জন্য যে সে নিজের ইচ্ছেয় চলতে শিখেছে। শমি তার জন্য ঝুঁকি নিয়েছে যথেষ্ট। শমি অসুখী। শমি সুখ কেনবার জন্য তার স্বাতন্ত্র্যবোধকে বাজারে বেচে দেয়নি। শমি তার মায়ের মত।

করবী চা নিয়ে ঢুকল।

কিন্তু করবীর কী হবে?

শীতলের এতক্ষণের সব বিচার করবীর মুখের দিকে চাইতেই এলোমেলো হয়ে গেল। শমির কাউকে তেমন দরকার হয় না। কিন্তু শীতলকে ছাড়া করবীর চলবে কি করে? করবীকে এখন ছেড়ে যাওয়া কি অমানুষের মত কাজ হবে না?

শীতলের কেমন মায়া হল। অন্ধ আবেগ তার মনের মধ্যে তোলপাড় করে উঠল।

"করবী, তোমার চা?"

শীতলের গলার স্বরে এমন একটা আন্তরিক স্নিগ্ধতা ফুটে উঠল যা করবীর শরীরটাকে কাঁপিয়ে দিল।

"এটা তো আমাদের চা খাবার সময়। এস না এক সঙ্গেই চা খাই।"

করবী কাপটা শীতলের সামনে রেখে বলল, "আমারটা আনছি।"

"জান করবী, রুবি কলেজে ভর্তি হবার পর, এই রবিবারটাই শুধু আমাদের নিজেদের ছিল," শীতল স্বপ্নের ভিতর ঢুকে গেল, "এই দিনটার জন্য আমি সারা সপ্তাহ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকতাম। সকাল থেকে রাত। রুবি আর তুমি। কী হুল্লোড়টাই না হত!"

একটা দীর্ঘশ্বাস শীতলের বুক ঠেলে বেরিয়ে এল।

"কিছুই থাকে না করবী!"

৪

বৃষ্টির ছাঁট এবার শীতলের ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল। গুড়গুড় করে মেঘ ডেকে উঠল। রুবির ঘরের জানালাগুলো খোলা নেই তো?

করবী ভাবল একবার ওঠে। দেখে আসে। কিন্তু উঠতে তার ইচ্ছে করল না। অন্যদিন হলে এই রকম বৃষ্টিতে রুবির কথা ভাবত। এটা তার কলেজ থেকে ফেরার সময়। রুবি আজ হসটেলে। ওর কথা ভাবছে না করবী। সে ভাবছিল রুবির চলে যাওয়াটা কীভাবে নিতে পারছে শীতল। রুবিকে যে শীতলের জন্যই যেতে হল তা কি সে বুঝতে পেরেছে? ওর ভাব দেখে তো মনে হয় না। কতকগুলো বিষয়ে শীতল একেবারে সরল। বালকের যতটুকু বোধবুদ্ধি থাকে, শীতলের তাও আছে কি? রুবি যে বড় হয়ে গেছে সেকথা সে এখনও বুঝেছে কি না সন্দেহ। তবে রুবি আর কিছুদিন থাকলে একটা দারুণ কিছু হয়ে যেত। সে বিষয়ে ভুল নেই। করবীর ঘুম হত না চিন্তায়। রুবি মেয়ে তাই সে সর্বনাশের আভাস আগেই পেয়ে গিয়েছিল। সেই দিন থেকেই হসটেলে যাবার জন্য ছটফট করছিল রুবি। রুবিও কষ্ট পাচ্ছে খুব। শীতলকে ছেড়ে থাকা তার পক্ষে যে কী কঠিন কাজ করবী তা জানে।

আঙ্গুলে সূঁচের খোঁচা লাগতেই করবী সেলাই থেকে মুখ তুলল। বৃষ্টির অঝোর ধারায় বাইরেটা ঝাপসা হয়ে এসেছে। করবী আনমনা হয়ে গেল। শীতলের বুকে মুখ গুঁজে রুবি বাবা বাবা করে কাতরাচ্ছে। শীতলের চোখে মুখে ক্ষিধে জেগে উঠেছে। ছবিটা চট করে তার চোখে ফুটে উঠেই আবার তক্ষুনি মিলিয়ে গেল। আর তক্ষুনি বুকের ভিতর কুট করে একটা কামড় খেল করবী। সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা এসে তাকে ধাক্কা দিল। সে আবার সেলাই-এ মন দিল।

মাথার উপর পাখাটা ঘুরে উঠল।

শীতল বলল, “কারেনট এল।”

সে উঠে গিয়ে আলো জ্বালিয়ে দিল।

"তুমি অন্ধকারে দেখতে পাও করবী? আমার তো পড়তে এখন দিনের বেলাতেও চশমা লাগে।"

আলো জ্বলতেই করবী কেমন অস্বস্তি বোধ করতে থাকল। চোখের কোণ দিয়ে দেখল শীতল এ·কমনে বৃষ্টি দেখছে।

রুবির কথা ভাবছে শীতল?

"জয়ন্তটা বেশ ছেলে, না করবী?"

"একেবারে ছেলেমানুষ", করবী দাঁত দিয়ে সুতো কাটল।

"দুজনে খুবই বন্ধু।"

শীতল এগিয়ে এসে একটা সিগারেট ধরাল। বসল চেয়ারে। করবীর খুব কাছে। করবীর অস্বস্তি হতে লাগল।

"মনে নেই করবী? সেই ফারসট ইয়ার থেকে রুবি বলে আসছে, জয়ন্ত এই, জয়ন্ত সেই। জয়ন্ত এই করেছে, জয়ন্ত সেই করেছে। বলেনি তোমাকে? আমার তো কানের পোকা নড়িয়ে দিত রুবি।"

শীতলের এখনকার এই উৎসাহ করবীর অস্বস্তিকে বাড়িয়েই তুলল। ঠিক বুঝতে পারছিল না শীতল কোন দিকে যেতে চাইছে।

"কোনও কোনও লোকের ভাগ্যই এমন থাকে, জান করবী, যে যেখানেই থাক না কেন বোঝা বইবার লোক তার জুটে যাবেই।"

"তোমাকে খুব জ্বালিয়েছে রুবি। সেই প্রথম দিন থেকেই।"

"তোমাকেও।"

"আমাকে আর কী জ্বালাল? তোমার কোলে পিঠেই না ও মানুষ। তুমিই ওর মা।"

"না। আমি ওর বাবা।"

করবীর কানের ডগা গরম হয়ে উঠল। এই রকমই কিছু একটা আশংকা করছিল সে।

"প্রথম প্রথম তুমি কেমন রেগে উঠতে। আমিও খুব লজ্জা পেতাম। তুমি ওকে ধমকাতে। আমি বলতাম, এইটুকু মেয়ে বলছে বলতে দিন না। আমি তোমাকে আপনি বলতাম তখন।"

মেয়েটা ভারি পাজী। করবী আনমনা হলে গেল। বরাবরই পাকা-পাকা ভাব। একবার ইসকুল থেকে মাথায় জেদ নিয়ে বাড়ি ফিরল রুবি। আমার কোনও বন্ধুর বাবা মা আপনি আপনি করে না। সবাই তুমি বলে। তবে তোমরা কেন আপনি আপনি কর? আবার এসব কথা খাবার টেবিলে বলা চাই। শীতলকেও সাক্ষী মানা চাই। কিরে ভোম্বল, মাকে তুমি বলতে পারিস নে। শীতলও অদ্ভুত। সঙ্গে সঙ্গে বলে দিল আমার আর অসুবিধে কী? তোমার মায়ের যদি আপত্তি না থাকে তাহলেই হল।

শীতল হাসল। বলল, "রুবিই কিন্তু আমাদের আপনি আপনি ছাড়িয়েছে।"

"এর মধ্যে তোমার হাত কি কিছুই ছিল না?" করবীর মুখ দিয়ে হঠাৎ কথাটা এমনভাবে বেরিয়ে যাবে, করবী নিজেই ভাবেনি।

"আমার হাত? না করবী, কিছুই ছিল না। তুমি বিশ্বাস কর।"

"আমার এক সময় ধারণা হয়েছিল, তুমিই যে রুবির বাবা এই বিশ্বাসটা তুমিই ওর মাথায় ঢুকিয়েছ।"

"তোমার ধারণা ভুল করবী।"

করবী দেখল শীতলের চোখ দুটো ব্যথায় টনটন করছে।

"রুবি ভাল করেই জানত, আমি রুবির সত্যিকারের বাবা নই।"

"হ্যাঁ আমি ওকে বলেছিলাম সেকথা।"

"হ্যাঁ করবী, তুমি বলেছিলে। কিন্তু রুবি সেকথা বিশ্বাস করেনি।"

"বিশ্বাস করেনি!"

"না করবী, করেনি। তারপর যখন ওর বুঝবার বয়েস হল তখন আমি ওকে বললাম তোমার মা তোমাকে যা বলেছিলেন রুবি তাই ঠিক। তোমার বাবা, তুমি যখন খুব ছোট্ট, তখন মারা গিয়েছেন। আমি তোমার বাবা নই।"

"তুমি ওকে একথা বলেছ?" করবী যেন অথৈ জলে গিয়ে পড়ল।

"না বলে উপায় কি করবী।"

"কেন?"

"রুবির স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার ফরম ফিল আপ করতে হবে তো?"

করবী নিথর হয়ে বসে রইল। শীতলও চুপ। সিগারেট টানতে লাগল। করবীর চোখে আরেকটা ছবি ভেসে উঠল। একটা ভোরের ছবি। বাথরুম থেকে ফিরছে করবী। শীতল ঘুমুচ্ছে। রুবি তার শিয়রে হাঁটু গেড়ে বসে। রুবির কিরকম একটা উত্তেজিত চেহারা। যেন নিশিতে ধরা মেয়ে। চোখ দুটো তার অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। নাক ফুলে ফুলে উঠছে। ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপছে। মুখ নিচু করে শীতলের ঠোঁটে রুবি তার ঠোঁট ঠেকাল। আর তারপরই রুবি চমকে জেগে উঠল। শীতলের চুল ধরে টানছে আর ডাকছে ভোম্বল ভোম্বল। ওঠ। চা। একেবারে স্বাভাবিক রুবি। তার পরেই তো করবী রুবিকে হসটেলে পাঠাতে অত জোর করেছিল। রুবি জানত শীতল তার বাবা নয়।

"আমাদের একটা সিকরেট প্যাকট্ হয়েছিল করবী। আমার আর রুবির মধ্যে।"

"সিকরেট প্যাকট্?"

"তোমার সামনে রুবি কখনোই আমাকে বাবা বলে ডাকবে,

না। তোমার আড়ালে বলবে, এই প্যাকট্। আজ রুবি সে চুক্তি ভাঙল। তোমার সামনেই বলে গেল, বাবা আসি।"

"রুবি আজ আমাকেও একটা কথা বলেছে শীতল।" করবী কথাটা না শুনিয়ে পারল না।

করবীর মুখে "শীতল" শুনে শীতল চমকে করবীর মুখের দিকে চাইল। করবীর চোখ দুটো টলটলে হয়ে উঠেছে। শীতল দেখল নিজেকে সামলাতে করবীকে কী পরিশ্রমই না করতে হচ্ছে।

"রুবি বলল মা, ভোম্বল আমাদের জন্য সব দিয়েছে। আমরা ওকে কিছুই দিইনি।"

করবী আঁচল দিয়ে মুখটা একবার মুছে নিল।

"রুবির খুব বুদ্ধি করবী। রুবিই এই জগতে আমার বড় বন্ধু ছিল। কেন জানো ?"

করবী কথা বলতে পারল না। মাথা নাড়ল শুধু।

"রুবির মত আমিও আমার বাবাকে হারিয়েছি সেই কোন ছেলে বয়সে। এইটাই ছিল আমাদের বড় বন্ধন। আজ তা চুকল।"

"চুকল !" করবী চমকে উঠে শীতলের দিকে চাইল।

"হ্যাঁ করবী, চুকল। রুবিই চুকিয়ে দেবার জন্য ছটফট করছিল।"

"কেন, জানো ?" করবী বিস্ফারিত চোখে একটা সাংঘাতিক কিছু শোনবার জন্য অপেক্ষা করে রইল।

"সর্বনাশের আভাস রুবিই আগে টের পেয়েছিল। বলেছি না করবী, ওর খুব বুদ্ধি।"

রুবির বুদ্ধির জন্য শীতল যেন গর্বিত বোধ করল।

"আমি পরে জেনেছি।"

"কখন জানলে ?" করবী যেন নিশ্চিন্ত হতে চায়।

"পরশু রাতে করবী।" শীতলের স্বর খুব করুণ হয়ে এল। "রুবি যখন আমার ঘরে এল। আমি অসহায় হয়ে পড়েছিলাম করবী। আর একেবারে উন্মাদ। আমাকে আর রুবিকে বাঁচাবার কোনও ক্ষমতাই তখন আমার ছিল না। বাঁচিয়ে দিলে তুমি।"

"আমি!"

"হ্যাঁ করবী তুমি। তুমি যদি তখন দরজায় এসে না দাঁড়াতে—"

শীতল দুহাতে মুখ ঢেকে ফেলল। সে তখন ভয়ে কাঁপছিল।

"না শীতল তুমি ঠিক বুঝতে পারনি।" করবীর এই স্পষ্ট দৃঢ় গলার স্বরে শীতল মুখ তুলে চাইল।

"আমি সবটা দেখেছি বলেই বলছি। তোমাদের দেখে মনে হচ্ছিল তোমরা যেন হাবুডুবু খাচ্ছ। তোমরা যেন ডুবতে চলেছ কিন্তু তোমাদের চেষ্টা ছিল বাঁচবার দিকে।"

"এটা কি সান্ত্বনা করবী?"

"না।"

"কিন্তু কিছুই বাঁচেনি করবী। রুবির আর আমার মধ্যে এতদিন ধরে যা কিছু আমরা তিল তিল করে গড়ে তুলেছিলাম তার সব কিছু ভরাডুবি হয়ে গেছে। আমি রুবি আমরা দুজনেই আজ জ্ঞানী হয়ে উঠেছি। রুবি আর কোনদিন বাবা বলে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে না। রুবি যে আমার রুবি নয়, সে যে নারী, আমি তাও কোনদিন ভুলতে পারব না।"

ছয়

১

শীতল বলল, এর আর নড়চড় হবে না শমি।

শমি ঠাট্টা করল, মানুষ যদি এত সহজে মায়া কাটাতে পারত!

আমি পারব শমি। আমি মনস্থির করে ফেলেছি।

শীতল, তুমি একটা চিরকেলে বুদ্ধু!

শমি!

বুদ্ধু!

শমি ফুঃ করে শীতলের নাকে মুখে একরাশ সিগারেটের ধোঁয়া ছুঁড়ে দিল।

শীতলের মুখের উপর গরম বাতাসের ঝাপটা লাগল। শীতল চমকে উঠে মুখ সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করতেই ওর ঘুম ভেঙে গেল। এবং চোখ মেলতেই দেখল অন্ধকারে এক ছায়া মূর্তি শীতলের মুখের উপর ঝুঁকে রয়েছে। তার মুখে কার গরম নিঃশ্বাস পড়ল। প্রচণ্ড ভয়ে আঁতকে উঠল শীতল।

"কে!"

"আমি।"

"করবী!" শীতলের বুক প্রচণ্ডভাবে ধক ধক করছে।

"শমি কে?"

"করবী তুমি!" শীতল যেন একটু একটু করে চেতনায় ফিরে আসছে। করবী এখানে কি করছে? অসুস্থ হয়ে পড়েনি তো?

"করবী তুমি!" হঠাৎ শীতল ধড়মড় করে উঠতে গেল। কিন্তু তার ডানা ধরে করবী তাকে জোর করে বিছানায় শুইয়ে দিল। করবীর

গায়ে বেশ জোর।

"শমি কে?" করবীর গলা মৃদু অথচ বেশ দৃঢ়।

"শমি? কে শমি?" শীতলের সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। কোন শমির কথা জানতে চাইছে করবী? শীতল জেগে আছে তো? শীতল সুস্থ আছে তো?

"তুমি ঘুমের ঘোরে শমি শমি করছিলে। কে সে শীতল?"

ঘুমের ঘোরে? শমি? হ্যাঁ শীতল যেন কি একটা স্বপ্ন দেখছিল বটে। কিন্তু কী সেটা এখন মনে করতে পারল না। শমিকে কোন একটা কথা যেন বোঝাতে চাইছিল শীতল। আর শমি ফুঃ ফুঃ করে উড়িয়ে দিচ্ছিল।

"আমি বোধহয় স্বপ্ন দেখছিলাম করবী। শমি আমাদের অফিসেরই এক মেয়ে। আমাদের এক সহকর্মী। যার সঙ্গে আমাকে এখন কাজ করতে হচ্ছে।"

"যার বাড়িতে কাল তুমি খেয়ে এলে?"

"হ্যাঁ তাই।"

ঘরটায় অন্ধকার। বাইরে বৃষ্টি পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। ওদের এদিকে বেশ ব্যাঙ ডাকে। রাত কত হল?

"করবী, আলো জ্বালো।"

"আলো চলে গেছে শীতল।"

"করবী, এত রাতে এই অন্ধকারে এ ঘরে তুমি কী করছ?"

"আমিও এক স্বপ্ন দেখেছি শীতল। খুব খারাপ স্বপ্ন। ভয় পেয়ে পালিয়ে এসেছি এখানে।"

রুবি যখন ছোট ছিল, মাঝে মাঝে করবীর কাছ থেকে মাঝ রাতে পালিয়ে আসত তার কাছে। বুকের উপর লেপটে শুয়ে থাকত।

করবী তার হাত ছাড়েনি। তার মুঠি থেকে নারীর শরীরের উষ্ণতা শীতলের শরীরে বিকীরিত হচ্ছে। রুবি করবী শমি, এদের সকলের শরীরের উষ্ণতাই এক জাতের। শীতল কোনও তফাৎ ধরতে পারল না। একবার শীতলের মনে হল করবীর মাথাটাকে সে তার বুকে টেনে নেয়। কিন্তু সাহস পেল না।

শীতল বলল, "জান তো করবী স্বপ্নের কথা বলে ফেললে সে স্বপ্ন আর ফলে না। তুমি কী দেখেছ আমাকে বল।"

"আমি দেখলাম তুমি ছাদে উঠে দোতলা তুলছ। তোমার হাতে রাজমিস্ত্রির যন্ত্রপাতি।"

অন্ধকারের মধ্যে করবী একেবারে মিশে রয়েছে। শীতল দেখতে পাচ্ছে না। করবী এখনও মুঠো করে ধরে আছে শীতলের ডানা। একটা উষ্ণ স্রোত বইছে তার শরীরে। অন্ধকারের বুক চিরে ভেসে উঠছে করবীর গলার স্বর। চাপা এবং কাঁপা-কাঁপা।

"আমি তোমাকে ক্রমাগত বাধা দেবার চেষ্টা করছিলাম। বলছিলাম, নেমে এস শীতল। দোতলা তুলতে তোমাকে হবে না। বাড়ি ঘর সকলের সয় না শীতল। অনিলের সয়নি।"

করবীর মুঠি শীতলের হাতে কাঁপতে শুরু করেছে। শীতলের কেমন কষ্ট হতে লাগল করবীর জন্য।

"তারপর করবী? বল, বল। সব বলে ফ্যালো।"

"তুমি কিছুতেই কথা শুনলে না শীতল। আমাকে বললে—"

করবী মাঝপথে থেমে গেল।

"তারপর?" শীতলের শোনার আগ্রহ ক্রমশ উদ্দাম হয়ে উঠেছে।

"আমি তোমাকে কী বললাম করবী?"

"তুমি বললে," অন্ধকার থেকে করবীর স্বর ভেসে এল, "আমি

তো এ বাড়ির মালিক নই করবী। আমার কী ভয়? আমি রাজ-মিস্ত্রি। বায়না নিই কাজ করি। দাও ইট দাও করবী? আমার সময় নেই। আমি আরেকটা বায়না ধরেছি।”

করবী চুপ করল। ওর মুঠি থরথর করে কেঁপেই চলেছে।

“আমি এই কথা বললাম?” নিজের উপর শীতল যেন খুশী হয়ে উঠল।

“হ্যাঁ শীতল, তুমি বললে।”

শীতল ক্রমশই খুশী হয়ে উঠতে লাগল।

“তারপর করবী?” শীতলের স্বরে কিঞ্চিৎ উত্তেজনা প্রকাশ পেল।

“আমি বেশ ভয় পেলাম। তুমি বললে ইট দাও করবী, আমি আমার কাজটা শেষ করে দিয়ে যাই। আমি বললাম আমার দোতলা চাই না শীতল। এই সময় নিচে থেকে একটা মেয়ের গলা চেঁচিয়ে উঠল, এখানে আর কত দেরি শীতল? আমার ঘর কখন গাঁথবে? তুমি রেগে গেলে। আমি ভয় পেয়ে সব ইট লুকিয়ে ফেলতে চাইলাম। তুমি জোর করে কেড়ে নিতে লাগলে। ধাক্কাধাক্কি শুরু হল শীতল। তারপর উঃ!”

করবী থেমে গেল। শীতল উত্তেজনায় ফেটে পড়বে। সে আগ্রহে ফুটছে। শীতল বিছানার উপর তড়াক করে উঠে বসল। করবীর কাঁধ দুটো চেপে ধরে শীতল তার মুখটাকে একেবারে মুখের কাছে নিয়ে গেল।

উত্তেজিত চাপা স্বরে শীতল জিজ্ঞেস করল, “বল করবী, বল। তারপর কী হল?”

“তারপর তুমি ছাদ থেকে পড়ে গেলে। রুবি চেঁচিয়ে উঠল, মা ভোম্বল মরে গেছে।”

এই কথা বলেই করবী শীতলের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ছুহাতে পাগলের মত শীতলকে জড়িয়ে ধরে প্রচণ্ড কান্নায় কাঁপতে থাকল।

রুবি চেঁচিয়ে উঠল, মা ভোম্বল মরে গেছে। করবীর থরথর ভারি শরীরটা শীতলের বুকের উপরে, তথাপি ভিতরটা তার একেবারে হাল্কা। ভোম্বল মরে গেছে ঠিক। শীতলকে আর ভোম্বলের বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে না।

কিন্তু করবীকে নিয়ে সে এখন কী করবে? তার তো নতুন বায়না নেওয়া হয়ে গিয়েছে। শীতলের সে ডাকও এসে গেছে। এবং আশ্চর্যের কথা করবীর কানেও পৌঁছে গেছে। কিন্তু এখন আর আগের মত অতটা উৎসাহ পাচ্ছে না শীতল। এখন যখন করবী তার বুকে। এবং করবীর ভারি দেহটার চাপ যখন শীতলের চেতনায় ঘা দিচ্ছে। করবীর ভয়ে ভাবনায় আন্দোলিত ছুটো বিশাল স্তন, কিঞ্চিৎ শিথিল, সিংহের থাবার মত শীতলের বুকের পাঁজরায় গিয়ে ঘা মারছে। এবং যখন করবীর চুলের ঘামের পাউডারের এবং দেহস্থিত অন্যান্য গন্ধ মিলে মিশে এক হয়ে শীতলের নাসারন্ধ্রকে পীড়িত করছে। তখন শীতল অনুভব করল তার পক্ষে আগের মত উল্লসিত হয়ে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না। করবী স্পষ্টতই তার কাছে আশ্রয় চাইছে। এখন?

বুদ্ধু!

হঠাৎ বিছ্যুতের ঝিলিকের মত শীতলের নিজের স্বপ্নটার কথা মনে পড়ে গেল।

আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি শমি।

যথাসম্ভব দৃঢ়ভাবেই কথাটা উচ্চারণ করার চেষ্টা করল শীতল।

বুদ্ধু!

এর নড়চড় হবে না।

বুদ্ধু!

আমাকে এখান থেকে বেরুতে হবেই শমি।

করবীর ভারি দেহটা বুকে ধরে শীতল যেন আর্তনাদ করে উঠল।

শমি ফুঁ করে শীতলের মুখে সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে মিলিয়ে গেল।

অসহায় শীতল পড়ে যাচ্ছে। করবীর চওড়া পিঠে হাত রেখে সে পতন রোধ করতে চাইল। কিন্তু করবীর পিঠ ভর্তি এলো চুল। কী মসৃণ! শীতলের দুটো হাতই পিছলে নেমে পড়ছে নিচের দিকে। কিছুতেই সে ঠেকাতে পারছে না।

বৃষ্টি বোধহয় থামবে না। আলোও বোধহয় আর আসবে না। ওরা দুজনে এখন শীতলের বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে। শীতল ওকে টেনে নিয়েছিল। করবী একটুও দ্বিধা করেনি। ব্যাঙগুলো বিরামহীন ডেকে চলেছে। পরপর দুবার মেঘ ডেকে উঠল কড় কড় করে। ঠিক যেন ওদের মাথার উপরে। একই সঙ্গে চমকে উঠল দুজন। একই সঙ্গে ওরা সরে গেল দুজনের কাছে। ঝমঝম করে বৃষ্টি শুরু হল আবার।

শীতল করবীর চুলে আঙ্গুল চালাল কিছুক্ষণ। তর্জনী দিয়ে ওর মসৃণ এবং গাঢ় ভুরু দুটো পালিশ করে দিল। নাকের উপর দিয়ে অতি ধীরে আঙ্গুলটা ওষ্ঠের উপর পিছলে পড়ল। থামল। একটু ইতস্তত করল। তারপর মনস্থির করে আবার সফর শুরু করল। করবীর আধবোজা ঠোঁটের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত মন্থরগতিতে টহল মারল একবার। তারপর থামল। তারপর নেমে এল চিবুকে। থামল। সাবাস বল্লভভাই নেড়ে দিলে গান্ধিজীর চিবুক। কথাটা কার মুখ

থেকে শুনেছিল শীতল, এখন মনে নেই। যোগীন আর সে কথাটা এক সময় যখন তখন বলত। করবীর মুখের ডৌলের সীমানা ধরে এ কান থেকে ও কান ঘুরে এসে শীতলের তর্জনী হঠাৎ যেন সরে পড়ল।

শীতল করবীর কানের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে করে বলল, "আমরা বিয়ে করব না কেন, করবী?"

"বিয়ে?" তেমনি আস্তে জবাব দিল করবী, "কখনও তো ভাবিনি আগে।"

"কেন?"

"কেন? হয়ত যখন সময় ছিল তখন কথাটা কারও মনে পড়েনি।"

শীতল চুপ করে গেল।

যেন শীতলের মনের কথাটা টের পেল করবী। বলল, "আজ আর হয় না।"

"কেন?" সসঙ্কোচে শীতল বলল, "রুবি?"

"রুবি? না শীতল। রুবি নয়। আমরা বিয়ে করলে রুবি বরং খুশী হত। রুবি তখন ছোট। ইসকুলে পড়ে। ওর এক বন্ধুর দাদুর পঞ্চাশ বছরের বিবাহ বার্ষিকীতে বুড়োবুড়িকে নতুন করে বিয়ে দিয়েছিল নাতি নাতনীরা। পুরুতে মন্তর পড়েছিল। কনে সম্প্রদান করেছিল বুড়োর এক ছেলে। নান্দীমুখ সাতপাক বাসর ঘর কিছুই বাদ যায়নি। বিয়ের পদ্যগুলো হয়ত রুবির বাক্সে এখনও আছে।"

একটা মেঘ মৃদুস্বরে গড়গড় করে অনেকক্ষণ ধরে ডেকে গেল।

"তাই দেখে এসে রুবি বলেছিল, তুমি ভোম্বলকে বিয়ে কর না মা? কথাটা শুনে রাগে আমি জ্ঞানগম্যি হারিয়ে ফেলেছিলাম। ওর গালে কষে মেরেছিলাম এক চড়।"

"কেন?"

"কেন? সেকথা আজ আলোচনা করে কী লাভ? আজ আর হয় না।"

"হয় না কেন করবী? বাধা কোথায়? অনিল?"

"অনিল!"

"হ্যাঁ। অনিল। তোমার স্বামী করবী।"

করবী চুপ করে ভাবতে লাগল। শীতলের এই প্রশ্নটার মানে সে যেন ধরতে পারছে না।

"বল করবী? অনিলের স্মৃতিই কি তাহলে আমাদের পথে বাধা।"

"রুবির বাবার সঙ্গে মাত্র বছর চারেক ঘর করেছিলাম। দুবছরের ভিতরেই রুবি এসে গেল। আমার সেই ঘরকন্নার কথা বিশেষ কিছুই মনে নেই। তখন তো খুবই ছেলেমানুষ ছিলাম। তারপর সেটা ছিল একটা ব্যস্ত মানুষের সংসার। কতটুকু সময়ই বা তার দেখা পাওয়া যেত।"

"তাহলে করবী?"

"শীতল, তুমি আজ একটা ফটো দেখিয়েছিলে দুপুরে।"

শীতল বলল, "হ্যাঁ।"

"চক্কোত্তি কাকাকে চিনতে একটুও দেরি হয়নি আমার। রুবির বাবাকে দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। এই রুবির বাবা! বাড়িতে ওর কোনও ফটো নেই। এসব জিনিস ওর ছিল না। টাকা রোজগারের চিন্তা ছিল খালি। আর ধ্যান জ্ঞান ছিল বাড়ি। তাও সাদামাটা। আমাদের বাড়িতে যা কিছু সখ শৌখিনতা সে সব করেছ তুমি আর রুবি। তুমি কেবলই জিজ্ঞেস করছিলে রুবির বাবাকে চিনতে পারছ না? জবাব দেব কী, আমি নিজেই হাঁ হয়ে গিয়েছিলাম। ফটোতে যে লোকটাকে রুবির বাবা বলে চেনাতে চাইছিলে, সেই যদি রুবির

বাবা হয়, তবে আমার মনে যাকে ধরে বেঁচে আছি কুড়ি বছরের উপর, তাহলে সে কে? সে তো এ নয়। এ রুবির বাবা ও চেহারার নয়, ও লোক নয়। তাই তোমার কথার জবাব দিতে পারছিলাম না।"

ওরা দুজনেই চুপ করে গেল। বৃষ্টি কি একটু থামছে? শীতল আবার পিছলে পড়তে লাগল।

"রুবির এ বাবা তুমি শীতল।"

"আমি!"

"হ্যাঁ। ফটোর তুমি নও। এই তুমি। মনের সঙ্গে বারবার মিলিয়ে দেখি, সে তুমি। অথচ আমি তা বুঝতেও পারিনি।"

"কিন্তু এ তো শীতল নয় করবী। এ নাকি শিবচরণ।"

প্রচণ্ড কৌতুকে হেসে উঠল শীতল।

"শিবচরণ?"

"হ্যাঁ করবী, শিবচরণ। এর বাড়ি পাথুরেঘাটা। এর পদবী ঘোষ সরকার। এর বাড়ির নাম শিবালয়। এ টম ম্যাকননের কেরানী নয়। হিউম্যান উইকেনস ফিরি করার উঁচু বেতনের দালাল নয় করবী। এ বিষয় সম্পত্তির মালিক। এ এতদিন ফেরার ছিল। কাল ধরা পড়ে গিয়েছে। গতকাল বললাম না করবী, এটরনির বাড়ি যেতে হবে। গিয়েছিলাম। আমাকে দেখা মাত্র বুড়ো এটরনি, আমার উকিল কাকা, বলে উঠলেন এ যে শিবচরণ।"

করবী প্রথমে কিচ্ছু বুঝতে পারেনি। ভেবেছিল শীতল বোধহয় খেপে গেছে। আবোল তাবোল বকছে। কিন্তু ক্রমে করবী এর একটা মানে ধরতে পারল।

"শিবচরণ কে?"

"আমার বাবা করবী।"

শীতল একটানা এতগুলো কথা বলে একটু শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল যেন। চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবল।

"তোমার নিজের কে আছে করবী?"

"নিজের?"

"মানে আত্মীয় স্বজন আর কি?"

"কই, কেউ তো কখনও খোঁজ নেয়নি। কী করে বুঝব?"

"হয়ত খোঁজ করেছে। খোঁজ করছে। পায়নি। পাচ্ছে না। এই আমার ব্যাপারটাই ত্থাখ না। আমি কি জানতাম দীর্ঘদিন ধরে আমার খোঁজ চলেছে। আমি কি জানতাম আমার বিষয় সম্পত্তি আছে? আমি কি জানতাম আমার এত ভাই বোন আত্মীয়-কুটুম আছে? সেই ছোটবেলা থেকে জেনে এসেছি এ জগতে আমি আর আমার মা। কিন্তু আজ যদি আমার সঙ্গে যেতে করবী তো দেখতে পেতে আমাকে দেখার জন্য আমার আত্মীয় স্বজনের কত বড় মেলা বসে গিয়েছিল।"

"কোথায়? কখন?"

"আমার উকিল কাকার বাড়ি। বিকেল পাঁচটা থেকে মেলা বসার কথা। আমিই প্রধান আকর্ষণ।"

"সে কী! বলনি তো? তুমি যে বড় গেলে না?"

"আমার মনে হল আমি তোমার কাছে থাকি করবী। রুবি আজ চলে গেল। আবার আমিও যদি বেরিয়ে যাই, বাড়িটা বড্ড ফাঁকা লাগবে। তুমি একেবারে একা হয়ে যাবে। এটা আমার ভাল লাগল না।"

"তাই তুমি গেলে না? আমার খারাপ লাগবে, তাই?"

"হ্যাঁ করবী তাই। আচ্ছা বল তোমার খারাপ লাগত কি না?"

"লাগত শীতল।" করবীর ঠোঁট দুটো থরথর কাঁপছে।

"এই যে আমি রইলাম বাড়িতে, বিশেষ করে আজকের দিনটায়, তোমার ভাল লাগেনি? বল করবী।"

"খুব ভাল লেগেছে। তুমি না থাকলে আমার খুব খারাপ লাগত শীতল।" করবী নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

"এই অভাবগুলো পূরণের জন্যই তো মানুষকে মানুষের দরকার লাগে করবী। টাকা দিয়ে যশ দিয়ে ক্ষমতা দিয়ে আর যাই পাওয়া যাক করবী, মানুষের মনের এই সব ফাঁক ভরানো যায় না।"

"শীতল তুমি কী?"

"বুদ্ধু।"

"বুদ্ধু?"

"লোকে আমাকে তাই বলে করবী। বলে শীতলটা বোকা। স্বপ্নবিলাসী। প্র্যাকটিক্যাল নয়।"

"যারা বলে তারা তোমাকে জানে না শীতল।"

"জানুক বা না জানুক কেউ, আমি তো জানি এসব স্বপ্নবিলাসিতা নয় করবী। এ সত্য। এই হচ্ছে মানুষের সমাজে সব চাইতে দামী জিনিস। আমি জানি বলেই এসব জিনিস রক্ষার জন্য এত প্রাণপাত করি। তাই আমাকে একবার এক স্নেহভাজন, তাকে আমি খুব স্নেহ করি করবী, বলেছিল, এসব হচ্ছে শেতলবাবুর অ্যান্টিকস। আমি তার চাইতে বয়সে অনেক বড় করবী, তবু সে ছোকরা আমার মুখের উপর কথাটা অম্লানবদনে ছুঁড়ে দিয়ে এমনভাবে হাসতে লাগল যেন আমাকে খুব গৌরব দান করেছে।"

"শেতলবাবুর অ্যানটিকস।" কথাটা আপন মনেই আরেকবার উচ্চারণ করল শীতল।

"অ্যানটিকস ? মানে কী ?"

"ভাঁড়ামি। সঙ সেজে যা করা হয় তাই।" শীতল অন্ধকারে একটু শব্দ করে হেসে উঠল। "আমি এসব কথা গায়ে মাখিনে।"

সত্যিই তো, করবী ভেবে দেখল, রুবি ঠিক বলেছে। শীতলকে আমরা কেউ কিছু দিইনি। একেবারে খাঁটি কথা। শীতল করবীর কাছে একটা দাবি পেশ করেছে।

"আমি জানি করবী," শীতল আপন মনে বলে চলেছে, "কাল তুমি নিজেকে অনেকটা সামলে নেবে।"

শীতল আমাকে চাইছে এতদিন পরে। শীতলকে বিমুখ করা ওর প্রতি চরম নিষ্ঠুরতা।

"আমি জানি করবী সে জোর তোমার মধ্যে আছে।"

কিন্তু শীতলকে ঠকানো ?

"পরশু এদিনটা আরও সরে যাবে। পাঁচ বছর পরে নানা অভিজ্ঞতার তলায় আজকের এই অনুভূতি, এই বেদনা, এই শূন্যতা-বোধ, পরস্পরের প্রতি আজকের এই নির্ভরতার স্মৃতি চাপা পড়ে যাবে।"

শীতলকে ঠকানো মহাপাপ। না না, করবী শীতলকে ঠকাতে পারবে না।

"জগত সংসারের এই নিয়ম। আমি জানি করবী। এ হচ্ছে বাস্তব সত্য। তুমিই তো বললে করবী অনিলকে তুমি তোমার মনের মধ্যে খুঁজে পেলে না। এটাই জগতের সত্যি। কিন্তু সেদিন খবর পেয়ে অফিস থেকে আমরা ছুটে এলাম ? তুমি অনিলের মড়া আগলে বসেছিল এই বাড়িতে। সেদিনও অনিল কত তাজা ছিল ভাবো ? সেটাও জগতের সত্যি করবী। সব সত্যকে স্বীকার করে নেওয়াই

ভাল। আজ যে আমি বেরুইনি সে শুধু তোমার একার কথা ভেবে নয় করবী। আজ তুমি ছাড়া আর কারও সঙ্গ আমারও ভাল লাগত না।"

কিন্তু আমি যে নিঃস্ব শীতল। আমার যে আর কিছু নেই। তুমি এতক্ষণেও বুঝতে পারনি? তোমরা সেদিন এসে অনিলের মড়াকে এই বাড়ি থেকেই বের করে নিয়ে গিয়েছিলে। কিন্তু আমার মন থেকে সেটাকে বের করে নিয়ে যাবার কথা তোমার কেন মনে পড়েনি শীতল? তাই তো অনিলের মড়া আগলে বসে থেকে থেকে আমার যা কিছু দেবার তা ফুরিয়ে গেল। তুমি আজ আমাকে চাইছ। কিন্তু আজ তোমাকে আমি কী দেব?

"কাল শমি বলেছিল, আমাকে তার গান শোনাতে ইচ্ছে হচ্ছিল।"

শমি! করবীর শরীরটা হঠাৎ একটা চাপা উত্তেজনায় টান টান হয়ে উঠল।

"সে অবিশ্যি শোনায়নি। কিন্তু আমি তার কথা বিশ্বাস করে-ছিলাম।"

"শমি বুঝি ভাল গান জানে।"

"শুধু গান? শমি সব জানে।"

করবী চুপ করে গেল। সে গভীর ভাবনায় তলিয়ে গেল। করবী একটা সিদ্ধান্তে পৌছুতে চাইছে। খুব কঠিন খুবই পীড়াদায়ক সে সিদ্ধান্ত। এবং করবীর পক্ষে খুব মর্মান্তিক। করবী জানে শীতল এ বাড়ি থেকে চলে গেলে তার পক্ষে সেটা কী নিদারুণ ঘটনা হবে। করবী নিজেকে শক্ত করে নিল। এবং এতক্ষণে শীতলের গায়ে তার শান্ত হাতটাকে রাখল। রুবিকে যেন আশ্বস্ত করছে করবী। তার তবু রুবি আছে। কিন্তু শীতলের?

"শীতল!" শান্ত সংযত কণ্ঠে অত্যন্ত নরমভাবে ডাকল করবী।

"বল।" শীতল বিস্মিত হল। যেন কত দূরে সরে গেছে করবী। কী হল?

"তুমি বিয়ে করতে চাইছিলে না?"

করবীর কথায় শীতলের কেমন একটা অস্বস্তি হতে লাগল। এ কোন করবী?

"তুমি তো বললে না, তোমার বাধা কোথায়?"

"তোমাকে দেবার মত আমার আজ কিছু নেই শীতল।"

"না!"

"যা সত্যি তাই বলছি।"

"কী সত্যি! তুমি কী জান? এ তোমার অজুহাত।"

শীতল হঠাৎ রেগে উঠল।

"করবী, তুমিও আমাকে ভাঁড় ভাবছ! তুমিও ভাবছ আমি, আমি একটা সঙ! তুমি রুবি তোমরা আমাকে ভেবেছ কী!"

প্রচণ্ড রাগে থর থর করে কাঁপছে শীতল।

করবী নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

শীতল করবীর হাতটা সরিয়ে দিতে গিয়েই ওর হাতে জল লাগল। শীতল চুপসে গেল।

"করবী তুমি কাঁদছ?"

শীতলের মাথাটা ভারি হয়ে এল।

"শীতল, কতক্ষণ আমরা শুয়ে আছি?"

"অনেকক্ষণ করবী। কেন—"

"তোমাকে টানার ক্ষমতা আমার নেই, শীতল তুমি এতক্ষণেও তা বুঝতে পারলে না?"

করবী এবার ডুকরে কেঁদে উঠল। এবং সঙ্গে সঙ্গে শীতলের কাছে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। চমকে উঠে শীতল ভাবল, তাই তো এতক্ষণ পাশাপাশি তবে দুটো কী শুয়েছিল? দুটো রক্তমাংসের শরীর? না দুটো নিথর নদী? করবী! করবী! শীতল তবু করবীকে আশ্রয় করে দাঁড়াতে চাইল প্রাণপণে। কিন্তু কেবলই সে পিছলে পড়ছে! দাঁড়াতে পারছে না কোথাও।

"অনিলের মড়া আগলে বসে থেকে আমার শরীরের সব আগুন নিবে গেছে শীতল। আমি এখন পোড়া কাঠ। আমি আর কাউকে পোড়াতে পারব না। তুমি দেরি করে ফেলেছ।"

"দেরি করে ফেলেছি।"

"হ্যাঁ বড্ড দেরি। শুধু তোমার নয় শীতল। আমারও। কুড়ি বছর ধরে অনিল যে ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ হয়ে গিয়েছে, তার জায়গায় ধাপে ধাপে তুমি এসে গেছ, এ আমি বুঝতে পারিনি। ভেবে এসেছি এ শুধু রুবিরই খেয়াল। আজ যখন বুঝলাম তখন আমার আর কিছুই নেই। সব আকাঙ্ক্ষা সব ইচ্ছে আমি টুঁটি টিপে মেরে ফেলেছি শীতল। কিচ্ছু নেই।"

"তাহলে তুমি আজ এখানে কী করে এলে? আমার বিছানায় কী জন্য এলে?"

"প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলাম শীতল, তাই। ঘুম ভাঙার পরও ভয় গেল না। আমার মনে হল তুমি সত্যিই বুঝি মরে গিয়েছ। সেই ভয়ে সেই আতঙ্কে ছুটে এসেছি। যদি আমরা এক বাড়িতে থাকি তবে দেখবে এমনই ভয় বা আতঙ্কের তাড়া খেয়েই হয়ত আবার কোনদিন এসে পাশে শোব। আর কোনও টানে নয় শীতল। তুমি কোনদিনই আমাকে রুবির মত উপড়ে এনে তোমার বুকে আছড়ে

ফেলতে পারবে না। সে আগুন তোমার আছে শীতল। আমি দেখেছি। রুবির আছে। আমার নেই। আমি জেনে শুনে এমন জীবন তোমাকে দিতে পারিনে। যার কিছু দেবার আছে শীতল তুমি তেমন কাউকে বেছে নাও।"

ঝি এসে কড়া নাড়ছিল। শীতল চমকে উঠল। সকাল হয়ে গেল ?

করবী ধীরে ধীরে শীতলের বিছানা থেকে নেমে পড়ল। যাবার আগে শীতলের দিকে চাইল। শীতলও করবীকে খাঁ খাঁ চোখে চেয়ে দেখল। আশ্চর্য, করবীর যেন কোথাও পাট ভাঙেনি।

করবী তার স্বভাবসিদ্ধ শান্ত স্বরে বলল, "তুমি এখন উঠো না শীতল। আমি চা এনে দিচ্ছি।"

চোখে মুখে জল ছিটিয়ে করবী দরজা খুলতে গেল।

শীতল করবীর কথা শুনল না। সে শুয়ে থাকতে পারল না। বিছানার উপর উঠে বসে একটা সিগারেট ধরাল।

৩

যথাসময়ে রাস্তায় নামল শীতল। সে অফিসে চলেছে। দরজা খুলে করবী চেয়ে রইল তার দিকে। শীতলও চাইল করবীর দিকে। করবীর দৃষ্টি স্থির। আজকের মেঘলা সকালের মত তেজহীন, স্নিগ্ধ। করবী চেয়ে রইল কিন্তু শীতল দৃষ্টি নামিয়ে নিল। সেই যেন অপরাধী। মুখ নিচু করে শীতল চলতে শুরু করল। তার মাথাটা আজ বড় ভারি। তখন বৃষ্টি ছিল না। রোদও না। বড্ড গুমোট। সে ছাতা খুলল না। গলিটা বাঁক নিতেই করবীর বাড়িটা হারিয়ে গেল। করবী

এখন তার পিছনে। বড় রাস্তায় পড়ল সে। করবী দূরে সরে যাচ্ছে ক্রমশ। তার সামনে এখন শমি। একটা গাড়ির ছিটকানো কাদার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তাকে কাপড় তুলে পাশে লাফ দিয়ে পড়তে হল। সে শমির কাছেই চলেছে। যদিও দূর তবু পথ তো জানা। এখান থেকে ট্রাম ডিপো। তারপর অফিস। সামনের দিক থেকে একটা মিনিবাস প্রচণ্ড জোরে ছুটে এল। আবার রাস্তার পাশে লাফ দিল সে। তারপর শমি।

পারিপার্শ্বের আক্রমণ থেকে ক্রমাগত নিজেকে বাঁচাতে বাঁচাতে এগিয়ে চলেছে সে। তার পিছন থেকে হুড়মুড় করে বাস আসছে। সে সতর্ক হচ্ছে। সামনে থেকে ছুটে আসছে বাস, লরি, ট্যাকসি টেমপো প্রাইভেট। সব ঊর্ধ্বশ্বাসে। সে লাফাচ্ছে ঝাপাচ্ছে। ডাইনে বাঁয়ে। এ পাশ থেকে সাইকেল রিকশা, ওপাশ থেকে ঠ্যালা, সাইকেল, ষাঁড়। এখানে গর্ত জল, ওখানে আবর্জনার স্তূপ, কাদা নর্দমা। সে চলেছে। অত্যন্ত সতর্ক। অত্যন্ত সচেতন। অতিশয় তৎপর। পিছনে করবীর দূরত্ব একটু একটু করে বাড়ছে। অবসাদ গ্লানি একটু একটু করে কমছে। সামনে শমি। দূরত্ব একটু একটু করে কমছে। উৎসাহ উদ্যোগ একটু একটু করে বাড়ছে।

ট্রাম ডিপোতে সে পৌঁছুল। জলে কাদায় জুতোটা একেবারে ন্যাতা হয়ে গেছে। কাপড় জামা ঘামে ভিজে লদলদে। একটা ফাঁকা ট্রামে সে উঠে বসল। ড্রাইভারের পিছনে জানালার পাশে তার মনোমত সীটে। সে জুতো খুলে তার উপর গোড়ালি রেখে পায়ের পাতাটা ট্রামের দেওয়ালে চেপে ধরল। কাপড় টেনে একেবারে হাঁটু অবধি তুলল। ছাতাটা আজ ভেজেনি। ছাতাটাকে দুই হাঁটুর মাঝখানে এনে তার বাঁটে দু হাত রেখে আরাম করে বসল। সিগারেট

খেতে ইচ্ছে হচ্ছিল তার। সে পকেট থেকে একটা সুপুরির টুকরো বের করে মুখে পুরল। ট্রাম ছাড়তে দেরি আছে। আগে গোটা দুই যাবে তারপর এটা। অন্যদিন এই সময়টা বুক পকেট থেকে ফর্দটা টেনে বের করে পড়ে নেয়। আজ কোনও ফর্দ নেই। রুবি আর কোনদিন তাকে কোনও ফরমায়েশ করবে না। করবী? আজ কোনও ফর্দ সেও দেয়নি। ভুলে গেছে? তার বুক পকেটটা ফাঁকা-ফাঁকা লাগল। তার নিচেটাও। সে জানালার বাইরে চাইল। অনেকগুলো কাক ডিপোর ফাঁকা চত্বরে গোল হয়ে বসে আছে। তার মনে পড়ল কাল বিকেলে তার আত্মীয়রা এটরনির বাড়িতে জড়ো হয়েছিল। তাকে দেখবে বলে। তাকে দেখবে বলে? না টাইপ করা একটা দলিলে তার সই নেবে বলে? সে যায়নি। সে কাকগুলোর দিকে চেয়ে রইল। একটা কাক লাফিয়ে এগিয়ে এল। এতে আর ভেবে দেখার কী আছে? উকিল কাকার তীক্ষ্ণস্বর তার কানে বেজে উঠল। তার মনে হল আলো কমে আসছে। তোমার উত্তরাধিকার তুমি বুঝে নেবে, এতে ভাবার কী আছে? বৃষ্টি আসবে বোধহয়। সে আকাশের দিকে চাইল। সব তৈরিই থাকবে, হাবুল মিত্তির বলেছিল, ওরাও সব কাল হাজির থাকবেন। সবাইকে খবর দেওয়া হয়ে গেছে। অনেক দিন ধরেই তো ঝুলে আছে ব্যাপারটা। সকলেই এখন ফয়সালা করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। উকিল কাকা বললেন, হ্যাঁ, কাল এসো। তোমার ব্যাপারে আমি যা বলব সবাই তা মেনে নেবেন। তুমি কি এগরিমেনটের কপি দেখতে চাও? হাবুল দিতে পারে কপি। তুমি যোগীনের পরামর্শ নিতে পার। ও আমার ছেলেরই মত। তোমার প্রতি অবিচার হয়েছে? তা তুমি বলতে পার। কিন্তু তার জন্য দায়ী তোমার মা। তাঁর ফুলিশ জেদ। কোনও প্র্যাকটিক্যাল সেনস ছিল,

না তার। শীতল দেখল কাকগুলোর ভিতর তুমুল কলরব শুরু হয়েছে। কা কা কা কা। শীতল কাল ওদের কলরবে গলা মেলাতে যায়নি। ফুলিশ জেদ। তারও কোনও প্র্যাকটিক্যাল সেনস নেই। এসবই শেতলবাবুর অ্যানটিকস। কা কা কা কা।

সব ফয়সালা করে দিয়েছে করবী। অত্যন্ত শান্তভাবে সে একটা সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছে। রুবি আর করবী তার পায়ের শিকলি কেটে দিয়েছে। ট্রামটা ভর্তি হতে শুরু করেছে। কিন্তু তবু সে উড়তে ফুর্তি পাচ্ছে না কেন? তার মাথাটা আবার টিপটিপ করতে শুরু করল। কেমন ভারি ভারি লাগছে আবার। শিকলটা সে নিজেই টেনে পরেছিল, সেইজন্য কী? জোলো বাতাস বইতে শুরু করল। বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে। তার চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছে। তার ঘুম আসছে। তার পাশে কে যেন এসে বসল। ট্রাম ছাড়ল।

ঘুমুচ্ছে সে। ঘুমুতে ঘুমুতেই সে পকেট থেকে মানথলি বের করে কনডাকটারকে দেখিয়ে পকেটে রাখল। বৃষ্টির ছাঁট আসছিল। ঘুমুতে ঘুমুতেই সে জানালাটা বন্ধ করে দিল। সারকাসে সে এখন ট্রাপিজের খেলা দেখছে। না দেখছে না। সে খেলছে। সে নিজেই জোকার। করবী একদিকে দাঁড়িয়ে ঢুলিয়ে দিল ট্রাপিজ। সে কোনমতে সেটা ধরে শূন্যে দাপাদাপি করছে। তার পাতলুন খুলে এসেছে প্রায়। শমি আরেকদিকে দাঁড়িয়ে আরেকটা ট্রাপিজ ছুঁড়ে দিল। সে সেটাও ধরে ফেলল। কিন্তু কোনটাই ছাড়তে পারছে না। খুব দাপাদাপি করছে শূন্যে। তার দুহাতে দুটো ট্রাপিজ। সে একেবারে মাঝখানে। সে যেন কত বিপন্ন। তার পাতলুন খুলে গেল। লোকে হা হা করে হেসে উঠল। শমি হাসছে। করবী হাসছে। শমি আর করবী তাকে

দুর্দশার হাত থেকে মুক্তি দেবার জন্য একসঙ্গে ট্রাপিজ দুটো নিজের প্ল্যাটফরমের দিকে টেনে আনতে চাইল। তার মাথাটা ঝুঁকতে ঝুঁ ওর ছাতার বাঁটের উপর নেমে এল। শমি আর করবী তাকে এক টানছে। ধীরে ধীরে ফুস্ ফুস্ করে তার নাক ডাকতে শুরু করল পাশের লোকটা তার কাণ্ড দেখে মিচকে মিচকে হাসতে লাগ তার হাতের মুঠো দুটো ট্রাপিজেই আটকে গেছে। দুমুখো টানে মাঝখান থেকে একটুও সরল না। তার হাত দুটো টেলিস্কোপের মত লম্বা হয়ে গেল। হৈহৈ কাণ্ড। লোকে হো-হো করে উঠল। কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, শেতলবাবুর অ্যানটিকস। উঃ দারুণ!

বেশ জোরেই নাক ডাকছে তার। সে অঘোরে ঘুমুচ্ছে। তুমুল বৃষ্টি। ট্রাম থেমে থেমে চলেছে। ঘড়্ড়াত করে শব্দ হল নাকে। পাশের লোকটা হেসে উঠল। পাশের লোকদের শুনিয়ে সে বেশ রসিয়ে বলে উঠল, "ওঃ দাদা আমার আয়েশী বটে একজন গুরুদেব লোক।" লোকেরা হো হো করে হেসে উঠল।

শীতলের কোনও কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নেই। নাক ডাকতে ডাকতে, স্বপ্ন দেখতে দেখতে, সে নিজেও মাঝে মাঝে মিচকি মিচকি হাসতে লাগল। গোটা ব্যাপারটায় তার এখন যেন দারুণ মজা লাগছে।

—